মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

আদি পর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীসত্যচরণ বসু কর্ত্তৃক
শ্যামপুকুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম সংস্করণ।

"মেঘ যেমন সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তরকালে
সকল কবিকুলের আশ্রয়-স্থান হইবেক"—মহাভারত।

কলিকাতা,

এল, এন, প্রেস—২৪ নং, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

শ্রীনারায়ণ দ. স[illegible]

বিজ্ঞাপন।

(শ্রুত সিংহ মহোদয় কৃত।)

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশত অধ্যায় রচনা করিবেন; কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, পূর্ব্বতন লিপিকর-দিগের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়সংখ্যার বৈষম্য হওয়াতে সুতরাং শ্লোকসংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া যে মূল মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত

ভূমিকা।

মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা পুরাণ এবং পঞ্চম বেদ শব্দেও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতে পুরাণের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান আছে এবং স্থানে স্থানে বেদের আখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেবচরিত ঋষিচরিত ও রাজচরিত কীর্ত্তিত হইযাছে এবং নানাপ্রকার উপাখ্যানাদিও লিখিত আছে। অতি বিস্তৃত মহাভারত গ্রন্থে অনেক প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উক্ত হইয়াছে এবং নানাবিধ লৌকিকাচার ও বিষয় ব্যবহারও বর্ণিত আছে। যাহাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে সে ক্ষোভ অনেক অংশে দূর হইতে পারে। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়া থাকে, মহাভারত তদ্রূপ প্রথানুক্রমে রচিত নহে; কিন্তু কোন বিচক্ষণ লোকে মনোযোগপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার, ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম ও বিষয়ব্যবহারের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিলে মহাভারত যেমন পুরাবৃত্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সেইরূপ কোন কোন অংশে ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলিলেও বলা যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইযাছে এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের রচনাকর্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত অসামান্য গ্রন্থের অধ্যয়ন ও শ্রবণের যে সমস্ত অসাধারণ অলৌকিক ফলশ্রুতি বর্ণন করিয়া গিযাছেন, তাহাতে আস্থাশূন্য হইলেও ইহার শ্রবণ ও অধ্যয়নদ্বারা নীতি, জ্ঞান ও বিষয়ব্যবহার জ্ঞানাদি অনেক প্রকার উপকার লাভ করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতিশাস্ত্র রচনাদ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান

নপূর্ব্বক অনুপম আশ্চর্য্য কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়া কাব্যরস-
.ক জনগণের চিত্তবিনোদ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণও
উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সর্ব্বদা শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে নীতি-
শিক্ষা প্রদান করেন। ফলতঃ ভারতান্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে,
ভারতবর্ষীয় লোকে অনেক প্রকার নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর
সন্দেহ নাই। অতি বিস্তীর্ণ ভারতগ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকল প্রকার অবস্থাই
বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত
হইয়া লোকে সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থ এ-
দেশের সবিশেষ গৌরব স্বরূপ। কোন ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া
ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্য-
বসায়, অসামান্য রচনানৈপুণ্য, প্রগাঢ় ভাবমাধুরী ও উদার উদ্দেশ্যের যশঃ
কীর্ত্তন করেন, সন্দেহ নাই।

অসামান্য-গুণসম্পন্ন ভারতগ্রন্থ যে, কোন্ সময় ও ভারতবর্ষের কি
প্রকার অবস্থায় রচিত হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া অবধারিত করা
নিতান্ত কঠিন। কিন্তু বেদরচনার অনেক পরে যে ইহার রচনা হইয়াছে,
তাহা ইহার রচনাতাৎপর্য্য ও উপাখ্যানাদিদ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হই-
তেছে। বেদের ভাষার সহিত ইহার ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলেই
ইহাকে বেদাপেক্ষা আধুনিক বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে বেদের আখ্যানাদিও
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লোকযাত্রাবিধান,
বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্পশাস্ত্রাদি সংক্রান্ত যে সকল কথা বর্ণিত আছে,
কোন আদিমকালবর্ত্তী অসভ্যাবস্থ লোকের চিন্তাপথে তৎসমুদায় উদিত
হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সময় ভারতবর্ষে
বিলক্ষণরূপে সভ্যতার প্রচার ও জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছিল, মহাভারত যে
তৎকালের রচিত গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

অশেষ জ্ঞানাধার ও নীতিগর্ভ মহাভারত গ্রন্থ এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ
লোকের বোধসুলভ করিবার উদ্দেশে কাশীরাম দাস তাঁহার অষ্টাদশ পর্ব্ব
বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক
পণ্ডিতেরাও স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন
কিন্তু কাশীরাম দাসের অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠ অথবা যেদীস্থিত পৌরাণিক-
দিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাভারত যে কি পদার্থ, ইহা যথার্থরূপে
জানিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্যসম্পাদন
মানসে এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূলগ্রন্থের
বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন

এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম ... করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণবক্তা পণ্ডিত মহাশয়েরাও শ্রোতাদিগের শ্রবণসুখ সম্পাদনাভিলাষে এবং আপনাদিগের হাস্যকরুণাদি-রসসাধনী শক্তি প্রকাশ করিবার মানসে কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূলগ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ও অনেক প্রকার নূতন কথারও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশঙ্কা করিয়া মূলগ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্ত প্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বয়ং মহাভারত পাঠ বা কোন যোগ্য পণ্ডিতের মুখে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে আর মহাভারত যে কি, ইহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে এদেশে দিন দিন সংস্কৃতভাষার যে প্রকার অননুশীলন এবং অনাদর হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বরং সংস্কৃত গ্রন্থসকল ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। অতএব যাহাতে এদেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত গ্রন্থের সমস্ত মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্য্যাদা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে, তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধ্য ও চিরসঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।

এক্ষণে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানাস্থানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশহিতানুরাগী মহানুভবগণ ইংরাজি ভাষার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুবাদ করিতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে-ছেন, কেহ পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গেও আমোদিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও আমার মনে হইল যে, অনুবাদদ্বারা ভিন্নদেশের গ্রন্থান্তর্গত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত, সেইরূপ স্বদেশীয় মহানুভব পুরুষদিগের মানসোদিত আশ্চর্য্য তত্ত্ব সকল স্থায়ী হইবার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। স্বদেশের জ্ঞানোন্নতি সংসাধন ও জ্ঞান গৌরব রক্ষা করাই তাহার প্রকৃত হিত সাধন করা। সুদূরপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে। এই বিবেচনায় আমি

ভূমিকা।

স্বীয় নিতান্ত সামান্য পরিমিত শক্তিদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করত স্বদেশের হিত সাধন করিতে সাহসী হইয়াছি।

মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি জন কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্-রূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি, তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত ঐ সকল মহানুভবদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন্ ব্যক্তির হস্তে পতিত হওযায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

অষ্টাদশ পর্ব্ব সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করত একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে দীর্ঘ কালের মধ্যেও সম্পন্ন হওয়া কঠিন। অতএব ইহা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহার দোষ গুণ অবগত হইবার জন্য আপাততঃ আদিপর্ব্বের প্রথমাবধি পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়ের শকুন্তলোপাখ্যান পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড সাধারণ সমীপে অর্পণ করিতেছি, করুণাশীল সুধীগণ ইহার অবশ্যম্ভাবী অপেক্ষিত দোষ রাশি মার্জ্জনা করিযা উৎসাহ প্রদান করিলে অচিরেই অপর খণ্ড প্রকাশ করিতে উৎসাহান্বিত হইব।

কলিকাতা।
১৭৮১ শকাব্দা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের সূচিপত্র।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের সূচিপত্র।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের সূচিপত্র।

আদিপর্ব্বের সূচিপত্র সমাপ্ত

Poor Artist

মহর্ষি বেদব্যাস ও গণপতি। (আদি পর্ব্ব।)

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধান করত সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণপুত্ত্র পৌরাণিক সৌতি অতিবিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও অতিথির যথোচিত পূজা করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করত আপনারাও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে, ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে কমললোচন সূতনন্দন! এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্য্যটন করিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। সৌতি এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, অতিশান্তপ্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। তথায়, বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহাভারতীয়কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমন্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং

উভয় পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যেহেতু আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বি-ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতিপূতমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অনুমতি করুন, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা, কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব। ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি; কারণ, যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদচতুষ্টয়ের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়। ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন ও অতিকঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতিদুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছে; সেই অনাদি অনন্ত অভিলষিত ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচরগুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত অতিপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কত শত মহাত্মারা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎকালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে

সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা নানা-সুচারু-শব্দ ও রমণীয়-ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুবমনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু জন্ম লাভ করেন। মহর্ষিগণ একতানমনে যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সঞ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদায়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদায় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ যুগপ্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয়, পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি, এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়-মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণ সঙ্ক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্য, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। মহ্যের

পুত্র দেবভ্রাট্‌ ও সুভ্রাট্‌। সুভ্রাটের তিন পুত্র ; দশজ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র জন্মে। শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতির অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয়। এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভৃত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রা বিধান এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারতঃ ও সঙ্ক্ষেপতঃ কথিত আছে। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন। কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, কেহ বা ইহার ধারণায় সুনিপুণ। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতী-তনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতিবিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসনপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতিপ্রীতমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্‌! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি ; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার সঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্‌ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার

নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইঁহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতিপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রা-বিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে এক জন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন,—বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন; কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য 'বই কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক; এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর; তিনি তোমার লেখক হইবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, —হে গণনায়ক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি, আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মুনে! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিঘ্ননাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না; গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থগ্রন্থিস্বরূপ কূট-শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন

যে, এই ভারতগ্রন্থে অষ্টসহস্র ও অষ্টশত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে; সঞ্জয় পারেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন; ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোকসকল অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা সেই মহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহা-দিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধ-কার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে; তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিরাশ করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সঙ্গ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত; পৌলোম ও আস্তিক ইহার মূল; সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ; সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক; অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ; বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার; ভীষ্ম-পর্ব্ব শাখা; দ্রোণপর্ব্ব পত্র; কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ; শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ; স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব্ব ইহার সুশীতলচ্ছায়া; শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল; অশ্বমেধ অমৃতরস; আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান; শল্যপর্ব্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে ঐ ভারত-মহা-দ্রুমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় বলিব।

অতিপূর্ব্বকালে ভগবান্ বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়-প্রতিম অতিবীর্য্যবান্ তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। মহর্ষি ইহাঁদিগকে উৎপাদন করিয়া পুন-র্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন

পুত্র জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক-কর্ম্ম-সমাধানান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, স্বগ্রন্থে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধ-শতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুক-দেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ। কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ; দুঃশাসন ফল ও পুষ্প; মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ; ভীমসেন তাহার শাখা; মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল; এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অব-শেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে মৃগয়ারসপরবশ হইয়া কাল-

যাপন করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিলে ঐ মৃগ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিসম্পাত দিল,—মহারাজ! আপনি সম্ভোগসময়ে যেমন আমার প্রাণসংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। সুতরাং তদবধি অনপত্যতানিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবল্কলধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুত্র; অরণ্যে আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতা স্বরূপ; এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে কৌরব ও পুরবাসিগণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে; কেহ কেহ কহিল, তাঁহারই বটে; কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল পাণ্ডুরাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন; সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি দেখিলাম। এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল; পুষ্পবর্ষণসহকারে সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের নগরপ্রবেশকালে এই সকল শুভলক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা অতি-

প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত সমস্ত ভূপালসম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ম্বরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন এবং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইতেন। কেহই তাঁহার দুর্ব্বিষহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিত না। মহাবীর অর্জ্জুন নিজভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের বধসাধন করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তি, অশ্ব, বিচিত্র-বসন, কম্বল, প্রাবার, আবরণ ও আস্তরণ রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব-নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে, দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীমকর্ত্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ-ভোগ-সুখ-সম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের অনুমোদন করিয়া দ্যূতপ্রভৃতি দুর্নীতির উপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় অবধারণ করিলেন না। সুতরাং বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় স্মরণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমি

তোমাকে সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা অসূয়াপরবশ হইও না। দেখ, আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নহি। আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নভাব প্রদর্শন করি নাই। তথাপি পুত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুত্রবৎসলতাবশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভাব পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ-কালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে গান্ধাররাজের পরামর্শ-গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট-দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। হে সঞ্জয়! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান্; সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রমপ্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ, বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম-সখ্যতা-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করত সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর

তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বনপ্রস্থানকালে জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণতা-প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশস্বীকার সহকারে বিবিধ হিতচেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপজীবী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপত-মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানদৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল-দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্ব-দ্বারা সংযত ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায়

নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাটনগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি একপদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ-সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব, "তুমি যুদ্ধ না করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না" কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ

সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করত শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্র-জন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংশপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুনবিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণা-চার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করত তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনি-লাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রু-

সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব “বন্ধন উন্মোচন করত তাহাদিগকে জল-পান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগদ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য ইহাঁরা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথ-বধে উপেক্ষা করিয়াছেন,তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম,দেবরাজদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসংখ্য-লোক-সমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন-প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি-পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিদুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা

করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতিমায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জল-স্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতিঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন "স্বস্তি" বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামা ও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নাশ করেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভি-শাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধনদশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতিদুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের পক্ষায় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায়ে দশ জন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে,—হে সঞ্জয়! সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া আমি বারম্বার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই; মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন,—হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা অতি-

কাপুরুষের কর্ম্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না; সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহ বিসর্জ্জন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদমুখে আপনি শুনিয়াছেন, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, শুভকর্ম্মা, যযাতি ইহাঁরা প্রখ্যাত রাজর্ষিবংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্ত্তি ও ধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই সুখময় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতীম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ভৃত্য, শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়েষুধি, অবিক্ষিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা; এই সকল ও অন্যান্য শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইহাঁরা অশেষ-ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধনদশায় নিপতিত হন। অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ প্রধান কবিগণ প্রাচীন ইতিহাস কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুলবিক্রম, সমধিক যশ, মহাত্মতা, সরলতা, আস্তীক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভূরিভূরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয়-দুর্ব্বৃত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সংহারদশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত শাস্ত্রানুগামিনী আছে; অতএব

এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারম্বার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অনুপযুক্ত। আপনি দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন; কাল সর্ব্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদয় কালমূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কালসহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোক সকলই নিদ্রিত; একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে।

এইরূপ প্রবোধবাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্ত্তন করেন।

এই মহাভারত-অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়; এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস ইহাদিগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্যস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম; পণ্ডিতেরা যাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্যকারণরূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের সুশাসন অস্খলিত ও অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শুভসংসাধন করিতেছে, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শ-তলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে যাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, যাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত, ভূত-

ভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত এই গ্রন্থে সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ ও পরম-শ্রদ্ধাবান্ নর নিয়মপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দুই সন্ধ্যা এই অনুক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্রসঞ্চিত পাপ হইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। আস্তিক ব্যক্তিরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ভারতসংহিতার অন্ততঃ একচরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক তদ্দত্ত অন্নপানে পরিতৃপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি দুষ্কৃতি হইতে আশু বিমুক্ত হয়েন। যিনি প্রতি-পর্ব্বাহে অতিপূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তিনি সমুদায় গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও তাহার সম্যক্ ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবন, মহীয়সী কীর্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ করেন।

পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বগুণে অধিক হইল; তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। কিন্তু ইহার অশেষ ভাব দূষিত হইলেও পাপের সঞ্চার হয়।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর্ব্বসংগ্রহ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! আমরা ভারতের অনুক্রমণিকা শুনিলাম; এক্ষণে সমন্ত-পঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার

যাহা কিছু বর্ণনীয় আছে, সমুদায় শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। ঋষিদিগের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতিশিষ্ট-প্রকৃতি সৌতি কহিতে লাগিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমন্তপঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গক্রমে সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিতে পিতৃবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করত ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি, তিনি রোষপরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন,—হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত-পিতৃভক্তি ও অসাধারণ-বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন,—হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বরপ্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন। পিতৃগণ "তথাস্তু" বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদানপূর্ব্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন; তিনিও তদবধি ক্ষত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না।

সেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরমপবিত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কারণ, পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে কোন বিশেষচিহ্নে চিহ্নিত, তাহা তন্নামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষবর্জ্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই তাহার যথার্থ-ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সেই তীর্থ অতি-

পবিত্র ও রমণীয়। হে ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! ত্রিলোকে ঐ দেশ যেরূপ বিখ্যাত, তাহা আপনাদের সমক্ষে কহিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণীশব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তুমি সকলই জান; অতএব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়া বল। সৌতি কহিলেন,—এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব ইহাতে একটি পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনায় এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে একবিংশতি-সহস্র অষ্টশত ও সপ্ততিসংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, একলক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চ-ষষ্টি-সহস্র, ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি যে অক্ষৌহিণীশব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সমন্তপঞ্চকতীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র সমাগত হইয়াছিল। সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া কালের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় শক্তিসহকারে তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচদিন কৌরবসেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবল-পীড়ক কর্ণ দুই দিবস ও শল্য অর্দ্ধদিবসমাত্র যুদ্ধ করেন। তৎপরে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়; তাহাও দিবসার্দ্ধমাত্র। অনন্তর দিবসের অবসানে ও নিশার আগমন হইলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে সুখপ্রসুপ্ত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিলেন।

হে শৌনক! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাখ্য ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্বে মহানুভব ভূপালদিগের বিচিত্র চরিত্র সম্যক্‌রূপে বর্ণিত আছে। ইহা বহুবিধ উপাখ্যান ও অনেকানেক লৌকিক আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণ। যাদৃশ মোক্ষার্থীরা

একমাত্র পারত্রিক শুভসঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞেরা মঙ্গল-লাভ-প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য-বস্তু মধ্যে আত্মা ও সকল প্রিয়-বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন সৎকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারতসংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ এই অদ্ভুত ইতিহাসে বহুবিষয়ে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

হে ঋষিগণ! এইক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্মে অলঙ্কৃত অননুভূত-পূর্ব্ব-বিষয়ের মীমাংসাসহকৃত সুচারুরূপে বিরচিত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। প্রথম অনুক্রমণিকাপর্ব্ব; দ্বিতীয় সংগ্রহপর্ব্ব; পরে পৌষ্য ও পৌলোমপর্ব্ব; আস্তীক ও বংশাবতরণপর্ব্ব; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য সম্ভবপর্ব্ব; তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; তৎপরে জতুগৃহদাহ; তৎপরে হিড়িম্ববধ; তৎপরে বকবধ; তৎপরে চৈত্ররথপর্ব্ব; তৎপরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত; তৎপরে বিবাহ; তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভপর্ব্ব; তৎপরে অর্জ্জুনের অরণ্যবাস; তৎপরে সুভদ্রাহরণ; তৎপরে যৌতুকাহরণপর্ব্ব; তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন; তৎপরে সভাপর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্রপর্ব্ব; তৎপরে জরাসন্ধ-বধ; তৎপরে দিগ্বিজয়পর্ব্ব; দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞ; তৎপরে অর্ঘ্যাভিহরণ; তৎপরে শিশুপালবধ; তৎপরে দ্যূত ও অনুদ্যূত-পর্ব্ব; তৎপরে অরণ্য; তৎপরে কিম্মীরবধ; তৎপরে অর্জ্জুনের অভি-গমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ; ইহাকে কিরাতপর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন; তৎপরে নলোপাখ্যান; ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়; তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব; তৎপরে জটাসুরবধপর্ব্ব; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ; তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্ব;

তৎপরে অজগরপর্ব্ব; তৎপরে মার্কণ্ডেয়সমস্যা; তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামাসম্বাদ; তৎপরে ঘোষযাত্রা; তৎপরে মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব; তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যানপর্ব্ব; তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন; তৎপরে দ্রৌপদীহরণ; তৎপরে জয়দ্রথবিমোক্ষণ; তৎপরে রামচন্দ্রোপাখ্যান; তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যবর্ণন। তৎপরে কুণ্ডলাহরণ; তৎপরে আরণেয়; তৎপরে বিরাটপর্ব্ব; তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময়প্রতিপালন; তৎপরে কীচকবধ; তৎপরে গোগ্রহণ; তৎপরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ; তৎপরে উদ্‌যোগ; তৎপরে সঞ্জয়াগমন পর্ব্ব; অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রজাগর পর্ব্ব; পরে সনৎসুজাত পর্ব্ব; তৎপরে যানসন্ধি পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের গমন। তৎপরে মালতীয় উপাখ্যান ও গালবচরিত; তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান; বামদেবোপাখ্যান; বৈণোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান। তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ; তৎপরে বিদুলাপুত্রশাসন; তৎপরে সৈন্যোদ্‌যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান পর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় করিয়া কার্য্যচিন্তন; তৎপরে সেনাপতি-নিয়োগাখ্যান। তৎপরে শ্বেত ও বাসুদেব সংবাদ; তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ; তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সেনানির্যাণ; তৎপরে রথী ও অতিরথী সংখ্যাপর্ব্ব; অনন্তর অমর্ষবিবর্দ্ধন উলুকদূতের আগমন; তৎপরে অম্বোপাখ্যান; তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব; তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ পর্ব্ব; তৎপরে ভূমিপর্ব্ব; তৎপরে দ্বীপবিস্তারকথন পর্ব্ব; তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব; অনন্তর ভীষ্মবধ; তৎপরে দ্রোণাভিষেক; তৎপরে সংশপ্তক-সৈন্যবধ; তৎপরে অভিমন্যুবধপর্ব্ব; তৎপরে প্রতিজ্ঞা; তৎপরে জয়দ্রথবধপর্ব্ব; তৎপরে ঘটোৎকচবধ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধপর্ব্ব; তৎপরে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগপর্ব্ব।

অনন্তর কর্ণপর্ব্ব; তৎপরে শল্যপর্ব্ব; তৎপরে হ্রদপ্রবেশ ও গদাযুদ্ধপর্ব্ব; অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশানুকীর্ত্তন পর্ব্ব; তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিকপর্ব্ব; অনন্তর দারুণ ঐষীকপর্ব্ব; তৎপরে জলপ্রদানিকপর্ব্ব; তৎপরে স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব; তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিকপর্ব্ব; তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব্ব; তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকপর্ব্ব;

তৎপরে গৃহপ্রবিভাগপর্ব্ব; অনন্তর শান্তিপর্ব্ব; এই পর্ব্বে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম কথিত আছে। তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন; তৎপরে ব্রহ্ম-প্রশ্নানুশাসন; তৎপরে দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসম্বাদপর্ব্ব। অতন্তর অনুশাসনপর্ব্ব; অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণপর্ব্ব; তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রণাশক অশ্বমেধিকপর্ব্ব; তৎপরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয়ক অনুগীতাপর্ব্ব; তৎপরে আশ্রমবাসিকপর্ব্ব; তৎপরে পুত্রদর্শনপর্ব্ব; তৎপরে নারদাগমনপর্ব্ব; তৎপরে অতি ভীষণ মৌষল পর্ব্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব; তৎপরে স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব; অনন্তর খিলনামক হরিবংশপর্ব্ব। এই পর্ব্বে বিষ্ণুপর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংশবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত আছে। এই শতপর্ব্ব মহাত্মা ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সংক্ষেপে এই মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ করিলাম।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তিক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্য-লাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহন, ময়দানবদর্শন এই সকল আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোম-পর্ব্বে ভৃগুবংশবিস্তার কথিত আছে। আস্তীকপর্ব্বে সর্পকুল ও গরুড়ের সম্ভব, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান ও মহাত্মা ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে। সম্ভবপর্ব্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীরপুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত এবং দেবতাদিগের অংশাবতারণ বর্ণিত আছে। দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীদিগের সমুদ্ভব। যাঁহার নামের অনুরূপ লোকে ভারত-কুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরষে শকুন্তলার গর্ভে সেই ভরতের জন্মলাভ। শান্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ভে বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত; ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্য-পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা; চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা-বিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার; অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের নরলোকের অংশে সম্ভব ও বরদানপ্রভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপত্তি; ধৃতরাষ্ট্র,

পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের সম্ভব; বারণাবত-প্রস্থানে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় বিদুরের অশেষ উপদেশ; বিদুরের পরামর্শক্রমে অতিগোপনে সুরঙ্গনির্ম্মাণ; রাত্রিকালে পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন-নামক ম্লেচ্ছের সহিত দাহ; নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বদর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন; বকবধে পুরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণসন্নিধানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত সয়ম্বরসভাদিদৃক্ষাক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণীরত্নলাভের অভিলাষে পাঞ্চালদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনের তাহার সহিত পরম সখ্যভাব সংস্থাপন ও তৎসমীপে তপতি, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন; তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপালসমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহামতি অতি-শিষ্ট-প্রকৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জ্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ-সাহস সন্দর্শনে পাণ্ডববোধে তাহাদিগের সহিত সমাগত হইবার বাসনায় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ; পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ, এই স্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ; পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ; পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিদুরপ্রেরণ; বিদুরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার; নারদের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীবিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন; সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস; অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অরণ্যবাস এবং তৎকালে উলূপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সমাগম; পুণ্যতীর্থে গমন

শু বভ্রুবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহযোনি প্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন; প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকারলাভ; কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জ্জুনের সুভদ্রাপ্রাপ্তি, যৌতুকপ্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম; দ্রৌপদীপুত্রের উৎপত্তিকীর্ত্তন; যমুনায় জলবিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুনের চক্র ও ধনু লাভ; খাণ্ডবদাহ; প্রদীপ্ত অনল-মধ্য হইতে ময়দানব ও ভুজঙ্গের পরিত্রাণ; মন্দপাল নামা মহর্ষির ঔরসে শাঙ্গীর গর্ভে সুতোৎপত্তি, আদিপর্ব্বে এই সকল বর্ণিত আছে। বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতিসংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন, তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ; কিঙ্কর দর্শন; দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন; রাজসূয় মহাযজ্ঞের আরম্ভ; জরাসন্ধবধ; গিরিব্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোচন; পাবণ্ডদিগের দিগ্বিজয়; ভূপালদিগের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন; যজ্ঞে অর্ঘ্যদানপ্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ; পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষ্যা; ভীমকর্ত্তৃক সভামধ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ; তন্নিবন্ধন দ্যূতক্রীড়া; ধূর্ত্ত শকুনিকর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়; দ্যূতার্ণবমগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক উদ্ধার; দ্রৌপদীকে বিপদুত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ; দ্যূতে পরাজয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের বন প্রেষণ; মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্ব্বে এই সকল বর্ণন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চ শত একাদশ শ্লোক আছে।

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বন প্রস্থান করিলে পৌরজনকর্ত্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন; ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধৌম্যমুনির উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা; সূর্য্যের অনুগ্রহে অন্নলাভ; ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ; বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে

আগমন; কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা; তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন; ব্যাসকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বনগমন প্রতিষেধ; সুরভির উপাখ্যান; মৈত্রের আগমন; ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ; মৈত্রেয়কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান; ভীমকর্ত্তৃক যুদ্ধে কির্ম্মীর রাক্ষসবধ; শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন; কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ করিলে অর্জ্জুনের সান্ত্বনা বাক্য; কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ; দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বাসুদেবের আশ্বাসদান; শৌভপতি শাল্বের বধ; সপুত্রা সুভদ্রাকে কৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বারকায় আনয়ন; ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে পাঞ্চাল-নগর প্রাপণ; রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ; দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন, যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যালাভ; ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে গমন; অমিততেজা অর্জ্জুনের অস্ত্র-লাভ-প্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ; ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্রলাভ; অস্ত্রশিক্ষার্থে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন; পাণ্ডব-বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা; মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন; দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরেব বিলাপ; ধর্ম্মসঙ্গত ও করুণরসাশ্রিত নলোপাখ্যান; যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যালাভ; পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন; লোমশকর্ত্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কথন; অর্জ্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্ব কীর্ত্তন; মহর্ষি নারদের পুলস্তুতীর্থ-যাত্রা; পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা; কুণ্ডলদ্বয়-প্রদানদ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে বিমোচন; গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন; অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপিভক্ষণ; অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ; কৌমার-ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত-কীর্ত্তন; প্রভূতপরাক্রম পরশুরামের চরিত্রবর্ণন; কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ; প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম;

সুকন্যার উপাখ্যান ; শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন-মুনি-কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারের সোমপান ; অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক চ্যবনের যৌবন-প্রতিপাদন ; মান্ধাতার উপাখ্যান ; জন্তু নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান ; শত পুত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্তু নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন ; যজ্ঞানুষ্ঠান ও অভীষ্ট ফল লাভ ; শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান ; শিবিরাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ; অষ্টাবক্রোপাখ্যান ; জনক-যজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত বরুণাত্মজ নৈয়ায়িক বন্দীর বিবাদ ; মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বিবাদে বন্দির পরাজয় ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার ; মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান ; গন্ধমাদনযাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস ; পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ ; পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের কদলীবনে হনূমান্ সন্দর্শন ; কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অব-গাহন ; তথায় অতিভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ ; জটাসুর-নামক রাক্ষস বধ ; তথায় রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আগমন ; আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান ; দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভীম-সেনের উৎসাহদান ; ভীমের কৈলাস পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্ প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমা-গম ; দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম ; হিরণ্যপুর-বাসী নিবাতকবচগণ ও পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণন ; তৎকর্ত্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণ সংহার ; ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্র-সন্দর্শনের উদ্যম ; দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ক প্রতিষেধ ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ ; গহনবনে ভুজগেন্দ্র-কর্ত্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ ; প্রশ্নোত্তর-প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ ; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে পুনরাগমন ; তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন ; মার্কণ্ডেয়সমস্যা ; পৃথুরাজার উপাখ্যান ; সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সম্বাদ ; মৎস্যোপাখ্যান ; ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান ; ধুন্ধুমারোপাখ্যান ; পতিব্রতোপাখ্যান ; অঙ্গিরা ঋষির উপাখ্যান ; দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ ; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরা-গমন ; ঘোষযাত্রা ; গন্ধর্ব্বদ্বারা দুর্য্যোধনের বন্ধন ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিমো-

চন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মৃগ-স্বপ্ন সন্দর্শন; রমণীয় কাম্যকবনে পুনর্গমন; অতিবিস্তীর্ণ ব্রীহিদ্রৌণিকোপাখ্যান; মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ; মহাবল ভীমের বায়ুবেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তর রামায়ণ উপাখ্যান; রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক রাবণের বধ; সাবিত্রীর উপাখ্যান; কুণ্ডলদ্বয়-দান-দ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি; পরিতুষ্ট ইন্দ্রকর্ত্তৃক একপুরুষঘাতিনী-শক্তি প্রদান; আরণেয় উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুত্রানুশাসন; বর লাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন; তৃতীয় আরণ্যক পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শুনুন। পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতিপ্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ নিরীক্ষণ করতঃ স্বীয় সমুদায় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতিপ্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অতিসুচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ বিরাট রাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল; ইত্যবসরে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে অর্জ্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। বিরাট সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া দুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে অর্জ্জুন তাহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট নামক চতুর্থ পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায়, দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

তৎপরে উদ্যোগ নামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা জিগীষা-

পরবশ হইয়া উপপ্লাব্য নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। "তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর" তৎসন্নিধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন,— "আমি একপক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব ও অন্যপক্ষে আমি একাকী থাকিব; কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব। এক্ষণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর বল।" অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্ররাজকে পথিমধ্যে দুর্য্যোধন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া "তুমি আমার সাহায্য কর" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। শল্য তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রাসুর-বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি-স্থাপন-প্রত্যাশায় সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিবলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিতবাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া অতি উৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন। প্রভাত সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধি-বাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান; মহাত্মা মাতলির বরান্বেষণ; মহর্ষি গালবের চরিত; বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না। তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক

যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রামবাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদায় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের পূর্ব্বদিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলূক নামক দূত প্রেরণ করেন। রথ ও অতিরথ-সংখ্যা ; অম্বোপাখ্যান ; বহুবৃত্তান্তসংযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্‌যোগ-পর্ব্বে এই সকল কথিত হইল ; ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্ব্বে ষট্ সহস্র ষট্ শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব। ইহাতে সঞ্জয় জম্বুদ্বীপ-নির্ম্মাণ-বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয় ; দশ দিবস অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি বাসুদেব মুক্তিপ্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিবারণ করেন। যুধিষ্ঠিরের হিতাভি-লাষী মনস্বী কৃষ্ণ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক প্রতোদ হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ অসিদ্বারা আঘাত করেন। অর্জ্জুন শিখ-ণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া-ছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব্ব সমাখ্যাত হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদ-বেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তানুগত অতিবিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। প্রবল প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীতি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত "ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গণ হইতে অপসৃত করিয়া-ছিলেন। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হন। জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অপ্রাপ্তযৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যুবধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করি-লেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনের অন্বেষণের নিমিত্ত অতিদুর্দ্ধর্ষ কৌরবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, মহাবীর জলসন্ধ, সৌমদত্তি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণপর্ব্বে কথিত আছে। সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্ব্বে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মহাভারতের সপ্তম পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণপর্ব্বে যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ণপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্য কার্য্যে নিয়োগ; ত্রিপুরনিপাতনবৃত্তান্ত; গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ; কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্যকর্ত্তৃক হংসকাকীয়োপাখ্যান-কথন, মহাত্মা দ্রোণাত্মজকর্ত্তৃক পাণ্ড্যের নিধন; দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ; সর্ব্বধনুর্দ্ধরগণসমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়; যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রোধ; কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুনয়বাক্যদ্বারা অর্জ্জুনের ক্রোধ-শান্তি-করণ, ভীমসেনকর্ত্তৃক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণপূর্ব্বক রক্তপান এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। কুরুসৈন্য বীর-শূন্য হইলে মদ্রাধিরাজ শল্য সৈনাপত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্যের বধ ও সহদেবকর্ত্তৃক শকুনির বিনাশ কথিত আছে। দুর্য্যোধন অল্পমাত্রাবশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদমধ্যে দুর্য্যোধনের আত্মগোপন বৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহামানী দুর্য্যোধন ধীমান্

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামসময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বে সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ সমুদায়ের পবিত্রতা-কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ-বর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে নানা-বৃত্তান্ত-যুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে; কুরুবংশযশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে তিন সহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। পাণ্ডবেরা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা রুধিরাক্তকলেবর, ভগ্নোরুযুগল, অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। মহাক্রোধ দ্রোণাত্মজ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বর্ম্মত্যাগ করিব না।" রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন জনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত-স্মরণ-পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অশ্বত্থামা অস্ত্রত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহকারে সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন; আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে, "অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।" দ্রৌপদী পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্টা হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত

ভীম দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি করণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া গদাগ্রহণ-পুরঃসর অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে "অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীনা করিব" এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এমন করিও না" এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিকপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজাঃ বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

এক্ষণে করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুত্রশোকার্ত্ত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদদ্বারা পুর্ব্বশোকাভিসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মোহ নিবারণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত রণস্থল দর্শনার্থ গমন করেন। বীরবনিতাগণের করুণস্বরে রোদন এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। ক্ষত্রিয়পত্নীগণ সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ পুত্রপৌত্রশোকাকুলা গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতিগণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ কিম্বা পাঠ করিলে সহৃদয় জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। এই পর্ব্বে বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্তশত পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ, ভ্রাতৃ, পুত্র, সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া

সাতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ-ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞানদ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মের কথাও সবিস্তরে কথিত আছে। মহা-ভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! এই শান্তিপর্ব্বে মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্তশত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর অত্যুৎকৃষ্ট অনুশাসনপর্ব্ব। এই পর্ব্বে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থির-চিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে, ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ ব্যবহার সমুদায় কথন, বিবিধ দানের বিবিধ প্রকার ফল নির্দ্দেশ, সৎপাত্র ও অসৎপাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দান-বিধান কথন, আচার বিনির্ণয়, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন, দেশকালানুযায়ি ধর্ম্মরহস্য-কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্তি কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্ম-নির্ণায়ক-নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান, ভারতের ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অনুশাসনপর্ব্বে মুনিসত্তম পরাশরাত্মজ একশত ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্টসহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে সম্বর্ত্তমুনি ও মরুত্ত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণ-স্তূপ-সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবিত প্রদান করেন। অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞতুরঙ্গরক্ষার্থ তৎপশ্চাদগামী অর্জ্জুনের নানাদেশে ক্রোধন-রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভূত স্বসুত বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয়; মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্ত্যনন্তর নকুলের বৃত্তান্ত। এই পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষ তত্ত্ববিৎ ভগবান্ পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য ত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিদুরের সহিত অরণ্যানী-প্রবেশ করিলেন। গুরু-

শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগকরত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমরে নিহত লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগ করত পরম-সিদ্ধিলাভ করিলেন। বিদুর ও জিতেন্দ্রিয় গবল্গণনন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যদুকুল-ধ্বংসের কথা অবগত হইলেন। এই অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক-সহস্র, পঞ্চশত, ষট্ শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

হে তপোধনগণ! অতঃপর দারুণ মৌষল পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে লবণ-সমুদ্র-সমীপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে মদ্যপান-দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ এরকারূপ বজ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করেন। কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্ব্বসংহর্ত্তা সমুপস্থিত কালের করাল-কবলে নিপ-তিত হয়েন। নরোত্তম অর্জ্জুন দ্বারবতী নগরীতে আগমন করিয়া ঐ নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বসুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করি-লেন। অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমু-দায়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন। তৎপরে তিনি যাদব-মহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের বাসনা করিলেন। ষোড়শ-সংখ্যক মৌষলপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইল। তত্ত্ববিৎ পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্বের বিষয় লিখিত হইতেছে।

এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয়রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লৌহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন। অর্জ্জুন মহানুভব অগ্নিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য গাণ্ডীব ধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গপর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে দয়ার্দ্রচিত্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কুক্কুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরোহণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাইলেন। পরমধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের করুণ-রসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় স্নান করিয়া মানুষ কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজধর্ম্মার্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-কর্ত্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষ-ধীশক্তি-সম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তরে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাখ্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম সুমধুর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না; সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য শাস্ত্র শ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্র মানসিক ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতিপ্রেপ্সু ভৃত্যগণ সদ্বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক; কারণ, লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ-পূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুষ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ-প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠদ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিতশৃঙ্গ গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত-কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন অর্ণবপোতাদি-

দ্বারা সুবিস্তীর্ণ অগাধ জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্ব-সংগ্রহ শ্রবণদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট, মহার্থযুক্ত এই উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

পৌষ্যপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কুরুক্ষেত্রে পরাক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর; শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসন্নিধানে গমন করিল। সরমা তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, "তুমি কেন কাঁদিতেছ, কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে বল।" জননীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সে কহিল,—"জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন"তাহা শুনিয়া দেবশুনী কহিল,"বোধ হয়, তুমি তাহাদিগের কোন অপকার করিয়া থাকিবে।" সে পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিল, "আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি নাই, যজ্ঞের হবিঃও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" তৎশ্রবণে সরমা অতিদুঃক্ষিতা হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃ-গণসমভিব্যাহারে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, আমার পুত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপ-কার করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমরা কি-নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ বল। তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপ-লক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। জনমেজয় দেবশুনী সরমার এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ ও সন্ত্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সরমা-

শাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশয় প্রযত্নসহকারে এক অনুরূপ পুরোহিত অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জন-পদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামক এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিলেন। জনমেজয় ঋষিপুত্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন এবং ঋষিকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া শ্রুতশ্রবাঃ কহিলেন, হে জনমেজয়! একদা এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল; ঐ শুক্রে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়; আমার এই পুত্র ঐ গর্ভে জন্মেন। ইনি মহাতপস্বী অধ্যয়ননিরত ও মদীয়-তপোবীর্য্য-সম্ভূত। মহাদেবের অভিশাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপ শান্তি করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহাঁর একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন; যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইহাঁকে লইয়া যাও। শ্রুতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন,—মহাশয়! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি। এই কথা কহিয়া পুরোহিত-সহিত স্বনগরে প্রত্যা-গমন করত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি এই মহাত্মাকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছি; ইনি যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে; কিছুতেই যেন তাহার ব্যতি-ক্রম না হয়। সহোদরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

ইত্যবসরে (প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে) আয়োদ-ধৌম্যনামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি এক দিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি উপা-ধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরি-শেষে আলি বাঁধিতে অসক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। কোন সময়ে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞা-

সিলেন, পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে ? তাহারা কহিল, ভগবন্ ! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ কবিয়া উপাধ্যায় কহিলেন,—যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই। অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"ভো বৎস আরুণি ! কোথায় গিয়াছ, আইস।" তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতিবিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয় ; সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করত সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম ; অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। আরুণি এইরূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন,—বৎস ! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে ; এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবেক। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিল।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উপমন্যু ! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এক দিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু ! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি ; এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল। তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন

না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন,—বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদায়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে; আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায়কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি; এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন,—বৎস উপমন্যু! তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি; এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু কহিলেন,—বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন,—অতি-শান্ত-স্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান

করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতেন না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ, বিপাক অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন,—দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না। শিষ্যেরা কহিলেন,—ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে। এই বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্ব্বক "বৎস উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ" এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বরসংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে নিপতিত হইয়াছ? তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অর্কপত্র-ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর, তাহা হইলে তোমার চক্ষু লাভ হইবে। উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্ব্বভূতপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশ, কাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না। তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ। তোমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পরমাণু-সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না।

তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি-দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নির্ব্ব্যাধি হইবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা পরমরমণীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়া বিকার রহিত, এবং জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত; তোমরা সর্ব্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিনযামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ-বর্ণ সূত্রদ্বারা সম্বৎসররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ। তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর। তোমরা পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষিণীকে মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ-স্পর্শশূন্য চৈতন্যস্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে, ত্রিশত ষষ্টি দিবস স্বরূপ গো সকল, সম্বৎসররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ ফল ক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন, উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্রস্বরূপ সপ্তশত বিংশতি অর সংবৎসররূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশমাস-স্বরূপ প্রধিদ্বারা পরিবেষ্টিত যুস্মৎ-প্রকাশিত নেমিশূন্য মায়াত্মক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশ-রাশিরূপ অর, ছয় ঋতু-স্বরূপ নাভি ও সম্বৎসররূপ অক্ষ সংযুক্ত এবং ধর্ম্মফলের আধারভূত একখানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমি জন্ম-মরণ ক্লেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্বস্বরূপ। তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলস্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড়-পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হন। তোমরাই অবিদ্যাপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে বিমুখ হইয়াও বিষম বিষয়-রসাস্বাদ-সুখ-ভোগদ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সংসারমায়াজালে জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে দশ দিক্, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ। মহর্ষিগণ সূর্য্যবিহিত-সময়া-নুসারে বেদপ্রতিপাদ্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনু-

য্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা অকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পঞ্চীকরণ করিয়াছ। সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য, অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশাবলম্বিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্মফলদাতা অশ্বিনীকুমার-যুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য্যসাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা অগ্রে মুখদ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর; পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয়-দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে। ঐ গর্ভ প্রসূতমাত্র মাতৃস্তনপানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অত-এব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়া-ছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হই-লাম; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষুঃ ও শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান-প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্নলাভ করিয়া গুরুসন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং কহিলেন,—অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গল লাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল

ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে; উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদ-ধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর; তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতিপ্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ, গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ, গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন,—বৎস! আমার অবস্থানকালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

এক দিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। এ সময় তোমার গুরু গৃহে নাই। যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয় তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। উতঙ্ক এতাদৃশ অসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ

কুকর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না, এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই। কিয়ৎকাল্ পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, বল। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক; গমন কর। গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন,—ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি; কারণ, এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণাগ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অবসরক্রমে আদেশ করিব। উতঙ্ক আর এক দিন গুরুকে নিবেদন করিলেন,—মহাশয়! আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনকার অভিমত; তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন,—বৎস উতঙ্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল; তাঁহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর। উতঙ্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নীসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন; এক্ষণে আপনকার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী কহিলেন,—বৎস! পৌষ্যরাজার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব; অতএব তুমি সত্বর গমন কর। ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে; অন্যথা মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতিবৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐ বৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ

আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি মনোমধ্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পুরঃসর কহিলেন,—মহারাজ! আমি অর্থিভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি। রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! এই কিঙ্কর আপনার কি উপকার করিবে, বলুন। উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন, মহাশয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাচ্ঞা করুন। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনর্ব্বার পৌষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমার প্রতি এরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মহাশয়! বোধ হয়, আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতিপতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না। এইরূপ অভিহিত হইলে উতঙ্ক সমুদায় স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি বৃষপুরীষ ভক্ষণানন্তর সত্বরে উত্থিত হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনার ইহাই ব্যতিক্রম হইয়াছে। উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য। তখন উতঙ্ক প্রাঙ্মুখে উপবেশন এবং কর চরণ ও বদন প্রক্ষালনপূর্ব্বক নিঃশব্দ অফেন অনুষ্ণ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, এইরূপ পরিমাণে জল তিনবার আচমনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্র সত্বরে উত্থিত হইয়া অভি-

বাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন,—গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তাহা দান কর। রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্র বোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয়সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন। উতঙ্ক কহিলেন,—তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে গমন করিলেন,এবং কহিলেন,—মহারাজ! অভিলষিত ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য কহিলেন,—ভগবন্! সকল সময় সুপাত্রসমাগম হয় না; আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, আতিথ্য করি; অতএব কালনির্দ্দেশ করুন। উতঙ্ক প্রত্যুত্তর কহিলেন, আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আপনি অন্ন আনয়ন করুন। রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন। তিনি তাহা শীতল ও কেশসংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ, অতএব অন্ধ হইবে। পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিলে, অতএব তোমারও বংশলোপ হইবে। তখন উতঙ্ক কহিলেন, দেখ, তুমি অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হইল না। বরং তুমি অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। পৌষ্য অন্নের অশুচিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পরে উতঙ্ককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি সবিশেষ না জানিতে পারিয়া এই অশুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমি অন্ধ না হই, এইরূপ অনুগ্রহ করুন।

তখন উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখ, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুষ্মান্ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু

তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। পৌষ্য কহিলেন,—এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই; অতএব শাপ প্রতিসংহার করিতে পারি না। আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত তীক্ষ্ণ; ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত অর্থাৎ তাহাদিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য সুতীক্ষ্ণ; সুতরাং আমি স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণভাব প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারি না। উতঙ্ক কহিলেন,—আমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি," এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়াছিলে। এক্ষণে অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ বিমোচন করিয়া লইলে। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না; এই প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না। আমি চলিলাম, এই বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন,—এক নগ্নক্ষপণক আসিতেছে; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে পৌষ্যমহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান-তর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর তথায় আগমন ও কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তর অতিপূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহারপূর্ব্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক মহাগর্ত্ত সমুৎপন্ন হইল; তক্ষক সেই মহাগর্ত্ত দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান্ হইলেন এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা খনন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বজ্র! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর। বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দ্বারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী ও নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনীসহকৃত পবনচালিত মেঘমালার ন্যায় বেগবান্, সেই সকল সর্প-দিগকে স্তব করি। ঐরাবতসম্ভূত অন্যান্য সুরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডল-ধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে যে সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল সুমহৎ পন্নগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে সূর্য্য-কিরণে বিচরণ করিতে পারে! যখন ধৃতরাষ্ট্র-সর্প গমন করেন, তৎকালে বিংশতি সহস্র অষ্টশত অশীতি সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা ধৃত-রাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতিদূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া স্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন; মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রুতসেন যিনি সর্ব্বনাগের আধিপত্যলাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করি।"

উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্রসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অরযুক্ত এক-খানি চক্র ছয়টি শিশুকর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর এক জন পুরুষ ও অতিমনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন; এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

"সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিনশত ষষ্টি তন্তু সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয়জন কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ

দুই যুবতী শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এই তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই দুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। নিখিলভুবনের রক্ষা-কর্ত্তা বৃত্রাসুর ও নমুচির হন্তা বজ্রধর ইন্দ্র যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরি-ধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি।"

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন,—তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম; এক্ষণে কি উপকার করিব বল। উতঙ্ক কহিলেন,—ভগবন্! এই করুন, যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, ভাল তুমি এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর। তদীয় বাক্যানুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়-রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে পর তক্ষক অগ্ন্যুৎপাতভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা নিক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ক-সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপন-কার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন; উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতিদূরে রহি-লাম; অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে। পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন,—উতঙ্ক! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকুলে উপস্থিত হইতে পারিবে। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নান পূজাদি সমাপনা-নন্তর কেশ বিন্যাস করিতেছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—বৎস উতঙ্ক! ভাল আছত? বৎস! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট

উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! ভাল আছত? এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণ বিষয়ে অতিশয় বিঘ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম; তথায় দেখিলাম, দুইটি স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহা কি? ছয়টি কুমার দ্বাদশ অরসংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহাই বা কি? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহদাকার অশ্ব দেখিলাম; তাহাই বা কি? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন; তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নিদেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম; ঐ বৃষ ও বৃষাধিরূঢ় পুরুষই বা কে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন,—বৎস! তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবারাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জ্জন্য। আর অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ অবলোকন করিয়াছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। বৎস! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপারসপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন; নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রেয়োলাভ হউক।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতিকার সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। তৎকালে

মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধান পূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি; এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন,—মহারাজ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! আপনকার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনকার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কাশ্যপ বিষচিকিৎসাদ্বারা রাজর্ষিবংশরক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন। তাহা হইলে তোমার পিতার বৈরনির্য্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃত সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উতঙ্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্ক-মুখে পিতৃবধ-

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পৌলোমপর্ব্ব।

সৌতি কহিলেন,—নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে যে সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, সূতবংশসম্ভূত লোমহর্ষণাত্মজ উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন,—হে মহর্ষিগণ! উতঙ্ক-চরিত আদ্যোপান্ত কহিলাম; এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আজ্ঞা করুন।

মুনিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণনন্দন! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদায় বর্ণনা করিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি সুরাসুর, মনুষ্য, সর্প, গন্ধর্ব্বাদিঘটিত বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন। বিদ্বান্, ধীমান্, কর্ম্মদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শান্তিগুণাবলম্বী, তপোনিরত, সেই মহর্ষি আমাদিগের সকলেরই মান্য। তাঁহার অপেক্ষা কর; তিনি পরমার্চ্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভাল; সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব। ক্ষণকাল পরে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি দেবযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া যে স্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

—*—

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছ? তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত সকল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞালাভানন্তর সূতনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—দ্বিজাগ্রণী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি যাহা প্রযত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয়। এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হয়েন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়; রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে আপনকার প্রপিতামহ শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, যশস্বী, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতে-ন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানাম্নী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; তিনি ঐ মহর্ষির সহযোগে গর্ভিণী হয়েন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ পাপাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভৃগুগৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সুচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বন্য ফলমূলাদি-দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথি সৎকার

করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া "এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সাতিশয় হৃষ্টমনা হইল। পুলোমা রাক্ষস পূর্ব্বে ঐ সুচারুহাসিনী কন্যাকে ভার্য্যাস্বরূপে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করেন। সেই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল; এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল।

রাক্ষস পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্বলিত হুতাশন-সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বদেবগণের মুখ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা? আমি পূর্ব্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যাদান না করিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করেন। অতএব যদি এই নির্জ্জননিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভার্য্যা হয়, তবে বল, আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধাগ্নিতে আমার হৃদয় অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা রাক্ষস ভৃগুপত্নীবিষয়ে এইরূপ সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল। পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে হুতবহ! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের অন্তরে পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিতি কর; অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাপিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব; অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর এক পক্ষে মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয়সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দানবতনয়! পূর্ব্বে তুমি ইহাঁকে বরণ করিয়াছিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত যশস্বিনী পুলোমার পিতা সৎপাত্র-লাভে ইহাঁকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন। মহাতপা ভৃগু বেদবিধিপূর্ব্বক আমার সমক্ষে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি ইহাঁকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী

হইতে পারেন। আমি মিথ্যা কহিতে পারি না; যেহেতু মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,দুরাত্মা রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভৃগুজায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান অবলোকনে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন। তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সদ্যোজাত সেই শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাষ্পাকুলিতলোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশেষ প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগুপত্নীর নয়ন-নিষ্পতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নানপূজাদি সমাপনানন্তর প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং সহধর্ম্মিণী পুলোমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মধুরহাসিনি! হরণেচ্ছু দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না; তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিল? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপ প্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাহস হইল? আমার শাপে ভীত না হয়, এমত লোক কে? ভৃগুকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা কহিলেন,—ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের সমীপে আমার পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাত্মা রাক্ষস আমাকে রোরুদ্যমান কুররীর ন্যায় অপহরণ করিল। তদনন্তর তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মীভূত

হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে; তাহাতেই আমি রক্ষা পাইলাম। ভৃগু পুলোমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া "অদ্যাবধি তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে" বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন। আমি তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনার্থ সত্য কথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি, এই নিমিত্ত বিরত হইলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি। বেদোক্তবিধিপূর্ব্বক আমাতে হুত যে হবিঃ তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। হূয়মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া একত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ এবং প্রতিপর্ব্বে কখন একত্র কখন বা পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে আহুতি সকল প্রদত্ত হয়, সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন। তন্নিমিত্ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া আমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারাও আমারই মুখদ্বারা তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে সর্ব্বভক্ষ হইব।

পরে অগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানানন্তর প্রজাগণ

ওঁকার, বষট্‌কার ও স্বধা-স্বাহা বিবর্জ্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। ঋষি-গণ তদ্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে দেবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্দ্ধান প্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতি-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়াছে; অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, শীঘ্র বিধান করুন; আর কালাতিপাত করিবেন না।

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি ভৃগু কোন কারণ বশতঃ অগ্নিকে 'সর্ব্বভক্ষ হও' বলিয়া শাপ দিয়াছেন; কিন্তু অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ-ভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষ হই-বেন। বিধাতা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আহ্বান করি-লেন এবং মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্ব-লোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা এবং অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপের প্রবর্ত্তয়িতা; তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হুতবহ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ না হয়, তাহা কর। তুমি সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর হইয়া এরূপ বিমূঢ়প্রায় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের গতিস্বরূপ; অতএব আমি বলিতেছি, তুমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপানদেশে তোমার যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে, সেই সর্ব্বভক্ষ হইবে। যেমন রবিকিরণসংস্পর্শে সকল বস্তু শুচি হয়, সেই-রূপ তোমার শিখাদ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুচি হইবে। হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ; তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত হইয়াছ; এক্ষণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষির শাপ সত্য কর এবং তোমার মুখে হুত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।

অগ্নি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় আজ্ঞা পালনার্থে গমন করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আহ্লা-দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে নরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অগ্নিও শাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাতিশয়

প্রীতি লাভ করিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ অগ্নি মহর্ষি ভৃগু হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপ, পুলোমা রাক্ষসের নিধন ও চ্যবনের জন্মবৃত্তান্ত ঘটিত প্রাচীন ইতিহাস এই।"

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন সুকন্যার গর্ভে পরম তেজস্বী প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামা এক সন্তান হয়। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক নামে তনয় জন্মে। সেই মহাতেজাঃ রুরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে সর্ব্বভূতহিতৈষী, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তপোনিরত স্থূলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল। অকরুণা মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভবিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল। সেই গর্ভে এক পরমসুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল। তপোধনাগ্রণী স্থূলকেশ কিয়ৎক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই সুরকন্যাতুল্য সদ্যপ্রসূত কন্যাকে অসহায়িনী নির্জ্জনে পতিতা দেখিয়া কারুণ্যরসে আর্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি স্থূলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে, সর্ব্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

একদা প্রমতিনন্দন রুরু স্থূলকেশের আশ্রমে সেই প্রমদ্বরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। পরে আপন বয়স্যগণদ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট গিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি স্থূলকেশ ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা সম্প্রদান করিলেন।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা আপন সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রসুপ্ত ও কেলিভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত-দশনপংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভুজঙ্গবিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থূলকেশ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ প্রমদ্বরাকে বিগতাসু ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খ-মেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কৌণকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, গৌতম, প্রমতি, রুরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্যরস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরমসুন্দরী কন্যাকে আশীবিষ-বিষার্দ্দিত, মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন,—সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণ-স্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমার ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমার ও বন্ধু-বর্গের শোকবর্দ্ধিনী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী ধরাতলে পড়িয়া আছে। আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিতা হউক। আমি জন্মাবধি আত্মসংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে

সকল পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।

রুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, রুরু! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব; যে হেতু মনুষ্য একবার কালগ্রাসে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই প্রমদ্বরা গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরাগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অতএব হে বৎস! তুমি আর শোকসাগরে নিমগ্ন হইও না। পূর্ব্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার, তবে পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে লাভ করিতে পারিবে। রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব। দেবদূত কহিলেন, "হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলে সে পুনর্জ্জীবিতা হইবে। রুরু কহিলেন, আচ্ছা আমি প্রমদ্বরাকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক। তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে যমসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুরুর মৃতভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধায়ুঃ লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয়। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরুপত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধপরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিল। এইরূপে প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হইলে, রুরুর পিতা এবং প্রমদ্বরার পিতা উভয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া শুভলগ্নে পুত্র কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রুরু এইরূপে কমলসমপ্রভা সুদুর্লভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সর্প অবলোকন করিবামাত্র তিনি ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি-জীর্ণকলেবর ডুণ্ডুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া যমদণ্ডের ন্যায় নিজদণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধনসাধনে উদ্যত হইলেন। ডুণ্ডুভ তাঁহাকে জিঘাংসু দেখিয়া কহিল, হে তপোধন! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ?

দশম অধ্যায়।

—:•:—

রুরু কহিলেন,—হে ভুজঙ্গম! এক দুষ্ট সর্প আমার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ সংহার করিব। অতএব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য আমার হস্তে তোমার প্রাণ-সংহার হইবে। ডুণ্ডুভ কহিল,—"হে ব্রহ্মন্! যে সকল সর্পেরা মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেরা সেরূপ নহে। ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না; অতএব হে মহর্ষে! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধী ডুণ্ডুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হয় না। ডুণ্ডুভ-দিগের সুখভোগাভিলাষ অন্যান্য ভুজঙ্গের সদৃশ নহে, কিন্তু ইহারা অনর্থ ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী; অতএব তুমি ধার্ম্মিক হইয়া এবম্ভূত হত-ভাগ্য নিরপরাধী ডুণ্ডুভদিগকে বধ করিও না।"

রুরু ভয়ার্ত্ত ডুণ্ডুভের এই কাতরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং শান্তবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল। সর্প কহিল, আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদনামা মুনি ছিলাম; পরে ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইয়া ভুজঙ্গ-কলেবর ধারণ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, হে ভুজঙ্গোত্তম! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়া-ছিলেন, আর কতকালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে, সবি-স্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।

একাদশ অধ্যায়।

—:০:—

ডুণ্ডুভ কহিল,—সত্যবাদী ও তপোবীর্য্যসম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র কার্য্যানুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বালস্বভাবসুলভ কৌতুকের পরতন্ত্র হইয়া তৃণনির্ম্মিত ভুজঙ্গম-দ্বারা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধে দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহিলেন,—তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীর্য্যহীন সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি, তুমি সেইরূপ নির্ব্বীর্য্য সর্প হও। আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম,—"ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত কর।"

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা সাবধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল মনে করিয়া রাখিবে। মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে। "আপনি সেই প্রমতিপুত্র রুরু, আজি আমি আপনকার সন্দর্শন পাইয়াছি; এক্ষণে আমি স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন।"

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্পকলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ ভাস্বর মূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাত্মন্ রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীব হিংসা করা উচিত নহে। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে; ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য ধারণ এই গুলি ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করা অনুচিত। দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তপোবলসম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য আস্তীক মহাশয় ভয়ার্ত্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০:—

রুরু কহিলেন,—"হে দ্বিজোত্তম! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জন্যই বা ধীমান্ আস্তীকমুনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি।" আপনি ব্রাহ্মণদিগের মুখে আস্তীকবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন, এই বলিয়া মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন। রুরু তিরোহিত ঋষিকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত মোহপরতন্ত্র হইয়া অচেতনপ্রায় ধরাতলে পড়িলেন। অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া সহস্রপাদের উপদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় জনকসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে, তিনি তাঁহাকে আস্তীকাখ্যান সবিস্তার শ্রবণ করাইলেন।

পৌলোমপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:০:—

আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য আস্তীক মুনি প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজা সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র এবং সেই দ্বিজবর আস্তীক-মুনিই বা কাহার পুত্র, ইহাও বর্ণন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি আপনার নিকট অতিবিস্তীর্ণ আস্তীকোপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন,—হে সূতপুত্র! প্রাচীন মহর্ষি আস্তীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসি বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্ব্বপাপবিনাশক ব্যাসোক্ত ঐ পুরাতন ইতিহাস তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধন আস্তীকের পিতা জরৎকারু মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মচারী, ঊর্দ্ধরেতাঃ ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান, উগ্রতপস্যা ও আহারসংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন। সেই তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বদা তীর্থ-পর্য্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তিনি শীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন; তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে? কি নিমিত্তই বা মূষিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি! সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য। আমাদিগের জরৎকারু নামে এক পুত্র আছে; সেই দুর্ম্মতি পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছি; আমাদিগের বংশবর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতীর ন্যায় হইয়াছি। তুমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি।

জরৎকারু তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আপনারা আমার পূর্ব্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব। পিতৃগণ কহিলেন,—বৎস! তোমার এবং আমাদিগের পারত্রিক

মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হও। লোকে পুত্রোৎপাদন-দ্বারা যেরূপ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল-দ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব হে পুত্র!—আমাদিগের নিদেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হও। ইহা করিলেই আমাদিগের পরম হিতসাধন করা হইবে। জরৎকারু কহিলেন,—আমি সম্ভোগার্থে দারপরিগ্রহ বা জীবিকার্থে ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে উদ্বাহ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয় এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে যথা-বিধি বিবাহ করিব। কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি, দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে না। হে পিতামহগণ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব, অন্যথা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তদনন্তর জরৎকারুমুনি গার্হস্থ আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিল না। একদা তিনি পিতৃলোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বনপ্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যাভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষাবাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয়ভগিনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকারু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই ভাবিয়া তাহার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন; কারণ, মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সনাম্নী কন্যা পান ও তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভুজঙ্গম! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভগিনীর নাম কি? বাসুকি কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করিতেছি; আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। এই বলিয়া বাসুকি জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন। তিনিও বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞান-পারদর্শিন্! পূর্ব্বকালে সর্পগণ স্বীয়জননীর নিকট এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন। ভুজঙ্গরাজ বাসুকি সেই শাপবিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারুকে স্বীয়-ভগিনী প্রদান করেন। জরৎকারু বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্‌গর্ভে আস্তীক নামে পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা আস্তীক বেদবেদাঙ্গ-শাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপশ্চর্য্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। সেই সর্পকুল-কালান্তক যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপাঃ আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যাদ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার-সাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নদ্বারা মুনিগণের তুষ্টি সম্পাদন এবং নানাবিধ-যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন। তিনি এইরূপে পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ-স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ করেন। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি যথাক্রমে এই আস্তীকোপাখ্যান কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:০:—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি যাহা কীর্ত্তন করিলে, পুনর্ব্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর; আস্তীক-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে। আস্তীকোপাখ্যানটি অতিসুললিত ও সুমধুর বোধ হইল। ইহা শুনিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ তুমি পুরাণকীর্ত্তন-বিষয়ে স্বীয়-পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পিতা যেমন অনন্যবিষয়ানুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দক্ষ-প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন; মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন। পরস্পর সমানপরাক্রান্ত এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, আমার দুইটী মাত্র পুত্র হউক; কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কদ্রুপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। মহর্ষি কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর-প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামি-সন্নিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। কদ্রুও তুল্যতেজস্বি পুত্রসহস্র লাভে আপনাকে কৃতকৃত্যা জ্ঞান করিলেন। মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে "তোমরা স্বীয়প্রযত্নে গর্ভধারণ করিও" এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন।

বহুকালের পর কদ্রু অণ্ডসহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদায় অণ্ড উপস্বেদযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রু-প্রসূত অণ্ডসহস্র হইতে এক একটি পুত্র বহির্গত হইল। কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী বিনতা তদ্দর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদ করিয়া দেখিলেন

যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকায়মাত্র সুসজ্ঘটিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ অতিশয় অপক্কাবস্থায় রহিয়াছে। তখন সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, "লোভপরতন্ত্র হইয়া অপক্কাবস্থায় অণ্ড-ভেদনপূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পঞ্চাশৎ বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। আরও বলিলেন,—এই অপর অণ্ড মধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে অণ্ডভেদ না কর' এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে। যদি তুমি আপন পুত্রকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আরও পঞ্চশত বৎসর বিলম্ব আছে।"

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপ প্রদান করিয়া আকাশপথে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধাতৃবিহিত স্বকীয় আহার সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে উড্ডীন হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কদ্রু ও বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল। দেবগণ অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হয়রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতপুত্র! তুমি কহিলে সেই মহাবীর্য্য অশ্বরাজ সুধামন্থন সময়ে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, দেবগণ কি কারণে ও কোন্ স্থানে অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—সুমেরু নামে এক পরমরমণীয় মহীধর আছে। যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গপরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভামণ্ডলকে তির-

স্কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাসস্থান, যাহাতে দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, যে পর্ব্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানাপ্রকার ওষধিদ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্ব্বত উন্নতিদ্বারা অমর-লোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বদা সুমধুরস্বরে কলরব করিতেছে, যে সুবর্ণময় মহীধর প্রাকৃত-জনসমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপোনিয়মানুরক্ত, প্রবলপরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্ব্বতের নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃতপ্রাপ্তি-বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন,—দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধি মন্থন করিতে আরম্ভ করুন। মন্থন করিলে সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইবে। তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন,—হে সুর-গণ! তোমরা সমুদ্র মন্থন কর; কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্নসমূহ পাইয়াও মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অনবরতই মন্থন করিতে থাকিবে; তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—দেবগণ অমৃতমন্থনে আদেশ পাইয়া মন্দরভূধরকে মন্থনদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু গগনস্পর্শী শিখরমালায় সুশোভিত, বহুতর লতাজালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গনিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ-ব্যালকুলসমাকীর্ণ, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণকর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ-সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত, গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতসাধনার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রযত্ন করুন।

অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি-প্রকাশপূর্ব্বক ভুজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অনুমতি করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমস্ত বন ও বনবাসি-

গণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমরা অমৃতলাভের জন্য তোমার জল মন্থন করিব। অর্ণব কহিলেন,—মন্দর-ভ্রমণদ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে; অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই। তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, তুমি এই গিরিবরের অধিষ্ঠান হও। কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া স্বীয়পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্মরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে দেবগণ মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া অম্ভোনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবদল রজ্জুভূত বাসুকির মুখদেশ ও সুরগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশস্বরূপ; এই নিমিত্ত তিনি আপন দুঃসহ বিষবেগ সম্বরণ করিলেন। মন্থনকালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত নিশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূমাগ্নিসহিত নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাসুরগণের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

দেবাসুরগণ মন্দর-ভূধর-দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মথ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর ঘনঘটার গভীর-গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। মন্দরাদ্রির মর্দ্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব পাইল এবং পাতালতলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জলজন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল পরস্পর সজ্ঘৃষ্ট হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মন্দরগিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সজ্ঘর্ষণে সমুদ্ভূত হুতাশনশিখাদ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িৎপটলাবৃত নবীন-নীরদের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল। পরে ঐ অনল ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যানীবিনির্গত কুঞ্জর, কেশরিগণ ও অন্যান্য বন্যজন্তুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

সঙ্ঘর্ষণজ হুতাশন এইরূপে পর্ব্বতস্থ সমস্ত জীবজন্তুগণ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সুরপতি ইন্দ্র মেঘসমুদ্ভূত সলিল-সেচন-দ্বারা তাঁহা নির্ব্বাণ করিলেন।

অনন্তর নানাবিধ মহীরুহগণের নির্যাস ও মহৌষধি-রস গলিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। অমৃতসম-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্যাস ও কাঞ্চন-নিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস-দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমৃত সমুত্থিত হয় নাই। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তুমি ইহাঁদের বলাধান কর; তুমি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গত্যন্তর নাই। নারায়ণ কহিলেন,—যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অম্ভোনিধিকে আলোড়িত করুন।

সমস্ত দেবদানবগণ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বল প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান মহাসাগর হইতে সুশীতল রশ্মিসম্পন্ন সৌম্যমূর্ত্তি, নির্ম্মল শীতাংশু উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে ঘৃত হইতে শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামে শ্বেতবর্ণ হয়রত্নও ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইল। পরে মহোজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনোজব অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবাঃ সূর্য্যমার্গাবলম্বন পূর্ব্বক সুরপক্ষে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরী অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া “এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার” এই বলিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়বিশিষ্ট, ঐরাবত নামে মহাগজ সমুৎপন্ন হইল। বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করি-

লেন। সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। সধূম জলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের কটুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম বিষরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মীলাভার্থে দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া নারীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অসুরসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দানবদল মোহিনীরূপধারী ভগবানের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবগণকে আক্রমণ করিল। তদবলোকনে মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ নারায়ণ নরদেব-সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাহ্লাদে পান করিতে বসিলেন। দেবগণ অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে রাহু নামে এক দুষ্ট দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সুরগণের সহিত অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতসাধনার্থে ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র-দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন।

রাহুর পর্ব্বতশিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদনমাত্রে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধ কলেবর সকাননা, সদ্বীপা, সপর্ব্বতা বসুন্ধরাকে কম্পিত করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদ-

বধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরশত্রুতা জন্মিল। এই নিমিত্ত অদ্যাপি ঐ রাহুমুখ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র শস্ত্রবর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। খড়্গ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনাকার মস্তককপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিকূটের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি-প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকল-ধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে কেবল "ছিন্দি, ভিন্দি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয়" ইত্যাদি ঘোরতর শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময়ে নর ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের হস্তে দিব্য ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুল-ধূমকেতু স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী, সূর্য্যসমতেজস্বী, অপ্রতিহতবীর্য্য, ভীমদর্শন, সেই অরিনিসূদন, সুদর্শনচক্র স্মরণমাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল। আজানুলম্বিতভুজ ভগবান্ চক্রপাণি সেই প্রজ্বলিত-হুতাশনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ করিলেন; নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ সুদর্শনাস্ত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণ সংহার করিল। কোন স্থলে সমুজ্জ্বল হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুল নিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরাতলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদিগের রুধির পান করিতে লাগিল।

নবমেঘাকৃতি, মহাবলপরাক্রান্ত দানবেরাও আকাশে উত্থিত হইয়া

সহস্র সহস্র পর্ব্বত-নিক্ষেপ-দ্বারা দেবগণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভগ্নসানু অতিপ্রকাণ্ড মহীধরগণ পরস্পরাভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোরতর মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত দানবগণ এইরূপে গভীর-গর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরন্তর পর্ব্বত বর্ষণ করিয়া সকাননা সদ্বীপা মেদিনীকে কম্পান্বিত করিল। তখন নরদেব সুবর্ণমুখ, শিলীমুখদ্বারা দানব-বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত-সমূহ বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণ দেবগণকর্ত্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জ্বলন্তাগ্নি-সদৃশ সুদর্শন-চক্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কেহ ভূগর্ভে, কেহ বা লবণার্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সৎকারপুরঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। জলধরগণ নভোমণ্ডল এবং সুরলোক নিনাদিত করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ঋষিবর! অমৃত-মন্থনসময়ে শ্রীমান্ অতুলতেজাঃ উচ্চৈঃশ্রবানামক যে অশ্বরাজ জলনিধি হইতে সমুত্থিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। কদ্রু সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয়-সপত্নী বিনতাকে কহিলেন,—বিনতে! বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ? বিনতা কহিলেন,—উচ্চৈঃশ্রবাঃ শুক্লবর্ণ; তোমার কি বোধ হয়? আইস, এ বিষয়ে দুইজনে পণ করি। কদ্রু কহিলেন,—হে মধুরহাসিনি! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞারূঢ় লইয়া "কল্য এই অশ্বকে দেখিব" এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কদ্রু নিজ-নিকেতনে আগমন করিয়া কৌটিল্য করিবার মানসে স্বীয় সহস্র পুত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব সম্পাদন করিতে হইবে; দেখিও, যেন আমাকে

দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, তোমরা পাণ্ডুবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত সেই অতিনিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। পরে সর্পসংখ্যার আতিশয্য প্রযুক্ত কদ্রুদত্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়স্কর হই-য়াছে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—"এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ অতিশয় তীব্র ও বীর্য্যবৎ; সেই তীব্র-বিষে প্রজাগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে; অতএব কদ্রু ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। তাহারা যেমন সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, তেমনি দৈব তাহাদের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন।"

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পুণ্যশালিন্! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ, মহাফণ ভুজঙ্গমগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কদ্রু তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অত-এব হে বৎস! এ বিষয়ে তোমার ক্রোধ করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্বাপর বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা কশ্যপ-প্রজাপতিকে এই-রূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কদ্রু ও বিনতা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি পণ করিয়া এবং তজ্জন্য সাতিশয় অমর্ষাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুই জনে অনতিদূরবর্ত্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, সর্ব্বভূত-ভয়াবহ, পরমপবিত্র, অম্ভোনিধি অবলোকন করিলেন। যে জলধি তিমি, তিমিঙ্গিল, মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, নক্রচক্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর বিকৃতাকার জলচরগণে এবং ভীষণাকার সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ; চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব, পাঞ্চজন্য শঙ্খ,

অমৃত, বাড়বানল ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন; পর্ব্বতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধিরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন; যে সমুদ্র দানবগণের পরমমিত্র ও স্থলচরজন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তু সকল সর্ব্বদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন সমুদ্র তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক নিরন্তর নৃত্য করিতেছে; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; অমিততেজাঃ ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অসুরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে; যে সমুদ্র স্বীয় গর্ভস্থ বাড়বানলকে সর্ব্বদা তোয়রূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে; সহস্র সহস্র মহানদী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যেন অভিসারিকার ন্যায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—:•:—

সৌতি কহিলেন,—নাগগণ মতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁহার মনোভিলাষ সফল না হইলে রোষপরবশ হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্না হইয়া আমাদিগের শাপ বিমোচন করিতে পারেন। অতএব চল, সকলে একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল। ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিঙ্গিলমকরসার্থসঙ্কুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর; বরুণদেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমাণ, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, অতিদুর্দ্ধর্ষ, অক্ষোভ, পবিত্রজলবিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরম প্রীতিসহকারে তাহার অপর পারে উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতি সত্বরে তুরগ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটি শশাঙ্ককিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। তদবলোকনে বিনতা অতিমাত্র বিষণ্ণা হইলেন। পরে কদ্রু তাঁহাকে দাসীর কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। বিনতা পণে পরাজিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্যকর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইল।

এই সময়ে গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্নব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ডবিদারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবলসম্পন্ন, সৌদামিনী-সমনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামচারী, বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত-হুতাশনরাশির ন্যায় স্বকীয়-প্রভামণ্ডলে সহসা দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাব-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্বরূপী ভগবান্ অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতিপূর্ব্বক অতিবিনীতবচনে কহিলেন,—হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্দ্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্ব্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন,—হে অসুর-নিসূদন সুরগণ! তোমাদিগের আপাততঃ যাহা বোধ হইতেছে, উহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমার তুল্য তেজস্বী, বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; তাঁহার তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ; ঐ নাগকুলান্তক কশ্যপাত্মজ সর্ব্বদা দেবতাদিগের হিতানুষ্ঠান ও দৈত্যরাক্ষসদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন। অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই; আইস, আমরা সমবেত হইয়া গরুড়ের নিকট যাই।

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসন্নিধানে গমন করিয়া গরুড়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ,

তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি-দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ। হে প্রভূতকীর্ত্তে গরুড়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি স্বকীয়-প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ; হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা-সকলকে দগ্ধ করিতেছ; তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর-রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী খগকুলচূড়ামণি গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয়-তেজোরাশি-দ্বারা এই জগ-ন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি ভয়বিহ্বল ও বিমানারোহণপূর্ব্বক আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়মান সুরগণকে পরিত্রাণ কর। হে খগবর! তুমি পরমদয়ালু মহাত্মা কশ্যপের পুত্র; অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে অনুকম্পা কর। আমরা বিষম বিপদে আক্রান্ত হইয়াছি। তোমার বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ ঘোররবে নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে। তুমি অগ্নিতুল্য স্বীয়-শরীরের সঙ্কোচ কর। কুপিত-কৃতান্তের ন্যায় তোমার অতিভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শঙ্কিত হইতেছে। হে ভগবন্ খগাধিপতে! প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনের সুখাবহ হও।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

—:০:—

গরুড় দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতিপ্রকাণ্ড কলেবর অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন এবং কহিলেন,—আমি আত্মতেজের সঙ্কোচ করিতেছি, আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না। এই বলিয়া বিহঙ্গমরাজ গরুড় অরুণকে আত্ম-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত

সৌতির নিকট ঋষিগণের ভারত শ্রবণ। (আদি পর্ব্ব।

হইয়া প্রখর করজাল বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন।

রুরু কহিলেন,—সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? এবং দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কুপিত হইলেন? প্রমতি কহিলেন,—যৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হওয়াতে ঐ ক্রূরগ্রহ রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত। পরে ভগবান্ সূর্য্য এই অভিপ্রায়ে রোষাবিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত রাহুর কোপে পড়িলাম এবং তজ্জন্য কেবল আমিই একাকী বহু অনর্থকর পাপের ফলভাগী হইলাম; বিপৎকালে কাহাকেই সাহায্য করিতে দেখি না! রাহু যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে; অতএব আমি অদ্য সমস্ত লোক বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। দিবাকর এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং বিশ্বসংসার সংহার করিবার মানসে স্বকীয় তেজোরাশি পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—অদ্য নিশীথসময়ে সর্ব্বলোকভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে।

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না, অথচ সর্ব্বলোকক্ষয় উপস্থিত। না জানি, সূর্য্য উদিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে! পিতামহ কহিলেন,—দিবাকর সর্ব্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই আমাদিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। মহাত্মা কশ্যপের অরুণ নামে এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে। সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। প্রমতি কহিলেন,—তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হই-

লেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কামচারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ স্বকীয় জননীসন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া আপন সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদা বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে কদ্রু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—দেখ বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে নাগগণ বাস করে, তথায় আমাকে লইয়া চল। বিনতা আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে কদ্রুকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতৃনিদেশক্রমে কদ্রুপুত্র নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে পন্নগগণ দুঃসহ তপন-তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় পুত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টিবাসনায় সুরপতি ইন্দ্রকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ! তুমি বল, নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে তোমাকে নমস্কার করি। প্রচণ্ড রবিকিরণসন্তপ্ত মদীয় পুত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর। হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই; যেহেতু তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি বিষ্ণু; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি;

তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরমপূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণা বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমি-তিমিঙ্গিল সহিত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব; তুমি অতিযশস্বী; এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। আর তুমি স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যজমানের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। ব্রাহ্মণেরা একমাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় সতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে বিপুলবিক্রমশালিন্! অখিল বেদ ও বেদাঙ্গ তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করে এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত প্রযত্নসহকারে সতত সেই সকল বেদবেদাঙ্গের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলবর্ণ জলদজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। জলদগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া ঘোরতর গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ সৌদামিনীস্ফুরণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল, যেন আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা মেঘনির্ঘোষ, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বায়ুচালিত নীরধারাদ্বারা যেন আকাশমণ্ডল নৃত্য করিতেছে। সেই মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে চন্দ্রসূর্য্য এককালে অন্তর্হিত হইলেন। তখন নাগগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্নপ্রায় হইল। সুশীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে সর্পগণ মাতার সহিত রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগগণ প্রচুর জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতি হৃষ্ট মনে সুপর্ণপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেই মকরসমূহের আকর ভূমি, বিশ্ব

কর্ম্মবিরচিত, রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল। তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি ভয়ঙ্কর লবণমহার্ণব অবলোকন করিল। পরে সেই দ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী পরম-শোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন সাগরজলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে; উহাতে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে কলরব করিতেছে; বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্য, পদ্মাকর সরোবর ও স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্ব্বদা উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; তথায় সুগন্ধ সমীরণ অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; অত্যুন্নত চন্দন ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগ-সহকারে বিকম্পিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মৃদুমধুররবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে। ঐ উদ্যান গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের প্রীতিস্থান এবং উহা দেখিলে তদ্দণ্ডেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কদ্রুপুত্রেরা সেই কাননে কিয়ৎক্ষণ বিহার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত গরুড়কে কহিল,—দেখ, তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্ম্মল জলসম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল। তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান; কারণ, তুমি গগনে উড্ডীন হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না। গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিষণ্ণ মনে স্বীয় জননী সন্নিধানে নিবেদন করিলেন,—মাতঃ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল। বিনতা কহিলেন,—বৎস! আমি দুরদৃষ্টক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। গরুড়, মাতৃসন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—হে নাগগণ! কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল,—হে বিহঙ্গমরাজ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—০—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—গরুড় এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতার নিকট যাইয়া কহিলেন,—জননি! আমি অমৃত আহরণ করিতে চলিলাম; পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও। বিনতা কহিলেন,—বৎস! সমুদ্রমধ্যে বহুসহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভোজন করিয়া অমৃত আনয়ন কর; কিন্তু হে বৎস! দেখিও, যেন ব্রাহ্মণবধে কদাচ তোমার বুদ্ধি না জন্মে। অনলসমান ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজীবের অবধ্য। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রতুল্য হয়েন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের গুরু, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের আদরণীয়। অতএব হে বৎস! তুমি অতিশয় কুপিত হইয়াও যেন কোনক্রমে ব্রাহ্মণের হিংসা বা তাঁহাদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিও না। নিত্যনৈমিত্তিক জপ-হোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিরত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য কেহই সেরূপ পারেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের অগ্রজাত, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের পিতা ও গুরু।

গরুড় মাতৃসন্নিধানে ব্রাহ্মণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! ব্রাহ্মণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও কিরূপই বা পরাক্রম? ব্রাহ্মণ কি হুতাশনের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত, কিম্বা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি; যে সকল শুভলক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা আমাকে সবিশেষরূপে কহিয়া দাও। বিনতা কহিলেন,—যিনি তোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বড়িশের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইবেন এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন,—তিনিই সুব্রাহ্মণ। তুমি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না। বিনতা পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন,—বৎস! যিনি তোমার জঠরদেশে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। সর্পবঞ্চিতা পরম দুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বৎস! বায়ু তোমার দুইপক্ষ রক্ষা করুন; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি, মস্তক এবং বসুগণ ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে রাখুন। হে পুত্র! আমি

তোমার স্বস্তি শান্তি বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর ত্বদীয় শুভানুধ্যানে এই স্থানেই রহিলাম। তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিরাপদে প্রস্থান কর।

গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুভুক্ষাপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদপল্লীতে উপনীত হইলেন এবং নিষাদ সংহারের নিমিত্ত ধূলি রাশি দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত মহীধরগণ বিচলিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিহঙ্গরাজ প্রকাণ্ড মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিষাদনগরীর পথ রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। বিষাদসাগরে নিমগ্ন নিষাদগণ প্রবলবাত্যাহত ধূলি-পটলে অন্ধপ্রায় হইয়া ভুজঙ্গভোজী গরুড়ের অতি বিস্তীর্ণ আননাভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন প্রবলবায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেইরূপ নিষাদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গরাজ মুখ মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—এক ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে গরুড়ের কণ্ঠ-দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগিলেন। তখন গরুড় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিতেছি, তুমি অতি সত্বর বহির্গত হও; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপাচার-তৎপর হইলেও আমার অবধ্য। ব্রাহ্মণ খগাধি-রাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে আমার ভার্য্যা নিষাদীও আমার সহিত বহির্গত হউক।" গরুড় কহিলেন, ভাল, তুমি নিষা-দীকে লইয়া অবিলম্বে আমার আস্যবিবর হইতে বহির্গত হও। তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভস্মাবশেষ হও নাই; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর। তখন ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভার্য্যা নিষাদী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং অনতি-

বিলম্বে স্বীয় পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষি কশ্যপ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশল প্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! মনুষ্য-লোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার লাভ হইয়া থাকে? তখন গরুড় কহিলেন, পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বটে, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আরও কহিলেন,—নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে; আমি জননীর দাসীভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহা আনয়ন করিব। মাতা, নিষাদগণ ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন; বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই। অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। হে প্রভো! বলবতী ক্ষুৎ-পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে।

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন,—বৎস! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ হইয়া কূর্ম্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতি কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; এই নিমিত্ত তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈতৃক ধন বিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্র-তীককে কহিলেন, দেখ, অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ়ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রু পক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধন-বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি

নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারযোনি প্রাপ্ত হও। সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন,—তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও।

এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষরত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরানুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ, গজের বৃংহিত শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্বর উত্থিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডাদণ্ড আস্ফালনপূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডাদণ্ড, লাঙ্গুল ও পাদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে। অতিপরাক্রান্ত কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে; উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি কর। যাও, তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররূপী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বৎস! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর যে কিছু মাঙ্গল্য বস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক। হে মহাবলপরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও রহস্য তোমার বলাধান করিবেন। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষি সকল কলরব করিতেছে দেখিলেন, তখন তিনি পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া সত্বরে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। অনন্তর অলম্ব নামক

তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষগণের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিটপিমণ্ডলী গরুড়ের পক্ষপবনে আহত হইয়া শাখাভঙ্গভয়ে শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভিষ্টফলপ্রদ, দিব্য, সুবর্ণময় তরুদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া অতীব উন্নত অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। সেই পরম রমণীয় বৃক্ষগুলির সুস্বাদু ফল সকল কাঞ্চনময় ও রজতময়, শাখাসমুদায় প্রবালময় এবং উহাদিগের মূলদেশ সর্ব্বদা সাগরজলে প্রক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবিটপী পক্ষিরাজ গরুড়কে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল,—হে গরুত্মন্! তুমি আমার এই শত যোজন বিস্তীর্ণ, অতি প্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। মহীধর-তুল্যকলেবর পতগেশ্বর প্রবলবেগে বহুসহস্রপক্ষি-সেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় পাদস্পর্শমাত্রেই তরু-শাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখা ভঙ্গ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইত্য-বসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধঃশিরাঃ হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন। গরুড় তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে; অতএব গজ ও কচ্ছপকে নখদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণ রক্ষার্থে ঐ অতিবিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুটদ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন, যেহেতু এই বিহঙ্গম অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল; অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। অনন্তর গরুড় পক্ষপবনদ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

গরুড় গজকচ্ছপ লইয়া বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে এইরূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন

না। পরিশেষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন। ভগবান্ কশ্যপ সেই বলবীর্য্যতেজঃসম্পন্ন মন ও বায়ুসম বেগবান্, অচিন্তনীয়, অনভিভবনীয়, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, অধৃষ্য, দুর্জ্জয়, সর্ব্বপর্ব্বত-বিদারণক্ষম, সমুদ্র-শোষণে সমর্থ, সর্ব্বলোকসংহারে পটু, কৃতান্তসম ভীমদর্শন, উত্তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গাকার, দিব্যরূপী বিহঙ্গমরাজ গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি সহসা সাহসের কর্ম্ম করিও না; তাহাতে অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। সূর্য্যমরীচিমাত্র-পায়ী বালখিল্যগণ রোষপরবশ হইলে তোমাকে এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ করিবেন। এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত মহাভাগ বালখিল্য ঋষি-দিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে; তোমরা অনুজ্ঞা কর। বালখিল্যগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্যগণ গমন করিলে বিনতানন্দন নিজ পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! আমি এখন এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন নির্ম্মানুষ দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। তখন কশ্যপ মানুষশূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি-সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত কহিয়া দিলেন। পক্ষিরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করি-লেন। গরুড় যে শাখা লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থূল যে, শতগোচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারাও বন্ধন বা বেষ্টন করা যায় না। পতগেশ্বর গরুড় অনতি-বিলম্বে শতসহস্র যোজনান্তরে স্থিত সেই মহাপর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে তদুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় পক্ষ-পবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল; তরুগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং যে সকল মণিকাঞ্চনময় শৈলশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষশ্রেণী পর-স্পরের শাখাঘাতে অভিহত হইয়া সৌদামিনীমণ্ডিত নবীন নীরদের ন্যায় কাঞ্চনময় কুসুম সমূহে সুশোভিত হইল। গৈরিকরাগরঞ্জিত পাদপ সকল

অবিরল ভূতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জরকে উপযোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্রশস্ত্র সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দেবাসুর-সংগ্রামেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে নাই। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শতসহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং মেঘশূন্য নভোমণ্ডল অতি গভীররবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি বলিব, যিনি দেবাদিদেব, তিনিও অনবরত শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের গলদেশের মাল্য ম্লান ও তেজোরাশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল। প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধূলিজাল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুট সকল নিষ্প্রভ করিল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এইরূপ অতি নিদারুণ উৎপাত দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! যুদ্ধে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এরূপ শত্রু ত লক্ষ্য হয় না। তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল? বৃহস্পতি কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালখিল্যগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুত্র জন্মিয়াছে। সেই কামরূপী, মহাবল বিনতানন্দন অমৃতহরণে সমর্থ; তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে! সে অনায়াসে অসাধ্যসাধন করিতে পারে।

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, “মহাবীর্য্য মহাবল এক পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে; আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেখিও, যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে; বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল বলশালী।” তাহা শুনিয়া দেব-

তারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেষ্টন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত, পাপস্পর্শরহিত, নিরূপম বলবীর্য্যসম্পন্ন অসুরপুরবিদারণে পটু সুরগণ কাঞ্চনময়, বৈদূর্য্যমণিময় ও চর্ম্মাত্মক, মহামূল্য প্রভাভাস্বর সুদৃঢ় কবচ, তীক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ; ধূম, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ-সহিত চক্র ; পরিঘ ; ত্রিশূল ; পরশু ; বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ শক্তি ; নির্ম্মল করবাল এবং উগ্রদর্শন গদা এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যকিরণ-বিকাশিত বিগলিতান্ধকার আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

—:০:—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অনবধানতাই বা কিরূপ ? বালখিল্য ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে গরুড়ের সম্ভব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী পুত্র ইহারই বা কারণ কি ? ঐ পক্ষিরাজ কিরূপে সর্ব্বভূতের অবধ্য, অনভিভবনীয়, কামবীর্য্য ও কামচারী হইলেন ? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ; যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্ত্তন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাশয় ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে ; আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রবাসনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন ; তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্র আপন বীর্য্যানুরূপ প্রচুর কাষ্ঠভার আনয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্যগণ সকলে সমবেত হইয়া বহু কষ্টে একটি পত্রবৃন্ত আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও নিরাহার ; সুতরাং জলপূর্ণ

এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বলদৃপ্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন এবং লঙ্ঘন করিয়া অতি সত্বরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায় আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের তপঃপ্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগামী, সর্ব্বদেবের অধিপতি অন্য এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ ইন্দ্রমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ 'অভীষ্টসিদ্ধি হইবে' এই কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর বচনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে; কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্প মিথ্যা হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেন্দ্র হউন। হে ঋষিগণ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও। এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে প্রজাপতে! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার পুত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল; তুমিই ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কর।

ঐ কালে কল্যাণবতী কীর্ত্তিমতী, ব্রতপরায়ণা দক্ষসুতা বিনতা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করণানন্তর ঋতুস্নান করিয়া পুত্রবাসনায় স্বামিসন্নিধানে আগমন করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সন্নিহিতা দেখিয়া কহিলেন,—দেবি! অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে মহাভাগ ও ভুবনবিজয়ী দুই বীর পুত্র

জন্মিবে। তাহারা ত্রিভুবনপূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে। তুমি প্রমাদশূন্য হইয়া এই সুমহোদয় গর্ভ ধারণ কর। সর্ব্বলোকসৎকৃত কামরূপী ঐ দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে। অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ অতি প্রীতমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, সেই দুই মহাবীর্য্য বিহঙ্গম তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে এবং তাহারা তোমার কখন কোন অপচয় করিবে না। তোমার সকল সন্তাপ দূর হউক; তুমিই ইন্দ্র থাকিলে। কিন্তু হে বৎস! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না; তাঁহাদিগের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা অতিশয় কোপনস্বভাব।

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিনতাও চরিতার্থা হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে কশ্যপ-বনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। অরুণ অঙ্গবৈকল্যপ্রযুক্ত সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন; তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই বিনতানন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে গরুড় অতি সত্বরে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সেই মহাবল গরুড়কে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনারাই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তথায় অপ্রমেয়বল ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিশ্বকর্ম্মাও অমৃতরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুটদ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরে গগনচারী বিহগরাজ পক্ষপবনে ধূলিপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। দেবতারা ধূলিজালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে

অমৃতরক্ষকেরাও অন্ধপ্রায় হইলেন। এইরূপে গরুড় দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষতাড়ন ও তুণ্ডপ্রহারে দেবগণকে বিদীর্ণকলেবর করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন,—দেখ পবন! তুমি এই রজোবর্ষণ নিরাকরণ কর, ইহা তোমারই কর্ম্ম। বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অন্ধকার নিরস্ত হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় মহামেঘের ন্যায় সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। দেবতারা গরুড়কে অন্তরীক্ষে আরূঢ় দেখিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন।

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আঘাতে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুরগণ এইরূপে গরুড়যুদ্ধে পরাভূত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনীকুমার দুই জনে উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতগেন্দ্র গরুড় অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথনক, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ ও পুলিন এই সমস্ত যক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেরূপ অতি ভীষণ হয়েন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অত্যুগ্র হইয়া পক্ষ, নখ ও তুণ্ডাগ্র-দ্বারা সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। সেই মহাবল, মহোৎসাহ, বীরপুরুষেরা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষী ধারাধরের ন্যায় শোভমান হইলেন।

খগেশ্বর সেই সমস্ত যক্ষদিগের প্রাণ সংহার করিয়া যে স্থানে অমৃত রহিয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন বিভাবসু বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত

হইয়া সূর্য্যদেবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখদ্বারা নদী পান করিয়া প্রচণ্ডবেগে তথায় আগমনপূর্ব্বক নদীজলে ঐ জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার একখানি শাণিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসম তেজস্বী ঐ ঘোররূপ যন্ত্র অমৃত হরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যূহের কণ্ঠনালী ছেদন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। গরুড় অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ-দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহাবীর্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষনেত্র, দুই সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের বিদ্যুতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুর্দ্বয় নিরন্তর বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদিগের একতর যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তখন বিহঙ্গরাজ ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্ব্বক অপরিশ্রান্ত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন অমৃত হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরুড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে বিহঙ্গরাজ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। গরুড় কহিলেন,—আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে

বাসনা করি। এই বলিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন,—আর আমি যাহাতে অমৃতপান ব্যতিরেকে অজর ও অমর হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন। বিষ্ণু কহিলেন,—"তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক।" তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বর লাভ করিয়া নারায়ণকে কহিলেন,—ভগবন্! প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে বরপ্রদান করিব। নারায়ণ মহাবল গরুড়কে কহিলেন,—"তুমি আমার বাহন হও" এবং স্বপ্রদত্ত বরের অন্যথা না হয়, এই জন্য পুনর্ব্বার কহিলেন,—"তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।" পতগেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্রপ্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন,—"দেখ দেবরাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই, কিন্তু যে মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি; এই পক্ষের অন্ত নাই।" এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ উৎকৃষ্ট পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন,—এই পর্ণ (অর্থাৎ পক্ষ) অতি সুন্দর; অতএব অদ্যাবধি গরুড়ের নাম সুপর্ণ হইল। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে; ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ওহে বিহঙ্গম! আমি তোমার অলৌকিক বলবীর্য্য জানিতে এবং অনন্তকালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন,—হে দেবরাজ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব সংস্থাপন হইল। আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ; যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বলপ্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়, তথাপি তুমি আমার সখা এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত কহিতে

প্রবৃত্ত হইলাম ; শ্রবণ কর। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, আমি পর্ব্বতকাননাদি-সহিতা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে অক্লেশে এক পক্ষে বহন করিতে পারি ; আর যদি তুমিও ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে তোমাকেও লইয়া যাইতে পারি। এই চরাচর বিশ্বকে বহন করিতে হইলেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না।

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্ব্বলোক-হিতকারী দেবরাজ কহিলেন,—হে বিহঙ্গমরাজ ! তুমি যাহা কহিলে, তোমাতে সকলই সম্ভব ; এক্ষণে আমার সহিত সখ্য সংস্থাপন কর এবং অমৃতে যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর ; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে। গরুড় কহিলেন,—হে সহস্র-লোচন ! আমি কোন কারণ বশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি ; প্রার্থনা করিলে ইহার বিন্দুমাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না ; কিন্তু আমি যে স্থানে ইহা রাখিব, তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও। ইন্দ্র কহিলেন,—হে বিহঙ্গমরাজ ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম ; এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন গরুড়, কদ্রুপুত্রদিগের দৌরাত্ম্য ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন,—আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন মহাবল সর্প সকল আমার ভক্ষ্য হয়। দানবনিসূদন ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গরুড়াভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পরে ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন,—তুমি অমৃতস্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব ; এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননীর সন্নি-ধানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন,—এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি ; এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর। দেখ, তোমরা যাহা কহিয়াছিলে, তাহা আমি সম্পাদন করিলাম ; অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন। সর্পগণ "তথাস্তু" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল ; এই অবসরে

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্লমনে অমৃত পান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত নাই। পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছলক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল। তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি কুশের নাম পবিত্রী হইয়াছে। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট মনে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গমগণ ভক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে মহাত্মা খগরাজ গরুড়ের চরিত কীর্ত্তনপ্রযুক্ত পাপস্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি ভুজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুত্রশাপের কারণ এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত পক্ষিদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিলে, আর কদ্রু ও বিনতা স্বভর্ত্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপে বর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও কীর্ত্তন করিলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্ত্তন কর নাই। আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পন্নগগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন! সর্পসংখ্যার বহুত্বপ্রযুক্ত সকল সর্পের নামোল্লেখ করিব না; কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শেষ নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাসুকি; তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক,

সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানখ, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সম্বর্ত্তক, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র; বিল্বক, বিল্ব, পাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র; শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাশন, কুটর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর এবং মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যান্যের নামোল্লেখ করিলাম না। হে তপোধন! ইহা ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্প আছে; তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

—:o:—

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননীদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুভক্ষ্য, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিত্ত, জটাবল্কলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠানকালে তাঁহার গাত্রের মাংস, চর্ম্ম ও শিরা সমুদায় শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন,—নাগরাজ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ? অতঃপর প্রজাগণের হিতসাধনে সচেষ্ট হও; তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা সমস্ত প্রজাগণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে; আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

শেষ কহিলেন,—আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতি মূঢ়; আমি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না; আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। তাহারা শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, অতএব আমার আর যেন তাহাদিগকে দেখিতে না হয়। এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সর্ব্বদা সপুত্রা বিনতার অনিষ্টচেষ্টা করে। বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; তিনি পিতা কশ্যপের বর প্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করে। তন্নিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে, তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব; তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই দুরাত্মাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না।

ব্রহ্মা শেষ নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস শেষ! আমি তোমার সোদরগণের আচার ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহাও জানি। অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই; আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্ম্মে মন হইয়াছে, দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মে সুস্থিরা হউক।

শেষ কহিলেন,—হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন ধর্ম্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু হে বৎস! তোমাকে এই সর্ব্বলোকহিতকর কার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্ব্বতকাননাদি সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে, যেন উহা আর বিচলিত না হইতে পারে। শেষ কহিলেন,—হে বরদ প্রজাপতে! হে ধরানাথ! হে ভূতনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি ঐরূপে মহীধারণ করিব; কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভুজঙ্গোত্তম! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ প্রদান করিবেন, তুমি সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে গমন-

পূর্ব্বক ইহাকে ধারণ কর ; তাহা হইলেই আমার পরম প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা বসুন্ধরাকে মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মার নিদেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ, খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভুজঙ্গোত্তম বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপ বিমোচন হইবে, তদ্বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন। তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করিলেন যে, মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন,—তাহা তোমরা সকলেই জান ; অতএব আইস, আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ চেষ্টা করি। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন, ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপপ্রদান করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই ; ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। বোধ করি, নিশ্চয় আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি সম্প্রতি যাহাতে সমস্ত ভুজঙ্গগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, মন্ত্রণাদ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিতে পারিব। দেখ, পূর্ব্বকালে অগ্নি গুহামধ্যে তিরোহিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের যজ্ঞ না হয়, অথবা নিষ্ফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক।

মন্ত্রণাবিশারদ সর্পগণ ভুজঙ্গরাজ বাসুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন,

"আইস, আমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাইয়া তিনি যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন, এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, চল, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যজ্ঞবিষয়িণী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তদনুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানাপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয়, এরূপ পরামর্শ দিব। কেহ কহিলেন, রাজার হিতসাধনে তৎপর যে কোন সর্পযজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভুজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে। উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলে আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ দয়াবান্ নাগগণ কহিলেন,—তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ; ব্রহ্মহত্যা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য; কারণ, অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিলেন, আমরা জলধর-কলেবর ধারণ করিয়া মুষলধারে জলবর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ করিব, কিম্বা রাত্রিকালে ঋত্বিগ্‌গণ অনবহিত হইলে কোন সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া স্রুগ্‌ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয়দ্রব্য সমুদায় অপহরণ করিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবে অথবা শত শত ভুজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে; তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে, কিম্বা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় স্বীয় মূত্রে ও পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে, তাহাতেও যজ্ঞবিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

অন্যান্য নাগগণ কহিল,—আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া প্রথমেই দক্ষিণা প্রদান কর বলিয়া যজ্ঞবিঘ্ন সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদিগের বশীভূত হইবেন এবং যাহা বলিব তাহাই করিবেন; অপর ভুজঙ্গমগণ

কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনাদিগের আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিব। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন,—আইস, আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলেই সকল অনর্থের মূলচ্ছেদ হইবে। পরিশেষে সকলে বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন, আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমে বিধেয় নহে। এই বলিয়া সমস্ত নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বাসুকি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিলে, তন্মধ্যে একটিও আমার মনোগত হইতেছে না, যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য; অতএব এ বিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ও আত্মস্নেহ বশতঃ আমি তোমাদিগের বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ, এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে দোষগুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে; এই নিমিত্ত আমি সবিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—বাসুকির ও অন্যান্য নাগগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামক সর্প বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভুজঙ্গনাথ! সেই সর্পসত্র অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই এবং যে জনমেজয় রাজা হইতে আমাদিগের মহৎভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও বঞ্চিত করিতে পারা যাইবে না। হে রাজন্! যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ, সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। হে পন্নগোত্তম! আমাদিগের এ ভয়কে দৈব-ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হই-

তেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম। দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলেন,—হে পিতামহ! পাষাণহৃদয়া কদ্রু আপনকার সম্মুখেই স্বীয় প্রিয়পুত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতা হইয়া পুত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না। আপনিও 'এবমস্তু' বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্বসমক্ষে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিষ, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপপ্রদানোদ্যতা কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু সর্পসত্রে কেবল তীক্ষ্ণবিষ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে। ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না। তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। যাযাবরবংশে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয়, জরৎকারুনামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঔরসে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহাতপাঃ মহাবীর্য্য মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুত্র আস্তীককে উৎপাদন করিবেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—"বীর্য্যবান্ জরৎকারু, স্বনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারুনাম্নী এক ভগ্নী আছেন। তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তৎকর্ত্তৃকই সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে।" দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাসুকে! নাগগণের ভয়শান্তির নিমিত্ত সেই সুব্রত, ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরৎকারুনাম্নী ভগিনী ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্র-

দান কর। তাহা হইলেই নাগকুল পরিত্রাণ পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎ-কারুনাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে দেবাসুরগণ একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বনাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি তাহাতে মন্থানরজ্জু হইয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এই নাগকুলাগ্রণী বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই জ্ঞাতিকুলহিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন। ইনি আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অনুকূল হইয়া আপনাকে ইহাঁর মনোব্যথা নিবারণ করিতে হইবে।

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্ব্বে এলাপত্র সর্প ইহাঁকে যাহা কহিয়াছেন, সে আমারই বাক্য। ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দুরাচার ও পাপিষ্ঠ তাহারাই সর্পসত্রে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই। সেই জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্র যাহা কহিয়াছেন, উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগাধিপ বাসুকি সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ঐ সঙ্কল্পে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সন্নিধানে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গমরাজ তাহাদিগকে এই কহিয়া দিলেন,—

"ভগবান্ জরৎকারু যে মুহূর্ত্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।"

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন! তুমি জরৎকারুনামা যে মহর্ষির বিবরণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জরৎকারু শব্দের যথাশ্রুত অর্থই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—জরাশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরৎকারু হইল এবং উক্ত কারণবশতঃ বাসুকির ভগিনীও জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইলেন। মহর্ষি শৌনক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হাঁ তুমি যাহা বলিলে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি ঊর্দ্ধরেতাঃ স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না। তিনি কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে কৌরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বদাই মৃগ, বরাহ, তরক্ষু, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার বন্যজন্তু শিকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞরূপী মৃগের অনুসারী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায়,

সেই মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না, কিন্তু এই মৃগ যে বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার অচিরাৎ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গোপ্রচারে উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, এক তপস্বী স্তন্যপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসান্বিত রাজা সেই মুনির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে মুনিসত্তম! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ; তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমি এক মৃগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, কোন্ দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ? মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন; কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন। ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানী গমন করিলেন। কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া জানিতেন; এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন না। কুরুবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া না জানিতে পারিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন।

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গীনামে এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন। শৃঙ্গী সাতিশয় রোষপরবশ। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনানন্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশনামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে তৎসন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রুক্ষস্বভাব

শৃঙ্গী কৃশমুখে পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্কন্ধদেশে মৃতসর্প বহন করিতেছেন, অতএব হে শৃঙ্গিন্! যাও যাও, আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না এবং মাদৃশ সিদ্ধ, ব্রহ্মবিৎ, তপস্বী ঋষিপুত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না। হে শৃঙ্গিন্! কৈ এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ববাক্যই বা কোথায় রহিল? তোমার পিতা সেইরূপ অবমানিত হইয়াও ঔদাসিন্য অবলম্বনপূর্ব্বক রহিয়াছেন। তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য কিছুই করেন নাই। আহা! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাতেজাঃ শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন এবং মৃদুমধুরস্বরে কৃশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃশ! কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সংলগ্ন হইল? কৃশ কহিলেন,—সখে! অদ্য মৃগয়াবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তখন শৃঙ্গী ক্রোধে দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—"আমার পিতা সেই দুরাত্মা নরাধম রাজার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমার তপোবল দেখাইতেছি।"

কৃশ কহিলেন,—অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করেন। বাণাহত মৃগ প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরিশেষে রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। মৃগও ক্রমশঃ ত্বদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজা বহুক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিয়াও তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া ত্বদীয় পিতার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন,—মহাশয়! আপনি একটি শরবিদ্ধ মৃগকে এস্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন? তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী,

সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

শৃঙ্গী কৃশের মুখে নিরপরাধী পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপোপরক্ত নয়নে আচমন পূর্ব্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, 'যে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যম সদনে প্রেরণ করিবে।' শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপে শাপগ্রস্ত করিয়া গোচারণস্থ স্বকীয় পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—পিতঃ! দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া, আমি তাহাকে এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, 'পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।'

শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কখন কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। আরও দেখ, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছি। অস্মদুপার্জ্জিত ধর্ম্মে রাজাদিগেরও ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে। অতএব হে পুত্র!

রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। অপিচ দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্ব্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করেন। রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয়, এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হয়েন, এবং দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা মনুষ্যগণের পরমোপকার দর্শে। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা স্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবম্ভূত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতা প্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজর্ষির প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে! সেই ভূপতি কোন মতেই আমাদের শাপ প্রদানের পাত্র নহেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৃঙ্গী পিতার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস প্রকাশ করাই হউক বা দুষ্কর্ম্ম করাই হউক এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন বা অসন্তুষ্টই হউন, যাহা কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। মহাশয়! আমি আপনাকে যথার্থ কহিতেছি, ইহা কখন অন্যথা হইবে না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে? শমীক কহিলেন,—পুত্র! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি সাতিশয় উগ্রপ্রভাবশালী ও সত্যবাদী এবং পূর্ব্বে

কখন মিথ্যা কহ নাই; সুতরাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না। কিন্তু হে পুত্র! পিতা বয়ঃস্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন; যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তুমি বালক, অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি, তুমি সর্ব্বদা তপোনুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপনস্বভাব হইয়া থাকেন। কিন্তু হে বৎস! তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক; তাহাতে আবার অত্যন্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছ। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফল মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না। দেখ, ক্রোধ সংযমী তপস্বিগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে। ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রেই মঙ্গল। অতএব হে পুত্র! তুমি সর্ব্বদা ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর। ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমার যতদূর সাধ্য সেই নরপতির উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি নৃপসন্নিধানে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ও অতিশয় অপরিণতবুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে।

দয়াবান্ মহাতপাঃ শমীক ঋষি, রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রুতশীল-বিশিষ্ট গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়া দিলেন যে, তুমি অগ্রে রাজার ও রাজকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে। গৌরমুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদর-পূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজকৃত সৎকার গ্রহণ ও কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া শমীকোপদিষ্ট বাক্য

সকল অবিকল কহিতে লাগিলেন ; তিনি কহিলেন,—মহারাজ ! শান্ত, দান্ত, পরম ধার্ম্মিক শমীক নামে এক মহাতপাঃ মহর্ষি আপনকার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃত সর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শমগুণাবলম্বী মহামুনি শমীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্র শৃঙ্গী সাতিশয় উগ্রস্বভাব; তিনি আপনার গর্হিত অনুষ্ঠান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, সপ্তম দিবসে তক্ষক-দংশনে আপনকার প্রাণ বিয়োগ হইবে। শমীক মুনি শাপ নিবারণার্থ পুত্রকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে, সে শাপ অন্যথা করে ! মহর্ষি কোপান্বিত পুত্রকে কোন ক্রমে শান্ত করিতে না পারিয়া আপনকার হিতার্থে আমাকে এই শাপসম্বাদ দিতে পাঠাইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই ; ইহা শুনিয়া রাজার শোকাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগি-লেন, 'শমীক মুনি এমত শান্তস্বভাব যে, তিনি মৎকৃত তাদৃশ অবমান সহ্য করিয়াও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ; হায় ! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই পরম কারুণিক মুনিবরের উপর তদ্রূপ অত্যাচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।' এই ভাবিয়া রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। রাজা বিনাপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ শোকার্ত্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে সেরূপ হইলেন না। অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহাশয় ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি, আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক একস্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎ-সক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুরক্ষিতরূপে

অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না; অধিক কি কহিব, সর্ব্বত্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চার রহিল না।

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মহৌষধিবলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বাসনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজভবনে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া এত সত্বরগমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য কুরুকুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উরগরাজ তক্ষকের বিষানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমিই সেই তক্ষক; আমি অদ্য সেই মহীপালের প্রাণ সংহার করিব; তুমি ক্ষান্ত হও। আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নির্ব্বিষ করিব, সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

তক্ষক কহিলেন,—হে কাশ্যপ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সম্মুখস্থ এই বটবৃক্ষে দংশন করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রপ্রভাব দেখাও। কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজগেন্দ্র! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিষানলে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিকে কহিলেন,—হে দ্বিজো-

ত্তম ! এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্নবান্ হও। মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি গ্রহণপূর্ব্বক তক্ষককে কহিলেন,—হে ভুজগেন্দ্র ! আমার বিদ্যাবল দেখ ; আমি তোমার সমক্ষেই এই ভস্মীভূত বনস্পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অনন্তর দ্বিজসত্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মীকৃত ন্যগ্রোধ পাদপকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রথমে অঙ্কুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্র সমূহ, পরিশেষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি সমুদায় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলে ঐ বটবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যে বিদ্যাবলে আমার বা মাদৃশ অন্য ব্যক্তির বিষক্ষয় করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ভবাদৃশ মন্ত্রবিশারদ তেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই নৃপের নিকট যাইতেছ, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব। ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে ; অতএব তুমি তাঁহার রক্ষণ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার কি না, সন্দেহ। যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোকীবিশ্রুত যশোরাশি নিস্তেজ দিবাকরের ন্যায় একবারে অন্তর্হিত হইবে।

কাশ্যপ তক্ষক-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে ভুজঙ্গম ! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি ; তুমি আমাকে প্রচুর ধন দেও, তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! তুমি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তখন তিনি, তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হস্তিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। গমন সময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা

করিলেন যে, রাজাকে মায়াপ্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে; অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সর্পগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। নাগগণ তক্ষককর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাজসন্নিধানে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন; পরে কার্য্য সমাধানন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।

ছদ্মতাপসরূপী ভুজঙ্গমেরা গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আইস,—আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করি। দুর্দ্দৈববশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্রবৃত্তি হইল; যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লইলেন। ভক্ষণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণুপরিমাণ কৃষ্ণনয়ন, তাম্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল। রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার বিষের ভয় নাই; এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও সত্য হয়। মন্ত্রীরাও কালপ্রযোজিত হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজদেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিল। তখন রাজার চৈতন্য হইল। তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রাবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণবদনে ও দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তক্ষকের সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করি-

লেন। তাঁহারা পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নিশিখাসদৃশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন। পরিশেষে সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদ্দর্শনে শঙ্কাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রঘাতী কুরুপ্রবীর নৃপাত্মজের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি জনমেজয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ ঐ নবীন রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে বিলক্ষণ নিপুণতা জন্মিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশীপতি সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গিয়া ত্বদীয় কন্যা বপুষ্টমাকে প্রার্থনা করিলেন। কাশীশ্বর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিধানানুসারে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় ঐ লোকললামভূতা নিতম্বিনীকে পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না; পূর্ব্বকালে পার্থিবাগ্রণী পুরুরবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনীকে পাইয়া কদাচিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিৎ বিচিত্র উপবনে তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুষ্টমাও বিহারকালে সাতিশয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়পতিকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—এই সময়ে মহাতপাঃ জরৎকারু মুনি বায়ুমাত্রভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই

অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী পরিত্রাণেচ্ছু অতি দীন-ভাবাপন্ন, স্বকীয় পিতৃগণ ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ত্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে; সে প্রতিদিন সেই বীরণস্তম্বের মূল সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবা-পন্ন ও পরিত্রাণেচ্ছু দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধপাদে ও অধোমুখে মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন, উহার একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে; এই গর্ত্তনিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে অধঃশিরে পতিত হইবেন। আপনাদের এই দুর্দ্দশা দর্শনে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে। আজ্ঞা করুন, আপনাদের কি প্রিয়-কার্য্য করিব? আমার তপস্যার চতুর্থ ভাগ বা তৃতীয় ভাগ অথবা অর্দ্ধভাগ লইয়া যদি আপনারা এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, লউন। অধিক কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্যা দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।

পিতৃগণ তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমাদিগেরও তপঃসিদ্ধি আছে; কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, 'সন্তানই পরম ধর্ম্ম।' আমরা এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার পৌরুষ সর্ব্বলোকবিশ্রুত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগের দুঃখ দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছ; অতএব তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষি; সন্তান-ক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরৎকারু নামে

এক সন্তান আছেন; তিনি বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী পুত্র, বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কালযাপন করেন। তিনি তপস্যালোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্দ্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, উহা আমাদিগের কালকবলিত সন্তান সমূহ; অর্দ্ধভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু। আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুব্ধ, মূঢ়মতি জরৎকারুকে ক্ষয় করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতি মন্দভাগ্য, আমাদিগের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ, আমরা কালোপহতচিত্ত হইয়া দুরাত্মাদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদিগের নাথস্বরূপ। তোমার সহিত সেই মূঢ়মতি জরৎকারুর সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিকট আমাদিগের এই দুর্দ্দশাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে, তুমি ত্বরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের পরিত্রাণ কর। সে যাহা হউক, তুমি যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—জরৎকারু তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া সবাষ্প গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমারই পূর্ব্বপুরুষ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন পুত্র! আমার নাম জরৎকারু। সম্প্রতি আপনাদিগের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

—:০:—

পিতৃগণ কহিলেন,—বৎস! আমাদিগের সৌভাগ্যবলে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর নাই? জরৎকারু কহিলেন,—হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্ব্বদাই এই ভাব উদিত হয় যে, আমি ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিব; কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ত্তমধ্যে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বাসনা অপনীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অচিরাৎ বিবাহ করিব; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি আমি আমার সনাম্নী কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিব; প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহগণ! তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভৃগুবংশাবতংস! মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদানে উদ্যত হইল না। যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পিতৃলোকহিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন; এস্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্ত্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাযাবরবংশে সমুদ্ভূত, আমার নাম জরৎকারু। জন্মাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কন্যালাভ

হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎসনাম্নী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণ-পোষণ করিতে না হয়, তবে আনয়ন করুন; আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব।”

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্বর যাইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎকারুসন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষাস্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু মুনিবর কন্যার নাম ও ভরণ পোষণ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নাগরাজ বাসুকিকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি ইহার ভরণ পোষণ করিতে পারিব না; এইরূপে মহর্ষি জরৎকারু মুমুক্ষু হইয়াও দারপরিগ্রহার্থ দ্বিমনাঃ হইয়াছিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে কহিলেন, হে তপোধন! আমার এই ভগিনী আপনার সনাম্নী এবং ইনি তপঃপরায়ণা; আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন। আমি ইহাকে আপনকার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিব বলিয়াই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি। আর অঙ্গীকার করিতেছি, আমি সাধ্যানুসারে ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ঋষি কহিলেন, তবে এই নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইহার ভরণ-পোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না; যদি করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলে মহাতপাঃ জরৎকারু তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জরৎকারু ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে ভুজঙ্গরাজের রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক

সুচারু আস্তরণপটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে ভার্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদ্দণ্ডেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও ত্বদীয় বাসগৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না। দেখিও, যাহা কহিলাম যেন কদাপি ইহার অন্যথা না হয়। পিতৃকুলহিতৈষিণী নাগরাজ-ভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে অগত্যা তথাস্তু বলিয়া স্বামি-বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং অতি সতর্কমনে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভুজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল। ঐ গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মহাযশাঃ জরৎকারু একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরোনিবেশপূর্ব্বক শয়িত ও নিদ্রিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। মনস্বিনী নাগভগিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, সম্প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য; ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না? ইনি অতি কোপনস্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন। কিন্তু জাগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব এক্ষণে কি করা উচিত। ফলতঃ কোপ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মলোপ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপই নিতান্ত দূষণাবহ। অতএব যাহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিণী বাসুকি-ভগিনী জ্বলন্ত হুতাশন-সন্নিভ তেজঃপুঞ্জাকৃতি সুখপ্রসুপ্ত মহাতপাঃ জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন,—মহাভাগ! সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাতিমির পশ্চিমদিক্ অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিতেছে, গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত। ভগবান্ জরৎকারু জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণ-পূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন,—হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না; যথাস্থানে গমন করিব। হে বামোরু! আমার এরূপ দৃঢ় নিশ্চয়

আছে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অস্তগত হন। অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব।

তদীয় এতাদৃশ নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে বাসুকি-ভগিনী কহিলেন,—ভগবন্! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনকার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশে করি নাই। তখন জরৎকারু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা-পরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন,—হে ভুজঙ্গমে! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। আমিত পূর্ব্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম। অতএব হে ভদ্রে! এতদিন তোমার নিকট পরম-সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম; আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও, সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূতা হইও না।

তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগস্বসা জরৎকারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ও গদ্গদবচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনকার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি। ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্ট-ক্রমে আমি অদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন! আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন; আপনকার ঔরসে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপ মোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত; কৈ, তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের ঐ মনোরথ নিষ্ফল না হয়, তাহা সম্পাদন করুন। হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই অপরিস্ফুট গর্ভাধানপূর্ব্বক নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন! মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অনুরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে সুভগে! তোমার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক বেদবেদাঙ্গপারগ অগ্নিকল্প এক ঋষি

জন্মিবেন, এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন! অনন্তর নাগদুহিতা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্বভর্ত্তার গমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভুজঙ্গরাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাইলেন এবং কহিলেন,—ভদ্রে! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি তুমি তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। যদি তাঁহার ঔরসে তোমার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সর্পদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে, অর্থাৎ ঐ পুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবগণের নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি হইতে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না? আমার এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, জরৎকারুকে ভগিনী সম্প্রদান করা কতদূর সফল হইল জানিতে ইচ্ছা করি। নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনক্রমেই ন্যায্য নহে; কিন্তু কি করি, নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। তোমার ভর্ত্তা তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত ও নিতান্ত রোষপরবশ, বোধ করি, আমি অনুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অনুগমন করিতে চাহি না। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ভর্তৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত হৃদয়শল্য উন্মূলিত কর।

জরৎকারু নাগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—ভ্রাতঃ! সেই মহাত্মা যৎকালে গমন করেন, তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে "অস্তি" অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, সুতরাং এরূপ বিষয়ে কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না। তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন,—হে ভুজঙ্গমে! আমি নিষ্ক্রান্ত

হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক। অতএব হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক। বাসুকি তথাস্তু বলিয়া ভগিনী-বাক্য স্বীকার করিলেন এবং আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া মধুর সম্ভাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরৎকারু যথাকালে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক দেবকুমারসদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজগৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালেই ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা "অস্তি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন। বাসুকি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন সেই বালককে পরম যত্নে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—০—

শৌনক কহিলেন,—রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গারোহণবৃত্তান্ত মন্ত্রিগণকে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে মন্ত্রীদিগকে পিতার নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারা যেরূপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজা জনমেজয় স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন,—হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধন-বৃত্তান্ত সমুদায় জান, এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান চেষ্টা করিব। ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আপনকার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেরূপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ধর্ম্মাত্মা, প্রবলপরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালনপূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকারকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বত হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে আপনকার পিতা অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে উৎপন্ন হয়েন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়্‌বর্গ বিজেতা ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ করেন। তদীয় নিধন কালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন,—মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমন কোন রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা যথার্থরূপে বর্ণন কর; আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি। রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ ত্বদীয় আদেশক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—মহারাজ! আপনকার পিতা পাণ্ডুরাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়া-তৎপর ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত অতি সত্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক ধরাতল হইতে ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিত রহিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অমাত্যগণ কহিলেন,—মহারাজ! ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক গোগর্ভসমুদ্ভূত পুত্র ছিলেন। ঋষিকুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সখাসন্নিধানে নিজ পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন,—বয়স্য! তোমার পিতা একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। মহারাজ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীনপ্রায় ছিলেন। তিনি সখামুখে নিজ পিতার এইরূপ আপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমনপূর্ব্বক আপনকার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, "যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্ব্বিষহবীর্য্যসম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে।" ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বয়স্য! অদ্য আমার তপঃপ্রভাব

দেখ। পরে শৃঙ্গী, পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্বদত্ত শাপবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া সুশীল গুণসম্পন্ন গৌরমুখ নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনকার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন, "আমার পুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে স্বকীয় তেজঃ দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে; অতএব হে মহারাজ! তুমি অদ্যাবধি সাবধান হও।" গৌরমুখ রাজগোচরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত সাবধানে রহিলেন।

অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট আগমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন? মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন,—হে দ্বিজ! শুনিলাম, অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি। আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না। দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন,—মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক। আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না। বৃথা কেন কর্ম্মভোগ করিবে। তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ, এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্ত্তী এক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশনমাত্রেই ভস্মাবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যা-বলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি। তক্ষক কহি-লেন, রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। তদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহ বিষবহ্নি

দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্ম্মিকবর তদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনকার পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন।

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তরগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অমাত্যগণ! তক্ষক যে বট বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ হয়, পন্নগাধম তক্ষক মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন, সংশয় নাই; সুতরাং আমাকে সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইতে হইবে; অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি; তদ্দ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ঘটিয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এবং কি প্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্পকুল সংহার করিব।

মন্ত্রিগণ কহিলেন,—মহারাজ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। এক ব্রাহ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয়; কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সম্বাদ প্রদান করেন। মহারাজ! যে দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অশ্রুমোচনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মন্ত্রিদিগকে

কহিলেন,—হে অমাত্যগণ! পিতার পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর। দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে; এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই বাঁচিতেন; কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলে জীবন লাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত! তাহার এ অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি, আমার আপনার, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্যাতনে দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকূল এই বাক্য বলিলেন,—"দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে; এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি; আপনারা অনুমতি করুন। হে মহাশয়গণ! আপনাদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্দারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সবংশে ধ্বংস করিতে পারি? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব।" ঋত্বিগ্‌গণ কহিলেন,—মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা আর কেহই নাই। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালীও আমাদিগের বিদিত আছে; অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ করুন; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই। রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন, যেন তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয়

দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে। তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিগ্‌গণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্ন সমূহে ও প্রভূত ধন-ধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ এইরূপে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে আপনারা ব্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন; কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বেই যজ্ঞবিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণকালে একজন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা সূত্রধার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক জন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—"যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরব্ধ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া সকরুণস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, অশ্বাকার, করি-শুণ্ডাকার, মহাকায়, মহাবল-পরাক্রান্ত, শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতবহমুখে পতিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতাত্মজ! সর্পকুলসংহর্ত্তা কুরুবংশাব-তংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে কোন্ কোন্ ঋষি ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন

এবং নাগগণের বিষাদজনক সেই দারুণযজ্ঞে কোন্ কোন্ ঋষিই বা সদস্য হইয়াছিলেন ? হে বৎস ! তুমি তৎসমুদায় বর্ণন কর। তাহা হইলে আমি সর্পসত্র বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের নাম জানিতে পারিব। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে যে সকল মনীষিগণ ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলে সেই সুমহান্ সর্পসত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে অতি ভীষণাকার সর্প সকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদঃ দ্বারা শত শত কৃত্রিম সরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পূতিগন্ধে চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আর্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন,—নাগেন্দ্র ! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি ; অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি ? মনোদুঃখ দূর কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া স্বজনহিতৈষী বাসুকি বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরাজ পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভদ্রে ! আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও দশ দিক্ শূন্য বোধ হইতেছে, মন ও নয়ন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অধিক কি কহিব, বোধ হয়, বুঝি অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত

দহনে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমেজয় আমাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসত্র আরম্ভ করিয়াছেন ; সুতরাং আমাকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভগিনি ! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত ; অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্ব্বে পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎসে। অধুনা তুমি আমার ও আমার পরিজনবর্গের জীবন রক্ষার্থ অদ্বিতীয় বেদবেত্তা আপন পুত্রকে আদেশ কর।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তদনন্তর নাগরাজভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আস্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে কহিলেন,—পুত্র ! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। আস্তীক কহিলেন, মাতঃ ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, আজ্ঞা করুন ; জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি। তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন,—বৎস ! শ্রবণ কর ; সর্পকুলজননী কদ্রু সপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন, এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের অঙ্গবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন,—"তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া সেই শাপবাক্যে অনুমোদন করেন। নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদনবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষমা প্রার্থনা বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ দুর্লভ অমৃতলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমার ভ্রাতাকে

সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে কমলযোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—জরৎকারু মুনি জরৎকারুনাম্নী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন; তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন। নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্র আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন। হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্ট সিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ্ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর।

আস্তীক যে আজ্ঞা বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,—হে ভুজঙ্গেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শাপমোচন করিব এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না; হে মাতুল! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয়, তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাসুকি কহিলেন,—বৎস আস্তীক! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছি; দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদ্ঘূর্ণিত হইতেছে। তখন আস্তীক কহিলেন, আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব। আস্তীক এইরূপ আশ্বাসবচনে বাসুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণপূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যকল্প ও অগ্নিকল্প সদস্যগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তপোধন তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই স্থানে

প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ-ভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:•:—

আস্তীক কহিলেন,—হে ভারতবংশাবতংস! চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আপনকার এই সর্পসত্র তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয়রাজা, শশবিন্দুরাজা, বৈশ্রবণ, নৃগরাজা, অজমীঢ়রাজা এবং রামরাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনকার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনকার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্র করিয়াছিলেন, সেই সত্রে তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কর্ম্ম করেন; আপনকার এই সর্পসত্রও তদনুরূপ হইয়াছে। কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

আপনার যজ্ঞানুষ্ঠাতা এই সকল সূর্য্যসমতেজাঃ মহর্ষিগণ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তাদিগের সদৃশ, ইহাঁদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অতি দুষ্কর, ইহাঁদিগকে দান করিলে অক্ষয় হয়। আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইহাঁর সমান লোক ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না, ইহাঁরই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন।

আপনকার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনকার সমান প্রজাপালনকর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিস্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি খট্টাঙ্গ, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ, মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়মহত্ত্ব, বশিষ্ঠের ন্যায় জিতক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, ঔর্ব্বত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তদ্রূপ যাগাদি সৎক্রিয়ার পথ প্রদর্শক। মহারাজ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণপ্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রামাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন। আস্তীক এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:•:—

জনমেজয় কহিলেন,—ইনি বালক; কিন্তু ইহাঁর যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি, তাহাতে বালক বলিয়া কোনক্রমেই প্রতীতি হয় না। যাহা হউক, আমি ইহাঁর অভিলষিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয়? সদস্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই পাইতে পারেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞাঙ্গনে উপস্থিত হইল না। তখন জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপ-

স্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান্ হউন। ঋত্বিগ্‌গণ উত্তর করিলেন, আমরা শাস্ত্রপ্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন,—রাজন্! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, "তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।" রাজা সূতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন,—মহাশয়! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন। হোতা তদনুসারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবতারা স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘমালা, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুকায়িত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর। হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবামাত্র নাগেন্দ্র কম্পিতকলেবর হইয়া ইন্দ্র সমভিব্যাহারে আকাশপথে উপস্থিত হইল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিগ্‌গণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশম্বদ হইয়াছে। বোধ হয়, ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, সেই পন্নগেন্দ্র আমাদিগের মন্ত্রপ্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিতকলেবরে স্বর্গ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে।

অতএব আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন। রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণকুমার! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আস্তীক কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর করিলেন,—আপনি সুবর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইতে পারিব না। আস্তীক কহিলেন,—মহারাজ! আমি সুবর্ণ, রজত, গো অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই। মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে আসিয়াছি। অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজত সুবর্ণাদি লইয়া কি করিব। আস্তীকের এইরূপ অতর্কিতচর বরপ্রার্থনায় রাজা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বরান্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন! যে সকল সর্প সর্পসত্রে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে। তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিষোল্বণ প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কাল-

দন্তক, ইহারা বাসুকির পুত্র; এই সকল সর্প এবং বাসুকির কুলজাত মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প মাতৃশাপে দগ্ধ হইয়াছে। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, ইহারা তক্ষকের বংশজাত; এই সকল বিষধর প্রদীপ্ত দহনে দগ্ধ হইয়াছে। পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃষ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতকুলে জাত; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতরাতক, কৌরবকুলোৎপন্ন এই সকল সর্প ভস্মসাৎ হইয়াছে। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, পিণ্ডাকর, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক; পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুলজাত এই সকল নাগগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত ইহাদিগের পুত্র পৌত্রের নাম করিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতিরিক্ত ত্রিশিরাঃ, সপ্তশিরাঃ, দশমুণ্ড, মহাবেগমান্, পর্ব্বতাকার, যোজনবিস্তীর্ণ, দ্বিযোজনবিস্তীর্ণ, কামবল, কামরূপী, অতি ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার মহাবিষ বিষধরগণ প্রজাপতির শাপদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া অনবরত প্রদীপ্ত দহনে দেহত্যাগ করিয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অধুনা আস্তীকের আর এক অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করুন। দেবরাজহস্ত হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস সূতনন্দন! বল দেখি, তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিপ্রগণের মন্ত্রবলে হোমানলে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন,—মহাশয়! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজাঃ মহর্ষি আস্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার (তিষ্ঠ তিষ্ঠ) এই বাক্য বলিয়াছিলেন।

তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কাল-যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা সদস্যগণের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া আস্তীককে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ্ হউক, আস্তীক ঋষি প্রসন্ন হউন এবং সেই সূতবাক্য সত্য হউক। আস্তীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল। রাজা প্রীতমনে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্ব্বে যে লোহিতাক্ষ সূত "এক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায়স্বরূপ হইবেন" এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত স্নান করিলেন। পরিশেষে অশন বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণকালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—মহাশয়! আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।

আস্তীক অতি মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার-পূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদিগের কুশল সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! অদ্য তুমি আমাদিগের জীবন দান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তাহারা ভূয়ো ভূয়ো বলিতে লাগিল,—বৎস! আমরা তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব।

আস্তীক কহিলেন,—যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথের নাম স্মরণ করিবেন কিম্বা (যে আস্তীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি,—হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীকের বচন স্মরণ কর, যে

সর্প আস্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে ;) এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না। সর্পেরা প্রসন্নমনে আস্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন,—হে ভাগিনেয় ! আমরা কদাচ তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না। সূত শৌনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আস্তীক সমাগত নাগেন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। হে ভৃগূত্তম ! আপনকার পূর্ব্বজ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুরুর কৌতুক নিবৃত্তির নিমিত্ত আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিলাম। এই পুণ্যবর্দ্ধক আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্পভয় বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার হয় এবং পবিত্র ধর্ম্মলাভ হয়।

আস্তীকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আদিবংশাবতরণিকা।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

—:•:—

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন ! ভৃগুবংশ বর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয় উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিলে এক্ষণে সেই অতি বিস্তীর্ণ সর্পযজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানন্তর সদস্যমণ্ডলী প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—সর্পসত্রে দৈনন্দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যাবকাশে দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। শৌনক কহিলেন,—ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয়কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগানস্বরূপ মহাভারত নামে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে সূতপুত্র ! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম, তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; অতএব সেই বিশুদ্ধাত্মা

মহর্ষি মনঃসাগরসমুদ্ভূত অমৃতনির্ব্বিশেষ মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন কর। তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে মুনিবর! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্ত্তন করিতেছি। উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

—:*:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে যাগক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও রোষ দ্বারা যাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যিনি এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশরক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকবিশ্রুত মহাকবি ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ দর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক রাজগণ ও সদস্যগণে পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনমেজয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সত্বর উত্থিত হইয়া অতি প্রীতমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক উপবেশনার্থ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জনমেজয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিয়া দিলেন। মহর্ষি তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তিসহকারে পূজাবিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময় প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিলেন।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের যাবতীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদিগের পরস্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম ঘটনার কারণ কি ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। বেদব্যাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন,—বৎস বৈশম্পায়ন! তুমি আমার নিকট কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর। বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে রাজা, সদস্য ও অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদাদিঘটিত অতি প্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

—০—

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্‌গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তনবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি ; অতএব ভারতকথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে মহারাজ! রাজ্যলাভপ্রযুক্ত কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্বভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকালমধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতি লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়াপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূরকর্ম্মা কর্ণ ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাঁরা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শ-

ক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ্ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহবাসের আদেশ দিলেন; তাঁহারা এক বৎসরকাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিতমনে রজনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রমপ্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে

ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারি-বেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালদেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীলাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন,—তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণ সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্ ও সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চ-পাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞা-ক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতি-লাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেব সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান

করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চনমণ্ডিত ও পরম রমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়নির্ম্মিত সভার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষে যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতি বিচিত্র চরিত্র সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর। পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশুদ্ধ চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি, সে কারণ সামান্য কারণ নহে। আর তাঁহারা নিরপরাধী ও প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি কারণে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিত হইয়াও কেন ক্রোধ-চক্ষুঃ দ্বারা সেই দুরাত্মা কৌরবদিগকে ভস্মাবশেষ করিলেন না? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতে আসক্ত হয়েন, তখন ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না? কি প্রকারেই বা অর্জ্জুন একাকী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের

সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন? হে তপোধন! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ; অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দ্দেশ করুন, আমি আপনকার নিকট উহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিব। সত্যবতীপুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন। বেদব্যাসপ্রণীত এই পরম পবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ। মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে অর্থ ও কামবিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতৎশ্রবণে পরিনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি জন্মে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দানশীল, সত্যস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ ও অকৃপণ ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন। শ্রোতা অতি নিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে। বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্য লাভ ও শত্রু পরাজয় করিতে পারেন। যদি কোন যুবা রাজা মহিষীর সহিত এই পুত্রফলপ্রদ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বীরপুত্র বা রাজ্যভাগিনী কন্যা জন্মে। মহর্ষি বেদব্যাসরচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। এক ব্যক্তি বক্তা ও অন্যে ইহার শ্রোতা হয়েন। শ্রোতাদিগের পুত্র পৌত্রেরাও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং ভৃত্যেরা প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে। যে নর মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া এই ভরতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোক ভয় নিবারণ হয়। বেদব্যাস স্বগ্রন্থে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইহা অতি বিচিত্র ও

পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোত্রযুগল চরিতার্থ হয়। যে মানব জীবলোকে পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধর্ম্ম লাভ করেন। যিনি অতি পূতমনে সর্ব্বলোকপ্রখ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বংশপরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারিমাস মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ও দেবী পার্ব্বতীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টিস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি লোকদিগের ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপনাশ ও নিত্যকাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভারতের অন্ততঃ একচরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে পিতৃলোক অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অহোরাত্রে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ সঞ্চিত হয়, মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ভরতবংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের সমুদায় সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়। এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে শ্রোতা মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন, অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই অপূর্ব্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ করান ও যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যে নর ধর্ম্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় ও চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু যেমন রত্না-

কর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহুবিধ সুচারু শব্দে অলঙ্কৃত এই রমণীয়তর মহাভারতও এক অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অর্থীদিগকে এই শ্রবণসুখকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার সসাগরা পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়। মহারাজ! পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

—:০:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া সান্ত্ববাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন,—মহারাজ! যাহাতে পৃথিবীমধ্যে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন,—হে নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর; এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্ব্বরাক্ষেত্রবিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্যসম্পন্ন, তুমি সেই দেবমাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ! চেদিদেশ প্রভৃত ধনরত্নাদিবিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দদিগকে

ভারবাহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ! ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিক-নির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার ন্যায় গগন-মার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনাম্নী অম্লান-পঙ্কজা মালা অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রামকালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রীতি বিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণুযষ্টি প্রদান করিলেন। সম্বৎসর অতীত হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন। পরদিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। তদবধি অন্যান্য ক্ষিতি-পালেরাও তন্নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইন্দ্র বসুরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, মহারাজ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে, তাহাতে আমি পরম প্রীতি লাভ করি-লাম। এক্ষণে কহিতেছি, যে সকল রাজা আমার প্রীত্যুদ্দেশে এই উৎসব করিবেন বা অন্যদ্বারা এই উৎসব করাইবেন, তাঁহাদিগের রাজ্যে ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে এবং তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদা সন্তোষে থাকিবে। হে মহারাজ! এইরূপে বসুরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কথন দ্বারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক সম্মা-নিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ! বসুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি

মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইহাঁর নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। অমিতপরাক্রমশালী বসু-রাজার এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে যিনি যে দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চভূপতির পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বসুরাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সেই স্ফটি-কনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশ পথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করি-তেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হই-য়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামান্ধ হইয়া স্রোতস্বতী সম্ভোগাভি-লাষী হওয়াতে বসুরাজ তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়াছিলেন। রাজার পাদপ্রহারে পর্ব্বতবর বিদীর্ণ হইল। অতি বেগবতী স্রোতস্বতী শুক্তিমতী সেই প্রহারমার্গ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল। নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিল। বসুপ্রদ বসুরাজ সেই পুত্রকে আপন সৈন্যাধিকারে নিয়োগপূর্ব্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন। গিরিবালা গিরিকা ঋতু-স্নাতা ও শুচি হইয়া সন্তান বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল। দৈবযোগে সে দিবস রাজার পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতি-পথে সতত জাগরূক ছিলেন। রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চুত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জ্জুন প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত; কোকিলালাপ মুখরিত; মধুমত্ত মধুকরের ঝঙ্কারে সঙ্কুলিত; চৈত্ররথতুল্য মনোহর এক কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গিরিকা-বিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দ্দান্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকসিত অশোক তরু অবলোকন করিলেন। তিনি সেই তরুমূলে সুখাসীন হইয়া বায়ু সেবন দ্বারা অতিশয় আহ্লা-

দিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার রেতস্খলন হইল। রেতঃ নিতান্ত নিষ্ফল না হয়, এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রেতঃ বিফল না হয়, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বীজ শোধন করিয়া সমীপবর্ত্তী অতি দ্রুতগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন,—হে সৌম্য ! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল; অতএব তুমি অতিসত্বর আমার এই রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর।

বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে আর একটি শ্যেন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডাগ্রে স্থিত শুক্র দেখিয়া আমিষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিকট আসিল এবং মাংসখণ্ড বলপূর্ব্বক লইব এই ভাবিয়া তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল। তথায় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরাঃ ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মৎস্যরূপা অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেনতুণ্ডপরিভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজ ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎস্যীকে জালে বদ্ধ করিল। অনন্তর তাহার উদরা-ভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্ভূত হইল মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপালসমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল,—"মহারাজ ! এক মৎস্যীর গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে।" উপরিচর রাজা সেই মৎস্যীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই মৎস্যীপুত্র পরম ধার্ম্মিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাপ-প্রদানকালে ভগবান্ ইন্দ্র অপ্সরাঃ অদ্রিকাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অপ্সরাঃ মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বাকার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মৎস্যীগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশ-ক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল। মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্য-গন্ধা হইয়াছিল; ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত।

একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনিজনমনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র

মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। সে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন; এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা দৃষ্টে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল,—ভগবন্! আমি পিতার অধীন; অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই; আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেই বা লোকসমাজে জীবনধারণ করিব? হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন। পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন,—হে ভীরু! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর; আমার প্রসন্নতা কখনই নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিল, আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক। ঋষি "তথাস্তু" বলিয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীবরকন্যা অভীষ্ট বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল। তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল; লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ পাইত; এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রভূততেজাঃ পরাশরপুত্র মাতৃনিদেশক্রমে তপস্যায় অভিনিবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন,—মাতঃ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব। এইরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি যমুনা দ্বীপে জন্মেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকূলতাপ্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত

অধ্যয়ন করান ; তাঁহারাই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করেন।

মহাবীর্য্য মহাযশাঃ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অষ্টবসুর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অণীমাণ্ডব্য নামক এক মহর্ষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। সেই বেদবেত্তা মহাযশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হয়েন। তিনি শূলারোপণকালে ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন,—হে ধর্ম্ম! আমি শৈশবকালে ইষীকাস্ত্র দ্বারা এক শকুন্তিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; তদ্ভিন্ন আর কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই। কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা কি আমার সেই পাপের শান্তি হয় নাই? অন্যান্য প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বধ গুরুতর পাতক। হে ধর্ম্ম! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে উদ্যত হওয়াতে এক্ষণে তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে ; অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্ম তদীয় শাপপ্রভাবে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন ; সূত গবল্গণ হইতে মুনিতুল্য সঞ্জয় সঞ্জাত হয়েন। কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বলোকপূজিত,জগৎকর্ত্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েন। লোকে যাঁহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভব, প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্বগুণ-সম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষর, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই সর্ব্বভূতপিতামহ ধর্ম্মসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েন। অস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা,সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। এক দ্রোণিতে অর্থাৎ কুম্ভে উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়; তাহা-তেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল। অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ, শরৎ-কালীন শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতমের রেতঃ হইতে উদ্ভূত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রভূতপরাক্রমশালী প্রদীপ্ত অনলসম তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভূত হয়েন। ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী গুণবতী

দ্রৌপদীও জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবলের জন্ম হইল। গান্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে এক পুত্র ও দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল। কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধার্ম্মিক হইয়াছিল; রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রযোনিতে ধর্ম্মার্থ-বেত্তা ধীমান্ বিদুর জন্মিলেন। পাণ্ডু রাজার দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয় হইতে অতি রূপবান্ যমজ নকুল ও সহদেব। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন; ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে এবং তাঁহার যুযুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তদনন্তর দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুত্র, যুযুৎসু এই একাদশ মহারথ জন্মিয়া-ছিলেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র। এক দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ, ভীমসেনের ঔরসে সূতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন এই পঞ্চপুত্র জন্মে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডীনাম্নী এক কন্যা জন্মে; স্থূল নামে এক যক্ষ আপন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শত সহস্র রাজা সংগ্রামবাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অসংখ্য রাজগণের নাম অযুতবর্ষেও নির্দ্দেশ করা দুষ্কর; অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

—:•:—

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্ত্তন করি-লেন এবং যাঁহাদিগের নাম অকীর্ত্তিত রহিল, তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! সেই মহারথ দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত

এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্য দেবতারাও জানেন কি না, সন্দেহ। এক্ষণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন। পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় করিলে ক্ষত্রিয় রমণীগণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয়কুলকামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন; কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে তাঁহাদিগের সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথা-কালে সাতিশয় বীর্য্যবান্ পুত্র ও কন্যা সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্ষত্রিয়বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা সম্ভোগ করিত; কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্ব্যাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘ-কাল জীবিত থাকে। ক্ষত্রিয়েরা পর্ব্বতবনসমাকীর্ণা এই সসাগরা পৃথ্বীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্র-বৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধানে তৎপর হইলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতাপ্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরি-গ্রহ করিত না। এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবি প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্রসন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষি কর্ম্ম করিত। দুর্ব্বল গো সকলকে ভারবাহনকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া

তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সত্বে কেহ গো দোহন করিত না। বণিকেরা কূট পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারতৎপর ছিল। তৎকালে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ ও ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরুমণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।

মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরেরা জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা সুরগণকর্ত্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। তাহারা ভূলোকে দেবতুল্য প্রভাব অভিলাষ করিয়া গো, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। জাত ও জায়মান অসুরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল। অনন্তর দনুর ঔরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অসুর জন্মিল। প্রবলপরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত মদোৎসিক্ত দানবেরা এইরূপে সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিত। হে মহারাজ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সসাগরা সপর্ব্বতা ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বসুমতী নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ধরণী তথায় উপনীত হইয়া মহানুভাব দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত, অবিনাশী, সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সম্মুখীনা হইয়া প্রণাম করিলেন। শরণার্থিনী অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে ব্রহ্মাকে আত্মসংবাদ নিবেদন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামি ভগবান্ ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বেই ভূমির অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন; বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা সর্ব্বদা সকল লোকের মনোমন্দিরে জাগরূপ আছেন; সুতরাং তাঁহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তখন তিনি পৃথ্বীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বসুন্ধরে! তুমি যে

কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ্ নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব। এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা ভূমির ভার হরণ ও অসুরদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তোমরা নরলোকে যাইয়া উদ্ভূত হও। সুরগুরু ব্রহ্মার এই হিতকর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভার হরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন।

আদিবংশাবতরণিকা সমাপ্ত।

সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দেবগণ অসুরবিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে, কেহ বা রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও নরমাংসলোলুপ অন্যান্য জন্তুগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মানব ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি; অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া সুরাসুর প্রভৃতির জন্মমরণবৃত্তান্ত সবিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ছয়

মানস পুত্র জন্মেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। ইহাঁদের গর্ভে কশ্যপের মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন! অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ; দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুত্র; প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল; ইহাঁরা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রহ্লাদের তিন পুত্র; বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি; ইনি ভুবনবিশ্রুত ছিলেন। বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণ; ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন। প্রথম, রাজা, বিপ্রচিত্তি, মহাযশাঃ, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানবন, অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ এই চত্বারিংশৎ পুত্র দনুর গর্ভে জন্মে। একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শত্রুতপন, শঠ, গরিষ্ঠ, চবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব এই দশ দানবের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য। চন্দ্রার্কবিদ্বেষী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রমর্দ্দন এই কয়েকটি পুত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহিকা ক্রূরস্বভাবা ছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ক্রোধপরবশ, ক্রূরকর্ম্মা ও অরিমর্দ্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। দনায়ুর চারি পুত্র; বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শত্রু প্রভৃতি শমনসদৃশ প্রহর্ত্তা দানবেরা কালার পুত্র; ইহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও অরিমর্দ্দন ছিলেন। ঋষিপুত্র শুক্র অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন। শুক্রের চারি পুত্র; ত্বষ্টাধর, অত্রি এবং অপর দুইজন। ইহাঁরা চারি জনেই সূর্য্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিলেন। ইহাঁরাই অসুরগণের যাজনক্রিয়া সমাধা করিতেন। হে রাজন্!

পুরাণে যেরূপ শ্রুত আছে, তদনুসারে দেবাসুরগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম; কিন্তু যে যে দেবতা বা দানবের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য। অশেষরূপে তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুঃসাধ্য। তার্ক্ষ্য, রিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি ইহাঁরা বিনতার পুত্র। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক ইহারা কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ এই ষোড়শ পুত্র মুনির গর্ভে জন্মেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী এই কয়েকটি কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কথিত আছে, মহাভাগা প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অপ্সরোবংশে সমুৎপন্ন হন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়েকটী কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন্! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই শ্রবণানন্দদায়ক সর্ব্বপ্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অন্যকে শুনায়, তাহার আয়ু, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে নিয়ম পূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহার ইহকালে ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদ্গতি লাভ হয়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতি বীর্য্যবান্ ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ্, অহি, বুধ্য, পিণাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ স্থাণুর

জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ। (আদি পর্ব্ব।)

এই একাদশ পুত্র; ইহাঁদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে। অঙ্গিরার তিন পুত্র; বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর্ত্ত; ইহাঁরা সর্ব্বলোকবিখ্যাত। হে নরনাথ! শ্রুত আছে, অত্রির অনেক পুত্র; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণাবলম্বী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ, ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী সূর্য্যসহচারী ত্রিভুবনবিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। হে ধরানাথ! শান্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ ভগবান্ দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহর্ষি দক্ষ ঐ ভার্য্যার গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। মহর্ষির পুত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে সাতাইশটি বেদবিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্ম, চন্দ্র ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী। লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটি চন্দ্রের ভার্য্যা। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রজাপতি। ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্ট বসু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। ইহাঁদের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধূম্রার গর্ভে জন্মেন; সোম মনস্বিনীর গর্ভে, অহঃ রতার গর্ভে, অনিল শ্বাসার গর্ভে, অনল শাণ্ডিল্যার গর্ভে, প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধরের দুই পুত্র; দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চাঃ, যদ্দ্বারা লোক বর্চ্চস্বী হয়। শিশির, প্রাণ ও রমণ ইহাঁরা মনোহরার পুত্র। জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইহাঁরা অহের ঔরসে জন্মেন। শরবনবাসী শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুত্র। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিন জন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ। কুমার কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে অনিলের দুই পুত্র জন্মে। দেবল ঋষি প্রত্যূষের পুত্র। দেবলের দুই পুত্র,

তাঁহারা সাতিশয় ক্ষমাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইহাঁর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্ব শিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদায় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বলোকসুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নরকলেবর ধারণ পুরঃসর ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ধর্ম্মের তিন পুত্র; শম, কাম ও হর্ষ। শমের পত্নী প্রাপ্তি, কামের স্ত্রী রতি ও হর্ষের ভার্য্যা নন্দা; ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। ঘোটকীরূপধারিণী ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী। ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। হে রাজন্! মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন; অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে।

অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুত্র জন্মেন। সর্ব্বজগৎপালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ। রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে ইহাঁদের বংশাবলী, পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইহাঁরা আদিত্য মধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ, যাবতীয় ওষধি ও সমস্ত পশুগণ দেবতামধ্যে পরিগণিত। লোকে আনুপূর্ব্বিক ইহাঁদের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থে বর্ষাবর্ষ ও ভয়াবহ বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু। তিনি যোগক্ষেম সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে, ভগবান্ ভৃগু চ্যবন নামে আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি স্বীয় জননীর দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ক্রোধভরে গর্ভ হইতে বহির্গত হয়েন। মনুর কন্যা আরুষী বিচক্ষণ চ্যবনের ভার্য্যা।

আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব নামে এক পুত্র নির্গত হয়েন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশয় তেজঃশালী, মহাবল পরাক্রান্ত ও নানাগুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র। রাম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ক্ষত্রিয়কুলান্তক। ঔর্ব্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি এক শত পুত্র। সেই শত পুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুত্র আছেন; পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী। আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস পুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা শুক্রাদেবী; তাঁহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে। অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূতনাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা নির্ঋতি, নির্ঋতির গর্ভে রাক্ষসগণের জন্ম হয়; এই নিমিত্ত উহারা নৈর্ঋত নামে বিখ্যাত। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র; ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর পুত্রকলত্র কিছুই নাই। তাম্রা দেবী সর্ব্বলোকবিশ্রুতা কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেন, ভাসীর গর্ভে ভাস ও গৃধ্র; লোকবিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক্ এবং যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণযুক্তা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনাঃ, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্ব্বলক্ষণোপেতা সুরমা এই নয় কন্যা ক্রোধ হইতে জন্মে। হে নরোত্তম! মৃগ সমুদায় মৃগীর পুত্র। ভল্লুক ও ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমনাঃ হইতে মহাগজ দেবনাগ ঐরাবত সমুৎপন্ন হয়েন। বলশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মে। গোলাঙ্গুল নামে যে বানরবিশেষ, তাহারাও হরী হইতে সমুৎপন্ন। মহাসত্ত্ব সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপিগণ শার্দ্দূলীগর্ভসম্ভূত। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও শ্বেতাখ্য দ্রুতগতি দিগ্‌গজ শ্বেতা হইতে জন্মে। হে মহারাজ! সুশীলা রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্ব্বী সুরভির কন্যা। বিমলা, অমলা এবং গো সমুদায় রোহিণী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধর্ব্বীর পুত্র; অমলা হইতে পিণ্ডফল, সপ্তবৃক্ষ ও শুকীনাম্নী কন্যা সমুৎপন্ন হয়। সুরসা হইতে কঙ্ক পক্ষীর উৎপত্তি। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুঃ নামে দুই

মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। হে ধীমন্! সমস্ত মহৎ প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে লোক পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে ও চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন,—হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জীবগণ কি উদ্দেশে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন, এই সমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মনুষ্যলোকে যে যে দেবগণ ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রে তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি নামে যে দানবেন্দ্র ছিলেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হয়েন। হিরণ্যকশিপু নামে যে দিতির পুত্র, তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হয়েন। প্রহ্লাদের অনুজভ্রাতা সংহ্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লিক দেশের অধীশ্বর হয়েন। অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অনুজ নরলোকে জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হয়েন। শিবি নামে দিতিপুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুমনামে বিখ্যাত হয়েন। বাস্কলনামা অসুররাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হয়েন। অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকেয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। কেতুমান্ নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতৌজাঃ নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হয়েন। স্বর্ভানু নামা সুবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি নৃশংস ভূপতি হয়েন। ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাসুর অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হয়েন; ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন; কোন ব্যক্তি কখন ইহাঁকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অশ্বপতি নামে অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হার্দ্দিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত হয়েন। বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত মহাসুর দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামা ভূপতি হয়েন। বৃষপর্ব্বার অনুজ অজক, শাল্ব নামে

সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন। যে বীর্য্যবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। সূক্ষ্ম নামে অসুর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন। দানবেন্দ্র তুহুণ্ড সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন। ইযুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে প্রভূত প্রতাপশালী নরপতি হয়েন। একচক্র নামা যে মহাসুর ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্ধ্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণী ভূতলে জন্মিয়া চিত্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। শত্রুপক্ষক্ষয়কারী সুহরনামা দানব অবনীতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক নামে ভূপতি হয়েন। নিচন্দ্র নামে পরম সুন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন। নিকুম্ভ নামে যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন। শরভ নামা মহাদানব রাজর্ষি পৌরব নামে বিখ্যাত হয়েন। কুপথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ক্রম নামে মহাসুর ধরাতলে জন্মিয়া পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন; ইহাঁর কলেবর সুমেরু পর্ব্বতের সদৃশ ছিল। শলভ নামে মহাসুর বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন। চন্দ্রসদৃশ রূপবান্ চন্দ্রনামক অসুর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাম্বোজদেশাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। মৃতপা নামে দানবেন্দ্র ভূতলে পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হয়েন। গরিষ্ঠ নামে ত্রিভুবনবিখ্যাত মহাবলপরাক্রান্ত মহাসুর নরলোকে দ্রুমসেন নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ময়ূরনামা শ্রীমান্ মহাসুর ধরাতলে বিশ্ব নামে ভূপতি হয়েন। সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকীর্ত্তি নামে মহীপাল হয়েন। অসুরপ্রধান চন্দ্রহন্তা, রাজর্ষি শুনকনামে বিখ্যাত হয়েন। যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন। দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। চন্দ্রসূর্য্যমর্দনকারী যে ক্রূর গ্রহ সিংহিকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অনায়ুর চারিপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষর নামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাপতি হয়েন। দ্বিতীয়, পাণ্ড্যরাষ্ট্রাধিপ

নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। বলীন নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূতলে পৌণ্ড্র-মৎস্যক নামে ভূপতি হয়েন। মহাসুর বৃত্র রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রথিত হয়েন। মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডাধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। কালেয়দিগের ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালী যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মগধ দেশে জয়ৎসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। দ্বিতীয়, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন; তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন। মহাতেজাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহামায়াবী তৃতীয়, নিষাদদেশের অধিপতি হয়েন। চতুর্থ, শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। পঞ্চম, মহৌজাঃ নামে শত্রুকুলান্তক নৃপতি হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ষষ্ঠ, মহাসুর অভীরু নামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন। সপ্তম, সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সমুদ্রাসন নামে নরপতি হয়েন। কালেয়দিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে সর্ব্বলোকহিতৈষী পরমধার্ম্মিক ভূপতি হয়েন। কুক্ষিনামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর ক্ষিতিতলে পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ইহাঁর কলেবর কাঞ্চন পর্ব্বতের সমান ছিল। মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাসুর ক্রথন সূর্য্যাক্ষ নামে বিখ্যাত হয়েন। সূর্য্যনামে পরম সুন্দর মহাসুর বাহ্লীক দেশে দরদ নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন। হে রাজন্! গণ নামে যে ক্রুদ্ধস্বভাব দানবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবলপরাক্রান্ত মহীপতি মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীচক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষক, ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান ও ঈশ্বর; এই সমস্ত মহাবীর্য্য মহাযশাঃ ভূপতিগণ ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কালনেমি উগ্রসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কংশ নামে বিখ্যাত হয়েন। দেবরাজ তুল্য দেবক নামে দানব ধরাতলে গন্ধর্ব্বপতি নামক প্রধান ভূপতি হয়েন।

হে ভরতকুলতিলক! পবিত্রকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজবংশাবতংশ অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য জন্মেন। এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্বি-

তীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধনুর্ব্বেদে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজনের সমষ্টিভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বত্থামার জন্ম হয়। অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের আদেশানুসারে শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ; ইঁনি কুরুকুলের অভয়প্রদ, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, সদ্বক্তা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃপনামে বিখ্যাত হয়েন, তিনি একাদশ রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুলান্তক মহাবীর শকুনি দ্বাপ-রের অংশে জন্মেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ অরাতিকুলনাশক বৃষ্ণিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি দ্রুপদ, ক্ষত্রিয়সত্তম নরনাথ কৃতবর্ম্মা ও পররাজ্যপ্রপীড়ক শত্রুনাশক ভূপতি বিরাট এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। অরিষ্টার পুত্র হংস কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের রাজা হয়েন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়-নের কোপে জন্মান্ধ হয়েন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রিমুনির পুত্র। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পাপাশয়, ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সমস্ত জগতের বিদ্বেষাস্পদ এবং যিনি জীবমাত্রের সংহারকর্ত্তা, তিনিই দুর্য্যোধনরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দুর্য্যোধন হইতেই ভয়ঙ্কর বৈরাগ্নি উত্তেজিত হয়। পৌলস্ত্যেরা দুর্য্যোধনের ভ্রাতারূপে জন্মেন। দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের শতভ্রাতা। ইহাঁরাও অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা। এই শত পুত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত অপর এক পুত্র জন্মেন; তাঁহার নাম যুযুৎসু।

জনমেজয় কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ও তাঁহারা কাহার পর কে জন্মেন, আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ,

দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুকর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়কর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধণ, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডাধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, আলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢোরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ ও চিত্রক; এই একশত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তন করিলাম; ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, রাজনীতিপারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং সকলেই স্বস্বানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অনুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হে নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে এবং সর্ব্বভূতমনোহর অপ্রতিমরূপশালী নকুল এবং সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন। সুবিখ্যাত সোমতনয় বর্চ্চাঃ অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্চ্চার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ সোম দেবগণকে কহিলেন,—হে দেবগণ! এই পুত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর; অতএব ইহাঁকে দিতে আমি সম্মত নহি। তবে যদি তোমরা এই নিয়ম কর, তাহা হইলে প্রিয়পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। অসুরবধ কেবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদিগেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাঁকে দিতে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু এই বর্চ্চাঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না। হে অমরগণ! ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডু রাজার অর্জ্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুত্র জন্মিবেন, বর্চ্চাঃ তাঁহারই পুত্র হইয়া পৃথ্বীতলে

জন্মগ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথগণনায় পরিগণিত হইয়া ষোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। হে দেবগণ! তোমরা অংশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অসুরনিপাত করিবে, ইহাঁর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতি-পূর্ব্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; কিন্তু সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রব্যূহ সংস্থাপন করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার এই পুত্র সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমুখ করিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দিনার্দ্ধভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতি-রথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষপক্ষীয় চতুর্থাংশ সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে দিবসাবসানসময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন। অভিমন্যুরূপী মদীয় পুত্রের যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রনষ্টপ্রায় ভারতবংশের পুনরুদ্ধার করিবে। দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। হে নরনাথ! তোমার পিতামহ এইরূপে অবণীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে জন্মেন। স্ত্রীপূর্ব্বনামা রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হন। দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চপুত্র জন্মেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে প্রতি-বিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুনের ঔরসে, শতানীক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশাবতংস শূরনামক রাজা বসুদেবের পিতা। তাঁহার পৃথা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। শূর স্বীয় পিতৃস্বস্রীয়পুত্র অনপত্য কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।" তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্ব্বাগ্রজাতা কন্যাটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তীভোজের গৃহে শশাঙ্ককলার ন্যায় দিন দিন পরি-বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকি-তেন। একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর দুর্ব্বাসা কুন্তীভোজের আলয়ে আতীথ্য স্বীকার করেন। অতিথিসৎকারনিপুণা পৃথা সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। মুনিবর পৃথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—বৎসে! এই মন্ত্র দ্বারা

তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিবেন। দুর্ব্বাসা বিদায় হইলে কুমারী পৃথা বালাসুলভ চপলতা প্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পৃথাসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। সেই গর্ভ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ বিচিত্রকুণ্ডলধারী কবচী সূর্য্যসমতেজস্বী এক পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল। কুন্তী কন্যকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া, লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই সুকুমার নবকুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঐ পুত্রের বসুষেণ নাম দিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। বসুষেণ কিয়দ্দিন মধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও বেদাঙ্গবেত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সত্যপরাক্রম, ধীশক্তিসম্পন্ন বসুষেণ যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন। একদা ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আপন পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বসুষেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্র এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন। তদবধি বসুষেণের নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল। যে মহাত্মা বসুষেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রথিত হইয়া সূতকুলে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে নরনাথ! এই কর্ণকে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন।

হে রাজন্! প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ। মহাবল বলভদ্র শেষনাগের অংশ। মহৌজাঃ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। এইরূপে বসুদেববংশে দেবগণের অংশে বহুতর নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অপ্সরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইন্দ্রের আদেশা-

নুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের পরিগ্রহ হয়েন। রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন। এই কন্যা বেদিমধ্য হইতে বিনির্গত হয়েন। ইনি নাতি-হ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা। ইহাঁর গাত্রে নীলোৎপল গন্ধ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈদুর্য্যমণির ন্যায় ছিল। ইনি পাঁচ প্রধান পুরুষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন। ইহাঁরা পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা। মতিনাম্নী কন্যা সুবলের ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করেন। হে নরনাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসদিগের অংশা-বতার কীর্ত্তন করিলাম। যে সমস্ত সংগ্রামলোলুপ মহাত্মা ভূপতিগণ বিশাল যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ উপ-লক্ষে ধরাতলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও নাম কীর্ত্তন করিলাম। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই পরমোৎকৃষ্ট অংশাবতরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহা-দিগের আয়ুঃ, যশঃ, বংশবর্দ্ধন ও সর্ব্বত্র বিজয়লাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে লোকে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না।

শকুন্তলোপাখ্যান।

—•—

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষস-গণের অংশাবতরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুদিগের বংশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ সন্নিধানে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুলপ্রদীপ! পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদিপুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন।

তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে বর্ণসঙ্কর এবং পরদারনিরত বা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না। তৎকালীন সমস্ত লোকেই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকার কালে ঘনাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, শস্যসকল অতি সুরস হইত এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পশুযূথে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বহস্তে মন্দরপর্ব্বত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্ব্বিধ গদাযুদ্ধে ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজা-রঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণু তুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তত্ত্ববিৎ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুষ্মন্ত কিরূপে শকুন্তলা লাভ করিয়াছিলেন,—এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুষ্মন্ত শত শত হস্ত্যশ্বপরিবৃত ও খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভি-ধ্বনি, রথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বন দ্বারা ঘোরতর কোলাহলধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী, শত্রুহন্তা, ইন্দ্রসদৃশ নরপতির সৈন্যশোভা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং প্রশংসাপূর্ব্বক তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সেই নারায়ণতুল্য পরাক্রমশালী দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর

গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহনবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই অরণ্য বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্ব্বতভ্রষ্ট অনল্প পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্রজন্তু দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ বন বহুযোজন বিস্তৃত; কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধ দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন। দূরস্থ মৃগগণকে বাণদ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন সসৈন্য রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পলায়নবেগ জন্য ক্ষুৎপিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদীমধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ বা তরুতলে পতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্নিপ্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত হত পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐরাবততুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজযূথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত মোক্ষণ ও শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শুণ্ডাগ্র সঙ্কোচ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণবিয়োগ করিল। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ অন্য এক পরম রমণীয় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায়ায় আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি

নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লিগণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্পও ছিল না। রাজা বিহগকুলনিনাদিত,বহুবিধ সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত, সর্ব্বর্তুকুসুমাকীর্ণ সুখচ্ছায়া সমাবৃত সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র সুপুষ্পিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে গান করিতে লাগিল এবং পুষ্পভারাবনত তরুপল্লবে মধুলুব্ধ মধুকরগণ সুমধুর স্বরে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রাজা কুসুমিত লতামণ্ডপে সমাকীর্ণ তত্রত্য পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় অহ্লাদিত হইলেন এবং দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখা সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভা সম্পাদন করিতেছে; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, মত্ত বানরযূথ ও কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্পরেণুবাহী সুখস্পর্শ, সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদা বহিতেছে।

এইরূপে রাজা সেই পরমরমণীয় নদীকচ্ছস্থ বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; বালিখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পুষ্পসংস্তরণযুক্ত অগ্নিগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে সংকীর্ণা, পুণ্যোদকা, সুখস্পর্শা মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও শান্তিগুণাবলম্বী। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত অমরলোকসদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী সর্ব্বজীবজননী তুল্যা, পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে; কিন্নরগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছে; বানর ভল্লূকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ করিতেছে; তপোধনগণ নিরন্তর

বেদধ্বনি করিতেছেন এবং মত্তহস্তীযূথ, শার্দ্দূলযূথ ও ভুজগেন্দ্রগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম। মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণ-সেবিত সেই পরম রমণীয় আশ্রম দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। রাজা মালিনী নদী দ্বারা বেষ্টিত, বৈকুণ্ঠধামবৎ সুশোভিত, মত্তময়ূরনাদে নিনাদিত, সেই চৈত্ররথ সদৃশ মহারণ্যের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া অশেষগুণালঙ্কৃত কশ্যপাত্মজ মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে চতুরঙ্গিণী সেনা সংস্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—আমি ভগবান্ কণ্ব তপোধনকে দর্শন করিতে চলিলাম; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে; কোন স্থানে বিহগকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে উদাত্তাদিস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন; কোন স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন; স্থানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়,অথর্ব্ব-বেদবেত্তা ও সামগাতা সকল পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন; কোথাও বা শব্দসংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকসদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন; কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম, পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, ঊহাপোহসিদ্ধান্তকুশল, দ্রব্য-কর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থ-বোদ্ধা মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। শত্রুহন্তা রাজা দুষ্মন্ত জপহোমপরায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজর্ষি, মহর্ষি কণ্বের সুরক্ষিত

ও বিবিধ গুণযুত সেই আশ্রমপদ যত অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনৌৎসুক্য বাড়িতে লাগিল।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে; মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ, বহির্গত হও। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসীবেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্য বিধানপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এ স্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন, আপনকার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? রাজা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে এস্থানে আসিয়াছি; মহর্ষি কোথায়? কন্যা কহিলেন,—পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী, রূপ-যৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন,—সুন্দরি! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ? আর তুমি কি প্রকারেই বা এরূপ রূপবতী হইয়াছ? তুমি দর্শনমাত্রেই আমার মন হরণ করিয়াছ। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা মধুরস্বরে কহিলেন,—মহারাজ! আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কণ্ব তপোধনের কন্যা; আমার নাম শকুন্তলা। রাজা কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ; ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু ঊর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না; তবে তুমি কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে।

তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেও। শকুন্তলা কহিলেন,—মহারাজ! একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি; বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি কহিয়াছিলেন,—পূর্ব্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকী তাপিতা হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, তপোবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্রত্ব পদ গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া অপ্সরা মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—মেনকে! অপ্সরাদিগের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান; অতএব তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, যাহাতে সেই দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুরবাক্য, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিতে হইবে।

মেনকা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে দেবরাজ! আপনি ত জানেন, ভগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও ক্রুদ্ধস্বভাব। দেখুন, আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও যাঁহার তপস্যা, তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সাহস করিব? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন; যিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; যিনি অভিষেকক্রিয়া সম্পাদনার্থে পরম পবিত্রা অগাধসলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রম সমীপে আনয়ন করিয়াছেন; যাঁহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌষিকী নামে বিখ্যাত আছে; যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয় দান করিয়াছেন; হে বিভো! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইব? আপনি যদি

আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। হে সুরেশ্বর! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি পদাঘাতে মেদিনী প্রকম্পিত করিতে পারেন, যিনি সুমেরু উৎক্ষেপন ও দশ দিক্ আবর্ত্তন করিতে পারেন, আমি কিরূপে সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন প্রজ্বলিত হুতাশনাকার তপোধনকে স্পর্শ করিব? যাঁহার মুখ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশন, যাঁহার অক্ষিতারা মূর্ত্তিমান্ চন্দ্র ও সূর্য্য, যাঁহার জিহ্বা স্বয়ং কৃতান্ত, মাদৃশ লোক কিরূপে সেই মহাত্মাকে স্পর্শ করিবে? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্বদেব, বালিখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাকে ভয় করেন, আমি অবলা হইয়া কিরূপে তাঁহার সমীপে গিয়া ক্রীড়া ও অঙ্গভঙ্গ্যাদি করিব? হে দেবরাজ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই সেই ঋষির নিকটে যাইতে হইবে; কিন্তু আপনি এমত কোন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে আমি তৎসমীপে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি এবং তাঁহা হইতে পরিত্রাণ পাই। হে দেবরাজ! আমি যে সময়ে সেই উগ্রতপাঃ মুনির সমীপে গিয়া ক্রিড়াকৌতুক করিব, তৎকালে বায়ু যেন আমার বসন উড্ডীন করেন, ভগবান্ মন্মথ যেন আমার সহায়তা করেন এবং বন হইতে যেন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া মেনকাবাক্য স্বীকার করিলেন। মেনকাও তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর পিতা সেই ঋষিকে কহিলেন,—ইন্দ্র মেনকার প্রার্থনানুসারে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ু মেনকার সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। বরবর্ণিনী মেনকা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহর্ষি তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংশ করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই; ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। পরে সে সভয় অন্তঃকরণে ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু অবসর বুঝিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মেনকা সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া বসন আনয়নার্থে ক্রুতপদে গমন করিতেছে, এমত সময় অগ্নিসম তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র

তাহাকে তদবস্থান্বিতা দেখিলেন এবং তাহার রূপলাবণ্যদর্শনে কন্দর্পসরে জর্জ্জরিতহৃদয় হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল; সুতরাং সে তাহাতে সম্মতা হইয়া মুনিসন্নিধানে গমন করিল। মহর্ষি তাহাকে পাইয়া তপজপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দিন-যামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মেনকা মুনির সহযোগে গর্ভবতী হইল। অনন্তর মেনকা যথাকালে হিমালয়ের প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিল এবং সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজসভায় প্রস্থান করিল। পক্ষিগণ হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ নির্জ্জন বনে সেই সদ্যোজাত অসহায় কন্যাকে পতিত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। হে তপোধন! আমি সেই সময়ে মালিনীতে স্নান করিতে গমন করি-য়াছিলাম। সেই সদ্যোজাত কন্যাকে নির্জ্জন কাননে পক্ষিগণমধ্যে অধিশয়ানা দেখিয়া আমার হৃদয়ে কারুণ্যরসের উদয় হইল। পরে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলাম; কন্যাটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা রাখিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, শরীরদাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্ন-দাতাকেও পিতা বলা যায়; এই নিমিত্ত শকুন্তলা আমার কন্যা হইয়াছেন। অগর্হিতা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থই পিতা বলিয়া জানেন।

শকুন্তলা রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন,—হে নরনাথ! মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ কহিয়াছিলেন; অতএব আপনিও আমাকে এইরূপে কণ্বের দুহিতা জানুন। আমি স্বীয় পিতাকে জানি না, ভগবান্ কণ্বকেই পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিলাম।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দুষ্মন্ত কহিলেন,—হে কল্যানি! তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝি-লাম, তুমি রাজপুত্রী; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার। এক্ষণে বল,

তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। হে সুন্দরি! আমি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণমালা, বস্ত্র, সুবর্ণকুণ্ডল ও নানাদেশোদ্ভব বিচিত্র মণিরত্নাদি আহরণ করিব এবং অদ্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে; তুমি আমাকে গন্ধর্ব্ববিধানানুসারে বিবাহ কর। গান্ধর্ব্ববিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা কহিলেন,—রাজন্! আমার পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন; আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন; তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। দুষ্মন্ত কহিলেন,—সুন্দরি! তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি; আমার মন অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই প্রেমসলিলে মগ্ন হইয়াছে; আর তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই সর্ব্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মাদি গন্ধর্ব্বান্ত ষট্প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। রাজাদিগের উক্ত ষট্প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষসবিবাহেও অধিকার আছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দেখ, যদি গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মসংযুক্ত হইল, তবে আর শঙ্কার বিষয় কি? এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিধানেই হউক বা রাক্ষসবিধানেই হউক কিম্বা গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস উভয়ের বিমিশ্র বিধানেই হউক, আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর।

শকুন্তলা কহিলেন,—হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা কহিলেন, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং আমার যদি আত্মসমর্পণে প্রভুতা থাকে, তবে আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে। যদ্যপি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সেই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা না করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন,—হে নিতম্বিনি! আমি যথার্থ কহিতেছি, তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব। এই বলিয়া গন্ধর্ব্ববিধানে সেই মরালগামিনী শকুন্তলার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিলেন। রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত এইরূপে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া এবং 'তোমাকে অচিরাৎ লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিব" এই কথা বারম্বার কহিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গমনমার্গে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মহাতপাঃ ভগবান্ কণ্ব এই ব্যাপার জানিতে পারিলে না জানি ক্রোধভরে আমার কি সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে আপন নগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ক্ষণমাত্র পরে মহর্ষি কণ্ব স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিলেন না; তখন মহর্ষি দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার অনুপস্থিতি সময়ে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট হয় নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত। সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জ্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। হে বৎসে! রাজা দুষ্মন্ত অতি মহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা। তুমি সেই মহাত্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সসাগরা ধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে। মুনিবর এইরূপে শকুন্তলার লজ্জাপনোদনপূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং বিশ্রামার্থ সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন,—তাত! আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি; আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব কহিলেন,—বৎসে! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি; এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে পিতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্মপরায়ণ না হন। মহর্ষি কণ্ব তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর বরবর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নিসমতেজস্বী অলৌকিক রূপগুণসম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিনবৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ব বেদবিধানানুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুন্তলাপুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বন্য শ্বাপদগণকে আশ্রম সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন। তদ্দর্শনে কণ্বাশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন,—বৎসে! তোমার পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর তোমার এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শিষ্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। শকুন্তলা দেবকুমার তুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্বশিষ্যগণ রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধান পূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই পুত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে; আপনি কণ্ব মুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদগর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ইহাকে যুবরাজ করুন।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণানন্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাপসি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না।

তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হয় না। কিম্বা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না। অতএব হে দুষ্ট তাপসি! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর। শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাতসদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এক একবার বক্রনয়নে রাজার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন নয়নবিনির্গত ক্রোধাগ্নি দ্বারা রাজাকে একবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পরে ক্রোধ সম্বরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িতনয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতেছ "আমি কিছুই জানি না।" আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী। তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়। তুমি মনে করিতেছ, একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে, মহর্ষি কণ্ব অন্তর্যামী? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ পুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে, আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মনঃ, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম, ইহাঁরা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। পাপ পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি

বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরণীয়া ভার্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? তুমি আমার এই সকল সকরুণ বাক্য কি কিছুই শুনিতেছ না? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, "পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।" পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমৃত পিতামহদিগের উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গলাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হন। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না; কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূর্ব্বে পতির পরোলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হয়। হে মহারাজ! যেহেতু পতি ভার্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। যেমন আদর্শতলে মুখপ্রতিবিম্ব, পুত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াদ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভর্ৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয়

কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন হয় না। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিতকলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে। অতএব হে মহারাজ! স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ। দেখ, ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ড সমুদায় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুত্রকে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, বসন, স্ত্রীগাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়া কি তাদৃশ সুখাস্বাদন করিতে পারে? যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব এই প্রিয়দর্শন পুত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে অরিকুলকালান্তক! তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন; অতএব এই পুত্র সর্ব্বাংশে তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে। হে পুরুবংশাবতংস! যখন এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল, "এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন।" আরও দেখ, পিতা বহুদিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও বদন চুম্বন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। কুমারের জাতকর্ম্মকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তুমিও কোন্ তাহা না জান। "হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্র নামধারী আত্মা; অতএব তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক।" হে রাজন্! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমা হইতে এই পুত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন্! একদা তুমি মৃগয়ায়

গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্বের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ! উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় জন অপ্সরা সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোকনিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অভদ্রা মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শক্রকন্যার ন্যায় তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, যে হেতু বাল্যকালে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এক্ষণে আবার তুমি পতি হইয়াও পরিত্যাগ করিলে! যাহা হউক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, কারণ, আমি এক্ষণেই পিতার আশ্রমে গমন করিব। কিন্তু তোমার স্বীয় ঔরসপুত্র এই সুকুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।

দুষ্মন্ত কহিলেন,—শকুন্তলে! আমি তোমার গর্ভে যে এই পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না; স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী; তাহার মত নির্দ্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্ম্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ, তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইয়া পরমপবিত্র সর্ব্বজনমাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন, তত্রাচ কামপরবশ হইয়াছিলেন। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিবর্গের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংশ্চলীর ন্যায় মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? এই সভাসদগণের সমক্ষে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব রে দুষ্ট তাপসি! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায়? আর তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালেই মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহি-

তেছ, সুনিকৃষ্টা স্বৈরিণী মেনকা তোমার জননী। সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে। আর তুমিও পুংশ্চলীর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছ। তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।

শকুন্তলা কহিলেন;—মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্ব পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া; অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর; রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপ প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খলোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভকথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ, অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধুকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার

নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে; ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তীকেরা কোথায় আছেন! যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,—ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না, সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম; সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে আমার এই পুত্র এই সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই

আকাশবাণী হইল। "মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ, পিতারই পুত্র; পুত্র জনয়িতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে; অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি আপন পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব! ঔরসপুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিয়াছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন; অতএব হে দুষ্মন্ত! এই শকুন্তলাগর্ভসমুদ্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে; অতএব হে রাজন্! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্বীয় পুত্রকে লালনপালন কর। যে হেতু, আমাদিগের উপরোধে তোমার এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্তই ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।"

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্য-বর্গকে কহিলেন,—আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন? আমিও এই কুমা-রকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও কলঙ্কী হইবে, এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অতন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! নির্জ্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈক-দর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভি-ষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম। তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! রাজা দুষ্মন্ত মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রান্নপানাদি দ্বারা পরিতুষ্টা করিলেন এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণ পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন। অনন্তর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অনল্প অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও তোমাদিগের ভারত নামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যান সম্পূর্ণ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে পুণ্যাত্মন্! মহারাজ দুষ্মন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইহাঁদিগের বংশ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। ইহাঁরা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইহাঁদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুস্কর ও যশস্কর। প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষসন্তানগণকে অত্যুৎকৃষ্ট সাঙ্খ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয়! অনন্তর প্রজাসিসৃক্ষু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের দুই পুত্র; বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়,এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ,

ধৃষ্ট,নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা,পৃষধ্রু এবং নাভাগারিষ্ট; মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়েন। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইলা, তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবাঃ মনুষ্যকলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন এবং সমুদ্রপরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভপরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। ইলাপুত্র পুরূরবার উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু বনায়ু এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় এবং অনেবস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভানবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। হে পৃথিবীপাল! ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ পিতৃলোক,দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

হে মহারাজ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্য-শাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। মহারাজ

যযাতি, সর্ব্বদা যাগ, যজ্ঞ এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের শুশ্রূষা করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পুত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবনদ্বারা যুবতিগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর। ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু কহিলেন,—মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। যযাতি কহিলেন,—তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিব। দীর্ঘসত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে; আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি; অতএব হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্য শাসন কর। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব। তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারিজন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু কহিলেন,—মহারাজ! আপনি আমার নবযৌবনসম্পন্ন সুকুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব। পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পূরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন এবং পূরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত রাজা যযাতি, সহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরম সুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানে বিশ্বাচী নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন। কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির

ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি একজন এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়। মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। পরিশেষে পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমিই যথার্থ পুত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে; অতএব তোমার বংশ পৌরব বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে। মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। পরে অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

ষট সপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি পরম দুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে বরণ করেন এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন,—হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জিগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহাঁরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন; সেই সকল পুন-

জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পরে দেবতারা বিষাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে কচ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অমিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর তাহা অপহরণ কর। এই কর্ম্ম করিলে তুমি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক; তুমিই তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানীনাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ হইবে না। দয়া দাক্ষিণ্য সুশীলতাদি গুণে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিবে।

অনন্তর বৃহস্পতিতনয় কচ তথাস্তু বলিয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন। দেবগণপ্রেরিত কচ দ্রুতগমনে তথায় উপনীত হইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন,—মহাশয়! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে বৃত হইলে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন—হে কচ! তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয়; অতএব আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিকারী করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! কচ ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ব্রতকালের অব্যাঘাতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা

দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন। দেবযানীও গীত বাদ্য দ্বারা ব্রতধারী কচের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণ করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত নির্জ্জন কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল। তখন গো সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিবেশনে প্রত্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,—হে পিতঃ! আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিলেন এবং গো সকল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে। আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন,—বৎসে! চিন্তা কি? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এই বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগপূর্ব্বক কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহূত কচ সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া হৃষ্টমনে উপাধ্যায়সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন,—কচ! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কচ উত্তর করিলেন,—হে ভাবিনি! আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভার দ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইত্যবসরে অসুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ। এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করিয়া তদ্দণ্ডে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান পূর্ব্বক পরমসুখে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া শুক্র-

সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন,—হে পিতঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে পুত্রি! বৃহস্পতি পুত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে, আমি সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে বারম্বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অসুরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেবযানী! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার সদৃশী মহিলারা সামান্য মর্ত্ত্যলোকের নিমিত্ত শোকমোহে অভিভূত হন না। দেখ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহার প্রাণ সংহার করিবে। দেবযানী কহিলেন,—বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না। কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব; কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আমি তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন,—নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই বারম্বার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে; দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাল, আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রা-

চার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন,—কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ? কচ কহিলেন,—আপনকার প্রসাদে বলবতী স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। শুক্র কহিলেন,—বৎসে দেবযানি! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণ রক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং কুক্ষি বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে। দেবযানী কহিলেন,—তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত, এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন,—হে বৃহস্পতিপুত্র কচ! যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক, অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না; অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব। কিন্তু বৎস! তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও, এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমাশশাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিলম্বে সিদ্ধবিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যিনি কর্ণে অমৃত নিষেক স্বরূপ মন্ত্র প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতাস্বরূপ স্বীকার করি। কোন্ ব্যক্তি এমত মূঢ় যে, তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট চেষ্টা

করিবে? সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে,সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়। মহানুভাব শুক্র সুরাপানজনিত অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অভিরূপ কচকে সুরা সহকারে উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন,—অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মঘ্ন হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা সংস্থাপন করিলাম। গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন। তপোনিধি এই বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, "অরে নির্ব্বোধ দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন" এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎপরে দানবেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। কচ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ব্রতপরায়ণ কচ গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী কহিলেন,—হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ কহিলেন—হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী। সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না।

দেবযানী কহিলেন,—তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়; কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারম্বার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না। কচ কহিলেন,—হে শুভব্রতে! অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদ্দিন এই স্থলে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর গৃহে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও। দেবযানী কহিলেন,—হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। কচ কহিলেন,—আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি এবং এ বিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই; সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্ষ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম, তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে; ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভি-সম্পাত করিলে, যে তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। ভাল, তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বি-ষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত

দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,—হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পুরন্দর! তোমার বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে শত্রুকুল সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবরতীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন,—রে অসুরকন্যে! তুই আমার শিষ্য হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস। এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, দেখ দেবযানি! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও যাঞ্চা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি তাঁহারই কন্যা। আর সকলে যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়াবিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন,—ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুল হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ? দেবযানী কহিলেন,—দানবেরা দেবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ! আপনি মহাবংশপ্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণীবোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নহুষতনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকা নাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী সমীপে উপস্থিত হইল। দেবযানী বাষ্পাকুললোচনে তাহাকে কহিলেন,—ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে; আর আমি বৃষপর্ব্ব রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। তাঁহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুরমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। মহর্ষি শুক্র শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত

হইয়া বনমধ্যে কন্যার অন্বেষনে গমন করিলেন এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্গদবচনে কহিলেন, বৎসে দেবযানি! আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। দেবযানী কহিলেন, তাত! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন। পরিশেষে কহিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, আমি যদি যথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে। শুক্র কহিলেন,—বৎসে! তুমি ত স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র এবং নহুষতনয় রাজা যযাতি ইঁহারা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট করিয়া থাকি। মহানুভব শুক্র, বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

একোন অশীতিতম অধ্যায়।

শুক্র কহিলেন,—হে দেবযানি! যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত। সাধু লোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন।

যিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক বালিকারা বিবেকাভাবপ্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না। দেবযানী কহিলেন,—তাত! আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেক না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে সকল লোকেরা আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না; আর যে স্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার ও কৌলিন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত! বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধ হয়, তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।

অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন,—হে দানবরাজ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতিতনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল ও শুশ্রূষাপর। তুমি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধে বারম্বার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার

কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমা-দিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষ সংশোধনে প্রতীক্ষা করিতে না। বৃষপর্ব্বা কহিলেন,—হে ভার্গব! আমি আপনাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না; প্রত্যুত পরম ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না; অতএব ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই। শুক্র কহিলেন,—তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি; যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর, আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর; দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ। বৃষপর্ব্বা কহিলেন;—ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু ধনসম্পত্তি বা গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। শুক্র কহিলেন,—আমি দানবদিগের সমুদায় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও যদি দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি; দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া এই কথা আদ্যো-পান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন,—হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গী-কার করুক; নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন,—হে চারুহাসিনী দেবযানি! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল; অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন

করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্ত্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা সমীপবর্ত্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, তুমি যাও, শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক। পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্ঞাতিকুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানীকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন; এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নিদেশানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না। এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক সহস্র দাসী পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইলেন এবং দেবযানীসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন,—হে গুরুকন্যে! আমি সহস্র অসুর কন্যার সহিত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব। দেবযানী কহিলেন, দেখিও, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, জ্ঞাতিকুলের বিপদ্ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম। এইরূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, হে তাত! আমি ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছি; চল, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম, তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ। মহাযশাঃ শুক্র কন্যাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার দেবযানীর সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্ব্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণসমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন। কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতেছে, কেহ সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি মৃগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাকাগণবেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরমসুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং পরম সুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদ-সেবা করিতেছেন।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রে! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে? দেবযানী কহিলেন,—আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা। আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন। তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি! ইনি দানবরাজ বৃষ-পর্ব্বের কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন,—জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। দেবযানী কহিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং রাজকন্যা যে আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে! অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্বিন্যাসপটুতা দেখিয়া পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব বলুন, আপনি কে, কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? যযাতি কহিলেন,—আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্ন বটে; আমার নাম যযাতি। দেবযানি কহিলেন, মহা-

রাজ! আপনি কি উদ্দেশে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি। রাজা কহিলেন,— সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে; কথা-প্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে; অতএব অনুমতি কর, প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি তোমার অধীন হইলাম; অদ্যাবধি তুমি আমার সখা ও ভর্ত্তা হইলে।

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ও বিনয়বচনে দেবযানীকে কহিলেন,—হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে। দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা; আমি ক্ষত্রিয়জাতি; আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি। আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন,— মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন; সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে আমাকে ভার্য্যাত্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন,—হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচারপরম্পরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব? তখন দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এ প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত

আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ; অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবেক না। তখন যযাতি কহিলেন,—হে দেবযানি! মহাবিষ আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ! কি কারণে এরূপ কহিতেছেন,—স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,—দেখ, সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন। সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। অতএব হে দেবযানি! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না। তখন দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনকার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন,—হে তাত! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন; অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন; আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না। তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নহুষনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে; অতএব আমি প্রসন্নমনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্করজনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর,

আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই ; সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব ; তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর ; প্রার্থনা করি, তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক। কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন ; তুমি কদাচ ইহাঁকে পরিণয় করিও না।

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা যযাতি স্বনগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নিদেশক্রমে অশোকবনসন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মান করাইয়া বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও দেবযানীর সহিত পরম সুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল ; তিনি রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে একদা শর্ম্মিষ্ঠা আপন নবযৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার ত ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু অদ্যাপি বিবাহ হইল না ; এক্ষণে কি করি, কি উপায়েই বা স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে ; কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিষ্ফল হইল। দেবযানী যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও সেইরূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি সন্তানকামনায় নির্জ্জনে তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা করিলে বোধ করি, তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবন-

সন্নিধানে আগমন করিলেন। সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিম্বা আপনার অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন। যযাতি কহিলেন,—হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়াছেন,—এই বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন,—মহারাজ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে; সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কথা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।

যযাতি কহিলেন,—রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল; মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন; অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি। তখন শর্ম্মিষ্ঠা পুনর্ব্বার কহিলেন,—মহারাজ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়ই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে। যযাতি কহিলেন,—সুন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ; অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্ম্মস্থাপন করুন; অতঃপর আমি আপনকার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন, ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জ্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার। আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি তোমার বশ্যা; অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর

ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তাঁহার ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি সম্বাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কামান্ধ হইয়া এ কি পাপানুষ্ঠান করিলে? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন,হে চারুহাসিনি! একদা কোন ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা করাতে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি,আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে! যদি ধর্ম্মপ্রতিপালনার্থে এই কর্ম্ম করিয়া থাক, সে উত্তমই হইয়াছে; কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক, তবে বল, শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, সেই ঋষি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। দেবযানী কহিলেন,—যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তান লাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য পরিহাসপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন। তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্

ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি? শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনী সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, আমাদিগের মাতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। এই বলিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজ পিতা যযাতির সন্নিহিত হইল। কিন্তু দেবযানীর সমীপে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননীসন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাব সন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, দেখ শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে ত মিথ্যা নহে। আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার বরণ করা হইয়াছে; কারণ, সখীর পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমা হইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠামুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ; অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম; এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলেন। রাজা দেবযানীকে বাষ্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্তলোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত

হইলেন এবং অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে। নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা, আমার দুইটি বই পুত্র নহে। হে ভৃগুকুলতিলক! এই রাজা পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করিলেন,—মহারাজ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ; অতএব দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাজা সহসা এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন,—ভগবন্! শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোককর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়; এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্ম্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম। শুক্র কহিলেন,—মহারাজ! আমি তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা কেন করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণকেও একপ্রকার চৌর্য্য বলিলে বলা যাইতে পারে।

যযাতি শুক্রকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন। শুক্র কহিলেন,—মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে; তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তখন

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে,আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার ও কীর্ত্তিলাভ করিবেক। শুক্র কহিলেন,—হে নহুষতনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না। আর তোমার যে পুত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে ত্বদীয় সাম্রাজ্য অধিকার-পূর্ব্বক আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্রপৌত্রাদিমান্ হইবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন,—বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন,মহারাজ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পান ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয় ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে। অতএব আমি সেই জরা গ্রহণে সম্মত নহি। আপনার আমা হইতেও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে; তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন। যযাতি কহি-লেন, তুমি যেহেতু আমার ঔরস পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত হইলে না, অতএব তোমার বংশপরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না। তৎপরে রাজা যযাতি তুর্ব্বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব। সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। তুর্ব্বসু কহিলেন, মহারাজ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে।

জরার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতএব আমি আপনার জরা গ্রহণে সম্মত নহি। যযাতি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না; অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সংকীর্ণাচার ধর্ম্মসম্পন্ন, প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদারনিরত, তির্য্যগ্‌যোনিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে।

এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন,—বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব। দ্রুহ্যু কহিলেন,—মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনী সম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয় এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্খলিত হয়, অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি। তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন,— দ্রুহ্যো! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না। আর যে স্থানে গজ,বাজী,রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন,—বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিব। অনু কহিলেন,—মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না; অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না। তখন রাজা কহিলেন—তুমি আমার ঔরস পুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখ পূর্ব্বক যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান সন্ততি যৌবন প্রাপ্তিমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। সর্ব্বশেষে পূরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—বৎস পূরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, আমার কেশ

পলিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌবনসুখ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। পূরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—যে আজ্ঞা, মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব। আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন। তখন যযাতি কহিলেন,—বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমসুখে বাস করিবে। এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পূরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে নহুষতনয় রাজা যযাতি যৌবন সম্পন্ন হইয়া প্রসন্ন মনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অনুগ্রহ দ্বারা দীনব্যক্তিকে, অভিলাষ সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণকে এবং ধর্ম্মতঃ পরিপালন দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিশ্বাচীর সহিত কখন নন্দন বনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিস্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পূরুকে

কহিলেন,—বৎস পূরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, হিরণ্য, পশু ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আশাপিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র; আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিলাম।

অনন্তর নহুষতনয় যযাতি পুনর্ব্বার আপন জরা গ্রহণ করিলেন এবং তৎপুত্র পূরু যৌবনসম্পন্ন হইলেন। মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—মহারাজ! দেবযানীগর্ভসম্ভূত, শুক্রের দৌহিত্র যদু বিদ্যমান থাকিতে পূরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন? যদু আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তৎপরে তুর্ব্বসু জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র যথাক্রমে উৎপন্ন হয়েন। অতএব হে মহারাজ! আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনীয়ান্ কিরূপে রাজ্যভাগী হইতে পারেন? এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আপনি করুন। রাজা কহিলেন,—হে বর্ণচতুষ্টয়! আমি যে কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব না, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নিদেশ পালন করে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে পুত্র পিতা মাতার

আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায়। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু পূরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মানরক্ষা করিয়াছে। পূরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পূরুই আমার মিত্ররূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন, "যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে, সেই রাজ্যভাগী হইবে।" অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা কহিল, মহারাজ! যে পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পিতা মাতার হিতকারী, সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পূরু আপনকার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের ঐরূপ বর আছে; অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই; সুতরাং পূরুই রাজা হইবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা সন্তুষ্টমনে এই কথা কহিলে রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পূরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি এবং পূরু হইতে পৌরববংশ উৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে রাজা যযাতি পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি অযত্নসুলভ ফলমূলমাত্র ভোজনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন; তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পাতিত হইলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এককালে ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া কিছুকাল অন্ত-

রীক্ষে অবস্থান করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্ত্যলোকে ও স্বর্লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি সভ্যগণ সন্নিধানে তাহা কীর্ত্তন করুন এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলুন; শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ভূলোক ও দ্যুর্লোকে বিশ্রুতা তদীয় পরম পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন নহুষতনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রম সমুচিত বিধানানুসারে জ্বলন্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন; বন্য ফলমূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথিসৎকার করিতেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসর কেবল জলাহারী হইলেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপ শ্রুত আছে, রাজা যযাতি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। তিনি কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে কদাচিৎ দেবলোকে গমনাগমন করিতেন। মহারাজ যযাতি একদা ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! পুরু তোমার জরা গ্রহণ করেন; তুমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল; আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পূরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি এই ধরিত্রীর এক-মাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্ষমা-বান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব হে বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে, তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু আক্রোষ্টা কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা অসাধুজনের অতিবাদ সহ্য করেন এবং সম্মার্গে চলিয়া থাকেন। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে; অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন্‌কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে নহুষনন্দন! তুমি সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক গৃহ পরি-ত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলে; অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার

তুল্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছ ? যযাতি কহিলেন,—হে দেবরাজ ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই। তখন ইন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ ! যেহেতু অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে, তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। যযাতি কহিলেন,—হে দেবরাজ ! দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এইরূপ অনুকম্পা করুন। ইন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিবে ; কিন্তু সাবধান, যেন এইরূপে আর কাহারও অবমান করিও না।

রাজা যযাতি দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন,—ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—হে যুবক ! তুমি কে ? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায় ও তেজ অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি ; তোমাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না এবং তুমিও আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না ; অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কে ? এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়াছিলে ? হে মহানুভাব ! তোমার ভয় নাই ; শীঘ্রই বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। এই সাধু সমাজে বল নামক অসুরের হন্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবরাজকল্প ! সাধুলোকেরা সন্তপ্ত সাধুলোকদিগের আশ্রয় ; সম্প্রতি তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়াছ, আর ভয় কি ? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।

যযাতি কহিলেন,—আমি নহুষের পুত্র এবং পূরুর পিতা ; আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্রসন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি অপেক্ষাকৃত

অধিকবয়স্ক, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই ; কারণ, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন, তিনিই পূজনীয়। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! তুমি কহিতেছ যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। যযাতি কহিলেন,—সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয় ; সাধুপুরুষেরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন না। 'আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ সাধু। যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে সুরলোকে গমন করেন, তাঁহাকেই মহাধন বলা যায়। বহুধনের অধিপতি হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে। নিরহঙ্কারচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ; কারণ, এই জীবলোকে এবম্বিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেষ্টার বহির্ভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র ; অতএব ধীর ব্যক্তি দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন ; স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না ; অতএব দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ বা সুখে উল্লাসিত হইবে না। ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না ; তাঁহারা সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করেন। যেহেতু সুখ দুঃখ দৈবায়ত্ত ; উহাতে কখন প্রসন্ন বা বিষণ্ণ হইবে না। হে অষ্টক ! বিধাতা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া আমি কখনও ভয়ে মুগ্ধ হই না এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিদ্, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয়। হে অষ্টক ! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি ; অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব। কি করিব, কি করিলেই সন্তপ্ত না হই এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।

অনন্তর অষ্টক সর্ব্বগুণসম্পন্ন মাতামহ যযাতির এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—মহারাজ! আত্মবেদী পুরুষের ন্যায় বহুবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে; অতএব তুমি যতকাল যেরূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। যযাতি কহিলেন,—আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াছিলাম। সহস্র বৎসর পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি। পরে শতযোজন বিস্তীর্ণ সহস্রদ্বারসংযুক্ত পরম রমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্রবৎসর অতিবাহিত করি। অনন্তর পরম দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় বর্ষসহস্র বাস করি। তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া দেবগণ ও ঈশ্বরগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি। তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্ব্বত সকল নিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি। দেবলোকসুলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘকাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিনবার কহিল,—"তুমি সুখভ্রষ্ট হও।" সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছেন,—ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমি তাঁহাদের "হা পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি! তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ" এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, হে দেবগণ! আমি যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এমত কোন উপায় বিধান কর। তাহারা আপনাদিগের যজ্ঞভূমিতে যাইতে কহিলেন। আমি হবিগন্ধের অনুসরণক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্বর আসিতেছি।

নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন? রাজা কহিলেন,—হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃজ্জন নির্দ্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ

ক্ষরে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তখন অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব বলুন দেখি, স্বর্গে কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয় এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ আছে। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন,—পুণ্য ক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোক রূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয় এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহপূর্ব্বক বিবিধ উপভোগে আসক্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমত গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। হে অষ্টক! যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদায়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর, বল। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? আর কেনই বা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা কহিলেন,—মনুষ্যেরা জননীজঠর হইতে কর্ম্মারব্ধ দেহ লাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর, ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্ট দান করিয়া থাকে। অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন,—মহারাজ! পাপপ্রভাবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যদি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা কিরূপে পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? কিরূপে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা গর্ভে আবিষ্ট হয়? রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,— অশ্রুপ্রবাহে জলভাবাপন্ন মনুষ্যকলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতেই চতুষ্পদ, দ্বিপদ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! গর্ভভূত জন্তু কি শরীরান্তর দ্বারা

কিম্বা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয় ? আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নত্য, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে ? এই বিষয়ে আমাদের মহান্ সংশয় আছে ; আপনি তত্ত্বজ্ঞ, অতএব এই সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,—ঋতু-কালে বায়ু, পুষ্পরসানুপৃক্ত রেতঃ গর্ভযোনিকে আকর্ষণ করে ; সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্য-রূপে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্রে চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অব-গত হইতে পারে। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! মৃতব্যক্তির কলেবর দগ্ধ, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মরণানন্তর অভাবভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে। পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু ; এই নিমিত্ত উহারা পাপযোনির অন্তর্গত। চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্পদ ইহারাও পাপস্বভাব, এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনির অন্তর্গত। হে রাজ-সিংহ! যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তরে বলিলাম, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ কর্ম্মা-নুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। যযাতি কহিলেন,—হে অষ্টক! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। সাধু-লোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা অজ্ঞানকূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্মফলপ্রদ হয় না। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মান-যজ্ঞ এই চারিটি কর্ম্ম ভয়ঙ্কর নহে ; কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ইহা নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠে। মানে হর্ষ প্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও

না। সাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ সাধুবুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। “এত দান করিলাম” “এত যজ্ঞ করিলাম” “এত অধ্যয়ন করিলাম” এবং “এত ব্রতানুষ্ঠান করিলাম” এই রূপ অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত, তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহ-লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

একনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহারা কিরূপ আচরণ করিলে সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে,আপনকার মত কি? যযাতি কহিলেন,—ব্রহ্ম-চারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না; গুরু যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন; গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন এবং মৃদু, দান্ত, সন্তুষ্ট স্বভাব, অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, অতিথি ভোজন করাইবেন এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না। বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ করিবেন; কোনরূপ পাপকর্ম্মে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্ট দান করিবেন না। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না; গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিকদেশ পর্য্যটন করিবেন না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানীব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন। যিনি এইরূপে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ, পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার বলুন, শুনিতে আমাদিগের সাতিশয় বাসনা হইতেছে। রাজা কহিলেন,—হে

অষ্টক! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিম্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলা যায়। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য থাকে, সে কি প্রকার? রাজা কহিলেন,—যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কৌপীনধারী এবং যত দিন প্রাণ সংযোগ তত দিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য। আর যিনি সর্ব্ববাসনাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়। যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত, ক্ষীণ, শীর্ণকলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন। আর যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন, তিনিও ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন। যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ আহার অন্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে? যযাতি কহিলেন,—যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রমবিবর্জ্জিত এবং কামাচার পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন। যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহী সুখভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র।

মহারাজ! রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন্ দিকে গমন করিবেন? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে? যযাতি কহিলেন,—আমার পুণ্য ক্ষয়

হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি; আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব; যেহেতু ব্রহ্মলোক-রক্ষকেরা আমার ভূলোকপতনের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এই বর দিয়াছিলেন, “হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুসমাজে পতিত হইবে” তাহাও হইল। অষ্টক কহিলেন,—তুমি পতিত হইও না; হে রাজন্! যদি আমার অন্তরীক্ষ্য বা দিব্য কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন, মহারাজ! যতদিন পৃথিবীতে গবাশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনকার স্বর্লোকে অধিকার আছে। অষ্টক কহিলেন,—আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ্য যে কোন লোক থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম; তুমি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন কর। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ যাচ্ঞাদৈন্য স্বীকার করেন না। বরং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচ্ঞাজনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত।

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দন কহিলেন,—হে দর্শনীয়! আমি প্রতর্দ্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানা; অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক লোক আছে; সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে; উহা এত অধিকসংখ্যক যে, প্রতিসপ্তাহে এক এক লোক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না। প্রতর্দ্দন কহিলেন,—আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করিলাম; তুমি মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র তথায় গমন কর। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, সমতেজস্ক শ্রেষ্ঠ রাজারা অন্যের নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্ম, মান্য ও যশস্কর কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ কৃপণ কর্ম্ম করিতে সম্মত নহেন। মদ্বিধ লোকের কর্ত্তব্য যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে, তদ্রূপ অপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে। রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজ বসুমান্ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বসুমান্ কহিলেন,—মহারাজ! আমি উষদশ্বের পুত্র, আমার নাম বসুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। রাজা কহিলেন,—অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দিক্ এবং যে সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হয়, তাদৃশ বহুসংখ্যক লোক আপনকার গমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বসুমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আর ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি; উহা আপনারই ভোগ্য হউক; যদি প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দূষণায় হয়, তবে তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা কর নাই, অতএব তোমার বিদ্যুৎপ্রায় অনন্তলোক বিদ্যমান আছে। শিবি কহিলেন,—মহারাজ! যদি এই সকল লোক ক্রয় করা আপনকার অনভিমত হয়, তবে তাহা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমি দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না; যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না। যযাতি কহিলেন,—হে নরদেব! আপনি দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, কিন্তু আমার অদ্যাপি অন্যদত্ত লোকে স্পৃহা হয় নাই; অতএব আপনার দান আমার অভিমত নহে। তখন অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! যদি অস্মদ্দত্ত এক একটি লোক স্বীকার না করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদায় প্রদান করিয়া বরং নরকে গমন করিব। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হউন, কারণ সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্য-পরায়ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য নহে, তদ্বিষয় ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! যে সকল সুবর্ণময় রথ আরোহণ করিয়া লোকে শাশ্বতলোকে গমন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা কাহার? রাজা কহিলেন, ঐ সকল সুবর্ণময় রথ তোমাদিগকে বহন করিবে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ! তুমি ঐ রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর এবং নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত

হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ করিব। রাজা কহিলেন,—আমরা কর্ম্মফলে সকলেই স্বর্গলোক জয় করিয়াছি; অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া তথায় গমন করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান করিবার নিষ্কণ্টক পথ দেখাইতেছে।

অনন্তর ধর্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রভাপুঞ্জ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অষ্টক কহিলেন,—আমি মনে করিয়াছিলাম মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমিই অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিব; কিন্তু উশীনরতনয় শিবি মহাবেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার অভিপ্রায় কি? যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, উশীনরপুত্র যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সমুদায়ই দেবলোকে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূত গুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় সুশীল ও সৌম্য, এই কারণে শিবি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন। অনন্তর অষ্টক সকৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং কাহার পুত্র? আর আপনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাদৃশ অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না কেন? এই সমুদায় যথার্থরূপে বর্ণন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি নহুষতনয়, আমার নাম যযাতি। আমি পৃথিবী-রাজ্যের সম্রাট্ ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদিগের মাতামহ। আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত সুরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি এবং শত অর্ব্বুদ গো, বাহন, সুবর্ণ ও ধনের সহিত এই সসাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাৎ করিয়াছি। পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে। সত্য প্রভাবেই মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি যাহা কহিয়া থাকি সকলই সত্য। আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না; যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি, উষদশ্বের পুত্র প্রতর্দ্দন, এই সমস্ত নরলোক, মুনি ও দেবগণ ইহাঁরা সত্যপ্রভাবেই

সকলের পূজনীয় ও মান্য হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে স্বরলোক জয় করিয়াছি, অতএব যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের সালোক্যলাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পূরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিসম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করুন। সেই সুশাল সুবিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবনচরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূরুবংশসমুদ্ভূত মহাবল, মহাতেজাঃ, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পৌষ্টীর গর্ভে পূরুরাজের তিন পুত্র জন্মে; প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব। রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শূরসেনী; তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাবল মনস্যু স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগরাম্বরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াছিলেন। সৌবীরির গর্ভে মনস্যুর অভয়দ ভানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে। ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে। পরম ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার চারি পুত্র হইল। তংসু, মহান্, অতিরথ এবং দ্রুহ্যু। মহাবল পরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে। তিনিও সমুদায় পৃথিবী

জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শকুন্তলাতনয় ভরত দ্বারাই ভরতবংশের এতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন মহিষী। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানগণকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেন না। মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে ভরতের অপত্যোৎপাদন বৃথা হইয়া গেল। অনন্তর তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভুমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। ভুমন্যু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভুমন্যুর ছয় পুত্র জন্মে; সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবিঃ, সুজয়ু এবং ঋচীক। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র গজবাজিসমাকীর্ণ ও বহুরত্নসমাকুল রাজ্যলাভ করিলেন এবং রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ন্যায়পরায়ণ সুহোত্র ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন, হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণা ও জনতাসমাকুলা বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন। তিনি রাজা হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও পৃথিবীর স্থানে স্থানে চৈত্য ও যূপস্তম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সুহোত্রের তিন পুত্র জন্মে; অজমীঢ় সুমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার তিন পত্নী; ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী। ইহাঁদিগের গর্ভে অজমীঢ়ের ছয় পুত্র হয়; ঋক্ষ, দুষ্মন্ত, পরমেষ্ঠী, জহ্নু, ব্রজন এবং রূপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চালবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে কুশিকান্বয় বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ঋক্ষ রাজা ছিলেন। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। শত শত

লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোকসকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সম্বরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সম্বরণ ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, এক দিবস ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া পরম যত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ দান করিলেন এবং অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। মহর্ষি বশিষ্ঠ "তথাস্তু" বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ সম্বরণ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অনন্তর সম্বরণের মহিষী তপতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল। কুরুর পাঁচ পুত্র; অবিক্ষিত, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। অবিক্ষিতের আট সন্তান; পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। পরীক্ষিতের সাত পুত্র; জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। জনমেজয়ের আট পুত্র; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি। রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার নয় পুত্র; কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিল, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভুমন্যু, অপরাজিত। প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র এবং সুনেত্র ইহাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র বলিয়া পৃথিবীতে

বিখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন-বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পবিত্র মনুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উদারচরিত পূর্ব্বপুরুষদিগের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল না; অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের পুত্র অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরূরবাঃ, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির দুই ভার্য্যা; শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র হয়; যদু ও তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান; দ্রুহ্যু, অনু এবং পূরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পূরু হইতে পূরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যে পূরু তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূরুর মহিষী কৌশল্যা। তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। তিনি যদুকুলসম্ভূতা অশ্মকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্মকীর গর্ভে প্রাচিন্বানের সংযাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদ্বতের দুহিতা বরাঙ্গী সংযাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রবস করেন, তাঁহার নাম অহংযাতি। তিনি কৃতবীর্য্যনন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লব্ধা কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকেবিবাহ করিয়া এক পুত্র

উৎপাদন করেন ; তাঁহার নাম জয়ৎসেন। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজদুহিতা সুশ্রবার পাণিপীড়ন করেন। সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয় মর্য্যাদা নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভৌমের ধর্ম্মপত্নী সুযজ্ঞা। তিনি অযুতনায়ী নামে এক পুত্র প্রসব করেন ; যিনি অযুতসংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অক্রোধন কলিঙ্গদেশসম্ভূতা করম্ভাকে বিবাহ করেন। করম্ভার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহদেশোদ্ভবা মর্য্যাদা নাম্নী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদেবাকে বিবাহ করেন। ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালার পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল ; তাঁহার নাম তংসু। তংসু কালিঙ্গীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঈলিনের দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল, "মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না ; ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদায়ই সত্য ; বালকটি আপনার ঔরস ; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরম ফল স্বর্গফল লাভ হইবে ; অতএব যত্নপূর্ব্বক আত্মজের ভরণপোষণ করুন।" ভরণ করুন, এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরতভার্য্যা সুনন্দা ভুমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভুমন্যুর জায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়া সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এক নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল।

হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠনের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী ; কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্ব্বিংশতি শত পুত্র হয় ; তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সম্বরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী। তিনি বিদূরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বা অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিৎকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সুযশা। তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুত্র প্রতিশ্রবা। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র ; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন। শান্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। যাঁহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বে অনূঢ়াবস্থায় পরাশর সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হইল; একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, অপরের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন ; কিয়ৎকাল পরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণসুখে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জননীর সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মাতঃ ! কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। সত্যবতী কহিলেন,—বৎস ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য পুত্রবিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন ; এক্ষণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা কর।

দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইবে বলিয়া বর দান করিলেন।

অনন্তর দ্বৈপায়নের বরপ্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন এই চারিজন সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা; কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা। এক দিবস পাণ্ডুরাজ মৃগয়ার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন,—এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগীতে আসক্ত হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং ঋষির কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিলেন,—"তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও আমাকে কামরসাস্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অপরাধে অচিরকালমধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে।" রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দিবস কুন্তীর নিকট সমস্ত মৃগয়াবৃত্তান্ত ও আপনার অবিমৃষ্যকারিত্ব সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন,— রাজ্ঞি! আমি শুনিয়াছি, অপুত্রক ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; অতএব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভবিধান কর।

কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মারুৎ এবং ইন্দ্র, এই তিন জন দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুত্রদর্শনে পরমপ্রীত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন,— তোমার সপত্নীও অপত্যবিহীনা, অতএব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয়, তদ্বিষয়েও যত্ন করা কর্ত্তব্য। কুন্তী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাদ্রীকে আকর্ষণীবিদ্যা প্রদান করিলেন। মাদ্রী সপত্নীদত্ত বিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী নকুল ও সহদেব এই দুই পুত্র লাভ করিলেন। একদা পাণ্ডু স্বীয় মহিষী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপবাক্য বিস্মৃত হইয়া মদনানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাকে স্পর্শ

করিলেন,—অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া স্বামীর সহগমনে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—ইহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডবদিগকে কুন্তী সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করিত না। এইরূপে পাণ্ডবগণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নির-পরাধী পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্ব্বৃত্তের সমুদায় আয়াস নিষ্ফল হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তথাপি ক্ষান্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিদু-রের মন্ত্রণাবলে নৃশংসের অসদভিসন্ধি সমুদায় বিফল হইল। পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একচক্রা-ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া এক-চক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় বক নামক এক দুর্দ্দান্ত নিশাচরের প্রাণসংহার করিয়া পাঞ্চালনগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক। সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের দুহিতা দেবীকাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীশ্বরকুমারী

বলন্ধরার পাণিপীড়ন করিয়া তদ্গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন দ্বারবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার পাণি-গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুল, করেণু-মতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম সুহোত্র। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎ-কচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশকর হইয়াছিলেন। তিনি বিরাটের দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু, তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ষন্মাসেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি। বাসুদেবের তেজঃ-প্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকালজন্ম-নিবন্ধন বলবীর্য্য প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুত্র কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মহারাজ! আপনি সেই পরীক্ষিতের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভার্য্যা বসুষ্টমা শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ! পরমধন্য ও পরম-পবিত্র পূরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণদিগের নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্মনিরত প্রজা-পালনতৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও বোদ্ধব্য এবং ত্রিবর্গশুশ্রূষু শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরস্পর নির্ম্মৎসর ও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরমপবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান কিম্বা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরমপূজনীয় ও মাননীয় হন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব

কহিয়াছেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল পরস্পর নির্মৎসর ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পরম পবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে সুকৃতিলাভপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিতে পারেন। এই মহাভারত পরম পবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরম রমণীয় ও বেদ-স্বরূপ; ইহা আয়ুস্কর ও যশস্কর। অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্য-পরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শতসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমফল স্বর্গফল লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর এক দিবস দেবগণ ভগবান্ কমলযোনির আরাধনা করিতেছেন; বহু-সংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষ তথায় উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল; তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধো-মুখ হইয়া রহিলেন, কিন্তু রাজা মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তুমি দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহ। অত-এব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গলাভ হইবে। রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপের পুত্র হইতে মানস করিলেন। সরিদ্বরা মহাভিষকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বসু নামক দেবগণ মূর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ দুর-বস্থাগ্রস্থ হইয়াছ? তোমাদিগের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে? তাঁহারা কহিলেন,—সরিদ্বরে! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমা-দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা এইরূপ হইয়াছি। এক দিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্নবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞা-নতা প্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, এই

দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। (আদি পর্ব্ব

অপরাধে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে "মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে, অতএব আপনি নরকলেবরধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি বিধান করুন; নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারিব না। গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, মর্ত্ত্যলোকে কোন্ মহাপুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন? তাঁহারা কহিলেন, প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল্ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে উহা আমারও অভিমত বটে, অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব। বসুগণ পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে ত্রিপথগে! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিককাল যেন আমাদিগকে ভূলোকযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন,—তোমরা যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব, কিন্তু যাহাতে রাজার একটি পুত্র জীবিত থাকে তাহার কোন উপায় স্থির কর, কারণ সেই পুত্রার্থী ভূপতির, মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। তখন বসুগণ কহিলেন, আমরা স্ব স্ব বীর্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে। কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্ত্যলোকে সন্তানসন্ততি হইবে না, অতএব হে ত্রিপথগামিনি! আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্র হইবেন। বসুদেবতারা সরিদ্বরা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি যে স্থান হইতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধনী রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ ঊরুদেশে উপবেশন করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কল্যাণি! তুমি কি

নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? তিনি কহিলেন,—মহারাজ! আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। প্রতীপ কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরপরিগ্রহে অথবা সবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না, তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে। দেবী কহিলেন,— মহারাজ! আমি অগম্যা অথবা নিন্দনীয়া নহি, আমা হইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজনা করুন; পরকলত্রবোধে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। প্রতীপ কহিলেন, তুমি প্রিয়বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেব্য দক্ষিণ ঊরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। তুমি স্নুষাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজমণ্ডল আপনকার অধীন। ত্বদীয় সদ্‌গুণাবলী শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে তাহার অবধি লাভ হয় না। অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্ম প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্ষত্রিয়াগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতীর পুত্র হইলেন। শান্তিপর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয়স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! পূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা তোমার উৎপাদনার্থে মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন, যদি সেই রূপলাবণ্যবতী বরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর তোমাকে তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশ পূর্ব্বক মৃগ মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে একাকী সিদ্ধচারণগণপরিসেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইতেন। এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তরঙ্গিনীতীরে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুললিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র ও পদ্মোদর সদৃশ রুচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কণ্টকিতকলেবর হইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিলাসিনীও তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে

তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল চরিতার্থ করি।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সাস্মিত মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বসুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আমি আপনকার মহিষী হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করিব ; কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোন অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে সম্মত হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব। মৎকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। রাজা এই নিয়মে সম্মত ও অঙ্গীকৃত হইলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচন-বদ্ধ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন। মহীপতিও সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্ন লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব, ভাব, বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন। ফলতঃ রাজা রাজ-মহিষীর সদ্‌গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজ্ঞীর সম্ভোগসুখে কত কত সম্বৎসর, ঋতু ও মাসাদি, মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইত, তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমরসদৃশ আটটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রেরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন ; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব"। রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে

পরিত্যাগ করিয়া যান, এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না।

অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ট হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে পত্নীকে কহিলেন,—পুত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ? হে পুত্রঘাতিনি! পুত্রহিংসা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই; শাস্ত্রে কথিত আছে উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণে ক্ষান্ত হও।

তখন সেই স্ত্রী কহিলেন,—হে পুত্রকাম! আমি তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না, এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। ঋষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল দেবকার্য্য সাধনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর এই সমস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না, ইহাঁরা মহাতেজা বসুগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইহাঁদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারেন না এবং আমি ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাঁ-দিগের জননী হইবার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইহাঁদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। আর তুমিও ইহাঁদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি ইহাঁদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি-লাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব। ইহাঁরা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনার মঙ্গল হউক। মদ্গর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপে বসুগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।

নবনবতিতম অধ্যায়।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরনদি! বশিষ্ঠ কে? বসুদেবতারা কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে,

তাঁহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে? আর বসুগণই বা সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন? তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন। জাহ্নবী কহিলেন,—মহারাজ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণদেবের পুত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি গিরিবর সুমেরুর সন্নিহিত এক পরম রমণীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন সকল ঋতুতেই নানাজাতীয় কুসুমসমূহে বিকসিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষিগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই আশ্রমপদ স্বচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার সুস্বাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষপ্রজাপতির নন্দিনী নাম্নী এক সুরভী ছিলেন। সেই সর্ব্বকামপ্রদা সুরভী জগতের হিতার্থে গোরূপ ধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাতপা বশিষ্ঠের হোমধেনু হয়েন। তিনি মুনিজনসেবিত সেই পরম রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। একদা পৃথু প্রভৃতি বসুদেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব পত্নীসমভিব্যাহারে তত্রত্য সুরম্য পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পরে দ্যুনামক বসুকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা, পীনোধ্নী, সুদোগ্ধ্রী, সুন্দরবালধি ও বিচিত্রখুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন। দ্যু,নন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রকার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন,—দেবি! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু। মর্ত্ত্যলোকনিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর সুস্বাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থিরযৌবন হইয়া জীবিত থাকেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন,—মহাভাগ! মর্ত্ত্যলোকে জিতবতী নাম্নী আমার এক প্রিয় সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশীনরের দুহিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি অভিলাষ করি, আপনি সত্বর তাঁহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুটি আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাবজ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? হে নাথ! আমার অভিলষিত সম্পাদনে তৎপর হওয়া আপনার

সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্যু, পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপহরণ করিলেন। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনা-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ধেনু অপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টপাত হইবে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না।

অনন্তর তপোধন বারুণি ফলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন,—"যেহেতু তোমরা আমার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অতএব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইবে।" মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বসুদেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ঋষির ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন,—আমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা সকলেই প্রতি-সম্বৎসরে শাপমুক্ত হইবে; কিন্তু যাঁহার নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছ,তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হইবে। তাঁহাকে সামন্য মনুষ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দারপরিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব সুখসম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন। ঋষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বসুগণ আমার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন,—"গঙ্গে! আপনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন, আর আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনি আমাদিগকে সলিলে

নিক্ষেপ করিবেন।" অতএব হে মহারাজ ! অভিশপ্ত বসুদেবতাদিগকে মনুষ্য-লোক হইতে ঝটিতি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি পুত্রহত্যারূপ অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। কেবল একমাত্র দ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুষ্য-লোকে বাস করিবেন। দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণমনে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম দেবব্রত ও গাঙ্গেয় হইল। দেবব্রত পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। আমি সেই মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্ত্তন করিব এবং মহাত্মা ভারত ভূপতির সৌভাগ্য বর্ণন করিব, ইহাঁর ইতিহাস পবিত্র মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মানভাজন, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষমাবান্, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সর্ব্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থকুশল, রাজা ভরতবংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তিনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক মাত্র ধর্ম্মো-পাসনাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনু-বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্বপ্নে নিশাবসান করিয়া শয্যা হইতে পরমসুখে গাত্রোত্থান করিতেন। সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনুপ্রমুখ রাজগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে

লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়সেবায় দীক্ষিত হইলেন এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ঋজুস্বভাব, বদান্য, তপোনিরত, রাগদ্বেষশূন্য, পরম সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে যমের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা এক-কালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাতপরিশূন্য ও কামরাগপরিবর্জ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্ম্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্ব্বিশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতা স্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্ম্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নীসহবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চত্বারিংশৎ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভসম্ভূত তৎপুত্র দেবব্রত, রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। এক দিবস দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধদর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; "অদ্য গঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে না কেন।" অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন,— দেবরাজসদৃশ এক পরমরূপবান্ কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন,— সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে কহিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিষ্কৃতবস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্ব্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন,—মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। অধুনা ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবলপরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াস্পদ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ইহাঁর কণ্ঠস্থ। সুরাসুরনমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শত্রুবর্গের দুরাক্রম্য মহাবল প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন, অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষগুণসম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।

রাজা গঙ্গাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্র সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে এক দিবস যমুনানদীর উভয়পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ জানিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতলোচনা

দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! তুমি কে, কাহার পত্নী এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল, মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন,—হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; আপনি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব; কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন,—হে ধীবর! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব; কিন্তু অদেয় হইলে কোনক্রমেই দিতে পারিব না। ধীবর কহিলেন,—মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না; এই আমার অভিলাষ। রাজা প্রদীপ্ত মদনানলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বর দান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধীবরকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন; তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন, অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন; আমি তাহার প্রতীকার করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন,—বৎস! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র

পুত্র; তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু হে পুত্র! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ, যদি তোমার কোন অনিষ্টঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর বৃথা দার-পরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রমধ্যেই পরিগণিত। তদীয় অনিষ্ট শান্তির নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন; অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল শাস্ত্র কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বদা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপূরিত; অতএব রণ-ক্ষেত্র ব্যতিরেকে কুত্রাপি তোমার নিধন হইবে না। কিন্তু বৎস! অধিক কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না; তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। মহানুভব দেবব্রত, রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সন্নি-ধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরব-শ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমন-পূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগত রাজগণ সমক্ষে কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ; আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারম্বার আমার নিকট ত্বদীয় পিতার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন,—কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না

হইয়া সেই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে; কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকাল মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে; নতুবা এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন; হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যাহা কহিবে অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন। অনন্তর জালজীবী কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কন্যার প্রভু হইলেন; সুতরাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল, কিন্তু আমার আর একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণ সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অননুরূপ নহে; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যিনি আপনার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন,—"তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন,—মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনা-

পুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন,—হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

একাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, মহাবল পরাক্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র জন্মিল। মহাবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদায় রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী স্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে তুমুল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়াবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্য সম্পাদন করাইলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে

লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরমযত্নে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে কৌরবনন্দন! চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্র-বীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া মহামতি ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন, এই কথা ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম মাতার অনুমতি লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দিগেদশ হইতে সেই স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইলে ভীষ্ম ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই কন্যাদিগকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি গম্ভীরস্বরে মহীপালদিগকে কহিতে লাগিলেন,—কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া ধন-দানপূর্ব্বক গুণবান্‌পাত্রে সমর্পণ করেন। কেহ কেহ গোমিথুন প্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন। কেহ বা প্রতিজ্ঞাত ধনদানপুরঃসর কন্যা সম্প্র-দান করেন, কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রণয় সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক তদীয় পাণিপীড়ন করেন। কেহ প্রমত্তা নারীর পাণি-গ্রহণ করেন। কেহ বা আর্ষবিধির অনুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কন্যার পিতামাতাদিগকে বিপুল অর্থ দানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। স্বয়-ম্বরও উত্তম বিবাহ মধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়ম্বর বিবাহেরই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব হে মহীপালগণ! আমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে অপহরণ করি, তোমরা যুদ্ধ অথবা অন্য যে কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে যথাসাধ্য যত্ন কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি। বারাণসীশ্বর ও অন্যান্য রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া

মহাবল ভীষ্ম সেই কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক আপন রথে আরোহণ ও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ভূপালগণ কোপে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া দশনে দশনে দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অলঙ্কার উন্মোচন ও কবচ ধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া উঠিল। বর্ম্ম ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল, যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকা সকল ভূতলে পতিত হইতেছে। প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া রোষকষায়িত ও ভ্রূকুটীকুটিলনয়নে ক্ষিপ্রজবঘোটকসংযুক্ত ও সুভসুরক্ষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক আয়ুধ সকল উত্তোলন করিয়া শান্তনবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীরপুরুষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শরজাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপবারিত করিয়া পরিশেষে তিন তিনটি বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রুপক্ষীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয় করিয়া কন্যাদিগের সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাল্বরাজ বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যূথাধিপ মাতঙ্গ দন্তাঘাত

দ্বারা বারণান্তরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাতঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্বমহীপতি ঈর্ষা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা পুরুষ-ব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত-চিত্তে ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও ভ্রূকুটী বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সম্বরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্বের সমরসমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন কোন গবীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষভদ্বয় গভীর নিনাদ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহা-ড়ম্বরপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যু-পরি সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করাতে, শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন; তদ্দর্শনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনব শাল্বরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবনানন্তর ক্রোধভরে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন,—"যেখানে শাল্ব রাজ আছে, শীঘ্র তথায় রথ চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব।" অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বরুণাস্ত্র দ্বারা শাল্বের রথসংযুক্ত ঘোটক চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্রদ্বারা সপত্নের অস্ত্রশস্ত্রসকল নিবারণপূর্ব্বক তদীয় সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্বসকলও বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শাল্বও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রমাণ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ম্বর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-রাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারত্ন লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। যথায় ধর্ম্মাত্মা বিচিত্র-বীর্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। অমিতবিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন

পূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন, উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীশ্বর দুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায়, অনুজার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরম যত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণ সমীপে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহৃত সর্ব্বগুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন,—এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন;—আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে ; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে মহীপতি শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি ; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা ধর্ম্মতঃ যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধর যুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখ সকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘনবিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাতবৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিয়তিক্রমে অস্তাচলে গমন

করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রজানাথ শমনসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিলেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পুত্রবধূদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে স্নুষাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্মকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন,—হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত আর লক্ষ্য হয় না; কেবল তুমিই তাঁহার অদ্বিতীয় আশাভাজন। তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যের মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হও; হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া অকালে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরমরূপবতী ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরমধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশ রক্ষা কর।

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এবম্প্রকার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—মাতঃ! আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন; তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য

পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুররস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

সত্যবতী মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন,—হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে তাহা আমার অবিদিত নহে এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি; আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ তাহাও বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু বৎস! তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃকভার বহন করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয় এবং বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষ জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর। সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন,—মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না, ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না; অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকিবে তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—যিনি পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং অরাতিশোণিতজলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন।

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতার পুত্র হইয়া থাকে; এই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণ সমীপে অভিগমন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভববিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। হে রাজ্ঞি! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন; তাঁহার মমতা নাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্বত্নী হইয়াছি; অতএব রমণেচ্ছা সম্বরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ, এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব; অতএব অদ্য এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। বৃহস্পতি মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন।

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন,—ভগবন্! মদনবেগ সম্বরণ করুন। স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই। বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয়

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধু ব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রের পথ রোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। তন্নিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যনন্দনকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিলেন, "যেহেতু সর্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে, এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।" বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উতথ্যতনয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমাঃ হইল। সেই জন্মান্ধ বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী এক পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতম প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশরক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদিগের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য; অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদর সম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তিদর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ। প্রদ্বেষী কহিলেন,—স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে; কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রত্যুত আমি তোমার ও তদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি; অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করিতে পারিব না। মহর্ষি পত্নী-বাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। প্রদ্বেষী কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! দুঃখের নিদানভূত তৎপ্রদত্ত ধনে আমার

অভিলাষ নাই ; তোমার যেমন অভিরুচি হয় কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয়ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরিবাদের পরিসীমা থাকিবে না। ব্রাহ্মণী স্বামীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর। লোভ ও মোহাভিভূত পাষাণহৃদয় পুত্রেরা তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্ধ সেই উড়ুপমাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরম ধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—মহাভাগ ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাতেজাঃ ঋষি এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই সকল পুত্রদিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে কহিলেন,—ইহারা আমার পুত্র। ঋষি কহিলেন,—মহারাজ ! ইহারা আপনার পুত্র নহে ; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুত্র। তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা রাজ-

মহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—তোমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুত্র হইবে। তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে এবং তাহাদিগের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ, বঙ্গের বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং সুহ্মের অধিকৃত দেশের নাম সুহ্ম হইবে। এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। হে মাতঃ! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার যে অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—মাতঃ! ভরতবংশ রক্ষার উপায়ান্তর নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপন্ন করিবেন। সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্য আস্যে গদ্গদস্বরে ভীষ্মকে কহিলেন,—মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু বৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতে বংশ রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্ধর্ম্ম কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। অতএব আমার বক্তব্য সত্যবৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যেরূপ বিবেচনা হয় করিও। আমার পিতার একখানি তরণী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনাশুল্কে সকলকে সেই নৌকাদ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনোদ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনানদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরীর নিকট আগমন করিলেন; মুনীন্দ্র নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া সান্ত্বপূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি দুর্লভ বর দান করিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন, আমি

পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থা হইলাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যেই আপন অভীষ্টসিদ্ধিতৎপর হইলেন। পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণ পূর্ব্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ, দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল; চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিতবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, "মাতঃ! সংকটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও" অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ এবং কাম ও কামানুবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম হিতকর বটে; অতএব এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত-

পুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা সমাধান করিলেন। ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—বৎস! পুত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না। অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশ-রক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য রক্ষা কর,তাহা হইলে অতীব প্রীত হই; রূপযৌবন-সম্পন্না তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরুণ সদৃশ পুত্র উৎ-পাদন করিব। সম্প্রতি দেবীরা সম্বৎসরকাল নিয়মবতী হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন। ব্রত-বর্জ্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

সত্যবতী কহিলেন,—বৎস! যাহাতে দেবীরা অচিরকালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর; কারণ, জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা ও উৎসন্না হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে। ফলতঃ অরাজক রাজ্যের ভার গ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব,হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাঁদের গর্ভাধান কর;

অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ব্যাসদেব্ কহিলেন,—যদি আপনার পুত্রবধূ পরমব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অকালিক পুত্র প্রদান করিব। যদি কৌশল্যা আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও অসহ্যগন্ধ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী হইবেন। ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার আদেশ দিয়া এবং কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় বেশভূষা সমাধান পূর্ব্বক শয়নাগারে আমার প্রতীক্ষা করুন, এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সত্যবতী নির্জ্জননিবাসিনী পুত্রবধূর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎসে কৌশল্যে! পরম হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর; আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভরতকুল উৎসন্নপ্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহামতি ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, সেই দুঃসহ দুঃখ নিবারণার্থ বংশরক্ষার যে উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মনির্দ্দিষ্ট যুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিনাশোন্মুখ ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি দেবরাজ সদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। সত্যবতী এবম্বিধ নানাপ্রকার অনুনয়বাক্যে বহুপ্রযত্নে সেই ধর্ম্মপরায়ণা ভামিনীর মন প্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষি প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন্ করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস পূর্ব্বকৃত সত্য প্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তদীয়

বাসভবন প্রদীপ্ত দীপশিখায় আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমন সময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন ইনি গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইনি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ, পুত্র প্রসব করিবেন এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন। সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অননুরূপ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাঁহার দ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। ব্যাসদেব "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যবতীপুত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ; অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডু হইবে।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করিতেনেছ,ইত্যবসরে সত্যবতী আসিয়া পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, কিন্তু অম্বিকা

ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপম এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম প্রীত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে শুভে! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ভসম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা। মহাতপা মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ ও শূদ্রার পুত্রজন্মবৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! শ্রবণ করুন। মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী, মহাতপা, আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস লোপ্ত্রহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তস্করেরা নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয় ধন লুকাইত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপাল সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজোত্তম! তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন; আমরা সেই দিকে তাহাদিগের অন্বেষণ করি। ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ

করিতে করিতে লুক্কাইত স্তেয় ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দস্যু-দলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল। রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণবধরূপ দণ্ডবিধান করিলেন। রাজপুরুষেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃতধন গ্রহণপূর্ব্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং তাঁহার তপস্যাও ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ আহার বিহীন হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, যে শূলবিদ্ধ হইলেন? বলুন, শুনিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদন্তর মুনিবর সমাগত তপোধনদিগকে কহিলেন, আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব? কেহই আমার অপরাধ করে নাই। ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, এক দিবস নগর-পালেরা মহর্ষিকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা নগরপালের মুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি মোহান্ধতাপ্রযুক্ত যে গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন হউন। ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন। পরে রাজা তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া, শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া

দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করত সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগি-লেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা অসুলভ লোক সকল জয় করিলেন। তদ-বধি তিনি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন। একদা তিনি যম-সদনে গমনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি যে পাতকের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি।

ধর্ম্ম কহিলেন;—তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্ম! তুমি আমার লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর আমি অদ্যাবধি পাপ-পুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি; চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশ বর্ষ অবধি কার্য্যানুসারে ফললাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভ-শূন্য, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্ম-গ্রহণ করিলে, কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল; পৃথিবী সরস ও সুস্বাদ শস্যে পরিপূর্ণা হইল; পর্জন্য যথাকালে জলবর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপ সকল সুরস ফলকুসুমে সুশোভিত হইল। গবাশ্বাদি বাহন সকল প্রহৃষ্ট, মৃগযূথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা সুগন্ধি এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক মহাবলপরাক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী হইল। তৎকালে দস্যুতস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না; অধর্ম্মাচার লোকের অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল। প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রণয়পর

হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সকল লোকই অভিমানশূন্য, জিতক্রোধ ও লোভবিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণ-কলাপ দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইল। শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্র-নগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নগরবাসী সকল তত্রত্য নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য কুরুগণ উদীচ্য কুরুদিগের সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণস্বভাব ছিলেন না; পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভা সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবন সকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না। চৈত্য ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতি-রেকেও পরিবার্দ্ধিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন; রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; পৌর ও জানপদ সকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইতেন। তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই বাক্যই সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হইত; মহাত্মা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইহাঁদিগকে জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতি-পালন করিতেন; তিনি তাঁহাদিগকে জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্ম-প্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিদুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর

ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বরনন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্ম্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর পারশব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অস্মৎকুল সমধিক গুণভূয়িষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক নরেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরমসুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনুরূপা; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি? বিদুর কহিলেন,—মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরম গুরু; অতএব যাহা উচিত হয় স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি একশত পুত্রের জননী হইবেন, সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সদ্বৃত্ত জামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতামাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্রবস্ত্রদ্বারা

স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না। গান্ধাররাজতনয় পিতৃ আজ্ঞায় অভিনব যৌবনবতী ও লক্ষ্মীযুক্তা ভগিনী লইয়া কৌরবসমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং তিনি ভীষ্মকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা গান্ধারী সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরুশুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথানাম্নী পরম রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর, অনপত্য পিতৃস্বস্রীয় কুন্তিভোজের নিকট পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব; এক্ষণে তদনুসারে নির্ম্মম হইয়া পরমমিত্র কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যারত্ন লইয়া ঔরসবৎ পরম যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পৃথা পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয়া চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে তাহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। কুন্তী কন্যাবস্থায় ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথিপরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে পরিচর্য্যাদ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুন্তী ভক্তিযোগ সহকারে ও পরম সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিয়া দিলেন,—বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম; তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, কুন্তী বালস্বভাবসুলভ কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ ভুবনদ্বীপদীপক ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, বল কি করিতে হইবে? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষাবাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি; আমার অপরাধ হইয়াছে। ভগবন্! এক্ষণে চরণে ধরিয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি,—কৃপাময়! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—সুন্দরি! মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর; দেখ, শুভে! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসিয়াছি, এক্ষণে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আর যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে অবশ্যই দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যদেব এইরূপ নানাপ্রকার বুঝাইলেও কুন্তী কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধে স্বীকার পাইলেন না। তখন সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে তোমার কোন দোষই হইবেক না; এই বলিয়া কুন্তীকে সম্মত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরম রূপবান্ এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভুবন-তলে কর্ণ নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন। কুন্তী সদ্যো-জাত নবকুমার দর্শনে বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব? না প্রকাশ করিব? পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে

জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার, বসু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন ; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদায়স্বরূপ এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর ; ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে। কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভুজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ, যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে ; এই বলিয়া কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া, তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইলেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরূঢ় হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজ-সকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজ অনেককেই কন্যার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি করি ! কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত। পরিশেষে স্বয়ম্বরানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সকল রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে

মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষঃদেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমল সদৃশ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীকামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী কুন্তিভোজদুহিতা নরপতির সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্মরশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডুনরবরে বরত্বে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসখ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইল। কুন্তিভোজ নানাধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে রাখিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, নরপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পুরঃসর সাদর সম্ভাষণে ও পরমসমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন এবং বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া

যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলে, কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, মদ্রপতে! শুনিলাম, পরম রূপবতী মাদ্রীনাম্নী তোমার ভগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ দাও; এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি। দেখ, তোমাদের ও আমাদের যে বংশ উভয়েই পবিত্রাদিগুণে সমান, কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর। ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ অসম্মতি নাই; শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল। কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনী দান করিব? আপনাদের কুলগতা হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে; কারণ, উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম। ভীষ্ম কহিলেন, মদ্ররাজ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্ম হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমন পূর্ব্বক রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে শুভলগ্ন দেখিয়া পাণ্ডুর সহিত তাহার পরিণয়ক্রীয়া সম্পন্ন করিলেন। উদ্বাহ সমাপ্তি হইলে পর মহারাজ পাণ্ডু পরমরমণীয় হর্ম্ম্য মধ্যে নবপ্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। পাণ্ডু তাঁহাদিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া দিগ্বিজয় বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে

অভিবাদন করিয়া ও অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গসৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিকর পাণ্ডু নরবর প্রথমতঃ দশার্ণ দেশে প্রয়াণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর হস্ত্যশ্ব-রথপদাতিসঙ্কুল বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বলদর্পসমন্বিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধন সমুদায় ও বাহনচয় আত্মসাৎ করিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত বশম্বদ হইল। পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রয়াণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে শত্রুকুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিখায় নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল; আর মহাবীর পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন, রাঙ্কব, আস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল। মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্ত বস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগরা-ভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহা-দিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। পাণ্ডু শ্রবণসুখাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল-মনে হস্তিনানগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দ্দূর

গমন করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য যান; হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, উষ্ট্র,, মেষ প্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে দর্শন করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাহারা ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের সমুচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধন-দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রমিততেজাঃ পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদায় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহার বাসনায় বনপ্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন গিরিপৃষ্ঠে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশাল-বনে অবস্থিতি করিতেন। করেণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডুও সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ, ভার্য্যাদ্বয় সমবেত খড়্গহস্ত ধনুর্ব্বাণধারী বিচিত্র কবচযুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু মহীপাল প্রণয়িনীদ্বয় সমভিব্যাহারে পরম সুখে কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহীপতি দেবকের পরম সুন্দরী যুবতী

পারশবী তনয়াকে আনয়নপূর্ব্বক বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। বিদুর তাঁহার গর্ভে স্বসদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি পঞ্চদেব হইতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরুবংশ রক্ষা পাইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শত-পুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভেই বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিলেন? তিনি অনুকূল-কারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িনী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? এবং দেব হইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সাতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিতে চাহিলে গান্ধারী কহিলেন,—যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সমান গুণশালী শত পুত্র জন্মে। ব্যাস "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন যে, কুন্তীর বালসূর্য্যসমপ্রভ এক পুত্র জন্মিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপনার গর্ভপাত করিলেন। ঐ গর্ভে সংহতা লোহাষ্ঠিলার ন্যায় এক দ্বিবর্ষসম্ভৃতা মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতে-ছেন, এমত সময়ে ভগবান্ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূর্ব্বক গান্ধারীকে কহিলেন,—সৌবলেয়ি! এ কি করিয়াছ? গান্ধারী মহর্ষির সমীপে

আপনার অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন্! অগ্রে কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্ব্বে বর প্রদান করিয়াছেন,আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে; এক্ষণে এই মাংসপেশী হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন। ব্যাস কহিলেন,—সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর উপর জলসেচন কর। গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া মাংসপেশীর উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। জলসেকের পর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে মাংসপেশী একাধিক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভ সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে কহিলেন,—হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্ঘাটন করিও। ইহা বলিয়া মহর্ষি তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মিল, ঐ দিবসেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবল-বেগে বহিতে লাগিল; দিগ্দাহ আরম্ভ হইল; ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্গণ ও কুরুগণকে ডাকাইয়া কহিলেন,—মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই; এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠি-রের পর রাজ্যভাক্ হইবে কি না? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুন। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদগণ ডাকিতে লাগিল, অমঙ্গলসূচক শিবাগণ কর্কশধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান্ বিদুর সেই

সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। মহীপাল! যদি বংশ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই আপনার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি এক জনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয়, তাহাও বিধেয়। তাঁহারা সেই সদুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর ঊনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। ফলতঃ এক মাসের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমান হন। সেই সময় এক জন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে; ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল।

হে রাজন্! এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুনামা এক পুত্র জন্মিল।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে মহর্ষে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলাম; কিন্তু আপনি কহিলেন,—গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শত পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটী কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ মহর্ষি গান্ধারীপ্রসূত মাংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন

গর্ভধারণ করেন নাই, তবে কি প্রকারে দুঃশলানাম্নী শতাধিকা কন্যার জন্ম হইল ? শ্রবণার্থ সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয় ! বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন,শ্রবণ করুন। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন। ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ঘৃতকুম্ভ-মধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময় গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহর্ষি-বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার একশত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্রদৌহিত্র লইয়া সুখসচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়। গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন,—বৎসে ! এই শত ভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে ; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্তি হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যাভাগ রক্ষা করিলেন। হে মহারাজ ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল ; অতঃপর কি বর্ণন করিতে হইবে, বলুন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! শ্রবণ করুন। দুর্য্যোধন, যুযুৎসু রাজ, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু,

বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ড, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজাঃ এই এক শত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তিত হইল। পুত্রগণ সকলেই অতিরথ, সূর, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে নানাদেশ হইতে পরীক্ষিত পরম সুন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহ দিলেন এবং দুঃশলাকন্যা সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন! ব্যাসবরজনিত ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণের জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি দেবগণের অংশাবতরণ বর্ণনসময়ে কহিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! শ্রবন করুন। একদা মৃগয়াবিহারী মহিপাল পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগযূথপতি তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি মৃগ ও মৃগীকে একেবারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ

নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র ; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদসহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে কহিলেন,—মহারাজ ! যাহারা নিতান্ত কামক্রোধ-পরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত, তাহারও ঈদৃশ বিষম নৃশংসা-চরণে পরাঙ্মুখ হয় ; তুমি পরম ধর্ম্মাত্মাদিগের অকলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিলে। রাজন্ ! তর্কবাদ দ্বারা বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধির দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নহে। পাণ্ডু কহিলেন, রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য ; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে। দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য মৃগয়া করিয়া-ছিলেন। মৃগবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, অতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও না। মৃগ কহিল, রাজন্ ! যাহা কহি-লেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ-লোকের কর্ত্তব্য নহে ; ন্যায়যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন। পাণ্ডু কহিলেন, মত্ত, ভীত বা পলায়িত শত্রুকে বধ করাই অবিধেয় ; কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা কোনক্রমেই অবিধেয় নহে। মৃগ কহিল, মহারাজ ! তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে কদাচ পারি না, কিন্তু আমার বিহারবিরতিকাল প্রতিক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। কোন্ ভদ্রলোক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করিয়াছে ? হে রাজেন্দ্র ! আমি পুরুষার্থফললিপ্সু হইয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম ; তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে। মহারাজ ! তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা পৌরবদিগের নির্ম্মলকুলে জন্মিয়াছ, তোমার এতাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অধর্ম্ম্য কর্ম্ম করা কোনক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ ; তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পার্থিবেন্দ্র ! নৃশংসাচারী, পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরাচারগণের দণ্ড বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য ; তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। হে নরনাথ! আমি ফলমূলাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মারিয়া তুমি কি দুষ্কর্ম্ম করিলে! হে রাজন্! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি, আমার নাম কিন্দম; আমি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহনবনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই, মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ; এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইবে না; কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন্! তুমি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখ দি[illegible] সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি নিতান্ত কামপরায়ণতাপ্রযুক্ত বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচংযম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকেই উৎপাদন করিয়াছেন। হায়! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়াব্যসনের নিমিত্ত

বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। সম্প্রতি ব্যাসপ্রণীত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব ; যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি শোক, কি হর্ষ কিছুরই বশম্বদ হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইব না। সুখদুঃখের বশীভূত হইব না। কাহাকেও উপহাস বা ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিব না ; সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব। কি স্থাবর, কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণিগণকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবন ধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচজন গৃহস্থের বাটীতে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইব, অতি অল্প হইলেও তদ্দ্বারাই জীবনধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিকস্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাষ্পবারি দ্বারা একবাহু সিক্ত করিব। অন্য বাহুতে চন্দন লেপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইব। সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না ; কারণ, উপাসনা দ্বারা বশাকৃত লোকের নিকট হইতে অতি সম্মান পূর্ব্বক স্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও স্ববৃত্তি অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগসুখে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক কৌশল্যা, বিদুর,

সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও অস্মদাশ্রিত পৌরবদিগকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে, যে পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না। স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, মহারাজ! সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ভর্তৃলোক প্রাপ্ত্যাশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বল্কল ধারণ, ফলমুল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর চর্ম্ম ও জটাধারণ, শীতবাতাতপক্লেশ সহ্য, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়-সংযমন এবং বন্য ফল, জল ও মন্ত্র দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসিগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে কঠোর আরণ্যশাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্যবসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখ প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার বিবিধ করুণবাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎ-প্রদত্ত সমুদায় ধন গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহা-রাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল এবং তদ্দত্ত সমুদায় সম্পত্তি সমর্পণ করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্তে বিষণ্ণমনাঃ হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদায় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফলমূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিত জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে নাগশত নামা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, তথা হইতে কালকূট, তথা হইতে হিমালয় ও হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। পাণ্ডু-নৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমবিষমস্থলে বাস করত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন। পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করত তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করি-লেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ, কেহ বা সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোনুষ্ঠান করিলেন, তপস্যাদ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল এবং তিনি মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা কোথায় গমন করিতেছেন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে; আমরা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি। পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পত্নীদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে স্বর্লোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা এই পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশ সকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলেও সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্র সকল সংবাদন পূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে। মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে, যাহাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না; কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন। এই সুকুমারাঙ্গী অদুঃখোচিতা রাজপুত্রীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন? হে মহাত্মন্! নিবৃত্ত হও; আমাদিগের সহিত গমন করিও না।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই। আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই; এ নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার জীবন বিড়ম্বনামাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও

শ্রাদ্ধতর্পণাদিদ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহার সদ্গতি লাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে? তাপসগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ গুণ-সম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না; আমি সন্তানবিহীন, আমার শুভ লোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভা-বনা নাই। হে চারুহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগশাপে আমার পুত্রোৎ-পাদনশক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে; স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিনীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মুপাগত, সহোঢ়—জ্ঞাতিরেতাঃ এবং হীন-যোনিধৃত, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতাভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবরদ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম-ফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা

করিতেছি। দেখ, পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শরদণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্প-মাল্য ধারণ পূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত। অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমাত্র হানি হয় না; অতএব হে কুরুবংশাবতংস! তুমি অপত্যোৎ-পাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মন্! আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে? হে মহাত্মন্! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্ম করেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব গ্রীষ্মকালের দিবাকরের ন্যায় প্রখর-প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের

আয়োজন করিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তৎকালে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে রাজা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নিজ ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে সোমরসপান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পরম রূপবতী ভদ্রানাম্নী কাক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য গুণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্প দিনেই একান্ত বশীভূত হইলেন। এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিন-যামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকালমধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভদ্রা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার বিলাপ সহকারে মৃতপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র; মৃত্যু হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। হে নাথ! আমি তোমার সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা একক্ষণও বাঁচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সমস্থলে কি বিষমস্থলে তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিব। হে রাজন্! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ সাতিশয় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে। হে নরনাথ! বোধ হয়, আমি পূর্ব্ব জন্মে অনেকানেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন্! পতিবিহীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্ত্যলোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর। না জানি, পূর্ব্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশসংস্তরশায়িনী হইয়া ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিব। হে নর-শ্রেষ্ঠ! একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, "হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর; হে চারুহাসিনী! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।" এই অমৃতময় বচন পরম্পরা শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিন জন শাল্ব ও চারি জন মদ্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণবাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশ রক্ষার্থ তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানসপুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—হে কুন্তি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুর্ঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্‌যোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তরকুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারুহাসিনি! এই অঙ্গনানুকূল নিত্যধর্ম্ম যে

নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্য ধর্ম্ম। গাবীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবন করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে। হে ভীরু! পূর্ব্বকালে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখ, কল্মাষপাদ রাজার পত্নী দময়ন্তী ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্মক-নামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে কমললোচনে! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি! বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়; কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যব-হার করিতে পারে; তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অত-

এবং আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও; তাহা হইলেই আমি পুত্রবান্‌দিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতাম। দৈবযোগে এক দিন পরম ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্ন সহকারে ও পরমসমাদরপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন,—বৎসে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা সকামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। তুমিও সেই সেই অমরপ্রসাদে পুত্রবতী হইবে। মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ; দেখুন, উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব? হে রাজর্ষে! আমি তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি। অনুমতি পাইলেই তোমার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—সুন্দরি! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন; তাঁহাকেই আহ্বান কর। আমাদের ধর্ম্ম কোনরূপে অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব ধর্ম্মপুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য; তুমি পরমসমাদর-পূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দ্বারা পুত্রোৎপাদন

কর। পতিপরায়ণা কুন্তী যে আজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কার্য্যসাধনে যত্নবতী হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। হে কুরুনন্দন! ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সম্বৎসর পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সূর্য্যোপম, জলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে কহিলেন,—সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিব? কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন। ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশস্বী, তেজস্বী ও ব্রতাচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবনবিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন।"

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং কহিলেন,—কুন্তী! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে? লজ্জানম্রমুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে সুরোত্তম! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবল

পরাক্রান্ত মহাকায় দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন। বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র "বলবীর্য্যসম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন" এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাঘ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন যে, ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া পলায়নচেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতের উপর নিপতিত হইলেন; ভীমের বজ্রসম শরীরাঘাতে গিরিবর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসত্তম! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর, পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি, অমররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীর্য্যসম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পারিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গোব্রাহ্মণহিতকারী,

সুহৃদগণের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারক হইবে। দেবরাজ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডুও অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা, যশস্বী, অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, মহাত্মা, সূর্য্যসম তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্, অদ্ভুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপতিকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন। কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন; ঐ পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসীগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন; শুনিলেন, "হে পৃথে! তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয্য হইয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুন হইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতি লাভ হইবে। অর্জ্জুন স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশি, করূষ প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইহাঁর বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর, গ্রাম্য মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন। হে পৃথে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতনামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্টরাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন।"

হে ভরতবংশাবতংস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি

অমরনিকরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্প সমুদায়, বিহঙ্গমকুল, গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরা সকল, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান্ অত্রি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষপ্রজাপতি এবং দিব্যমাল্যাম্বরধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ অর্জ্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দ্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি নন্দি, চিত্ররথ, সালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, সত্বাবৃহত্বাবৃহক, করাল, বহুগুণশালী ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, সুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন সুবিখ্যাত হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ তুম্বুরু আসিয়া অর্জ্জুন সমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা বিশালনয়না, অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, বপুঃ, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিতি, উম্লোচা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্য্যন্য ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য, ইহাঁরা আকাশে থাকিয়া অর্জ্জুনের মহিমাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যগণ অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কর্কোটক, বাসুকী, কচ্ছপ এবং কুণ্ড ও তক্ষক ইত্যাদি মহাতপাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ, আরুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন।

বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকে নেত্রগোচর করিতে পারিল না। মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষদ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিন বারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে। পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যাপদবাচ্য হইয়া থাকে; অতএব হে বিদ্বন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ?

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজদুহিতা নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই; আমি বরার্হা হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শতপুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না; কিন্তু হে মহারাজ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুইজনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন্! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্য লাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে। কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোনক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে

যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত, কেবল তোমার মত হয় কি না, এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই; এক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবে না।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, হে পৃথে! দেখ, ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তপঃসাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন; অতএব হে প্রিয়ে! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং আপনার যশোবর্দ্ধনের নিমিত্ত একবার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর, ইহাতে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। কুন্তী পাণ্ডুনৃপতির বাক্য শ্রবণানন্তর মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভুমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমারদ্বয়! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর। শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বচন বিধানপূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি

তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান্ মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে সুতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন,—মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত্ত; সে একধার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুইজনকে একেবারে আহ্বান করিলে দুই ফল লাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবৎপর্ব্বতে থাকিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বীর্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়-দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া পরমসুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্ব-ভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক, পণরি, ভদ্রক প্রভৃতি ফলপুষ্পসুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প দ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্ত-কাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্য-

সম্পন্না রাজীবলোচনা মদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন,কিন্তু রাজা কোনক্রমেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, রাজা বারংবার মাদ্রীকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপ-বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূর হইতে সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলিতচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ ঐ স্থানেই থাকুক। কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম, ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? দেখ, আমি যেরূপ ইহাঁকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য ছিল, তবে কেন ইহাঁকে নির্জ্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপবিষয়িনী চিন্তা ইহাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তন্নিমিত্ত নিয়তই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন; অদ্য তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহাঁর মন চঞ্চল হইল? মদ্ররাজনন্দিনী! তুমি ধন্যা ও আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ। মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—দেবি! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অতি করুণস্বরে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের

দুরদৃষ্টক্রমেই হউক বা ঋষিশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্তই হউক, অথবা দুর্দ্দান্ত মদনের অনিবার্য্যতাবশতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন,—ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি ঐ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতি-পালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী কহিলেন,—আর্য্যে! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহাঁর সহগমন করিব; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে। আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ-কল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপন পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিবে, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, "মহাযশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহুদিবস তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে

তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র, কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।” মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুরনিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষাশূন্য ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণবিভূষিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত সহিত কৌরব-গণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ দ্বারা যথাবিধি পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপস-গণের মধ্যে পরিণতবয়স্ক এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মত গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মান্যবরগণ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডু নামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বায়ু হইতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবরাজ

ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের যশো-রাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবে। আর, এই যে দুই মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ, ইহাঁরা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্যগণ! এইরূপে পরম ধর্ম্মাত্মা মহা-যশস্বী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মনুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করাতে পুরের আর সেরূপ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ সিদ্ধ মহর্ষিগণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—পাণ্ডু ও মাদ্রীর সমুদায় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরমসমারোহ পূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও এবং তাঁহাদের দুইজনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদায় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসম্বৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংস-নীয়। যেহেতু সেই মহাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণানন্তর "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীষ্মকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে, মহার্ঘবস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বরধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন" এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতরণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠদ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত

দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ হায়! কি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্‌-যোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরববণিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিল।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেম। পরে কৃত-শৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মাতঃ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই; দিন দিম পাপ বৃদ্ধি হইতেছে; পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে। বোধ হয়, লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়া-জালে জড়িত ও নানাদোষসঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানু-

ষ্ঠানে নিরত হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতি প্রযুক্ত রাজশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অতি অল্প-দিনের মধ্যেই সবংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পরিবর্ত্তে বনে গমনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রবধূ অম্বিকাকে কহিলেন,—অম্বিকে! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একবারেই উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি। অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, পৈতৃক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কারসকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগ গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘট্টন করিয়া দিতেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন একাকী, তথাপি তাঁহাদের সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন। তিনি কখন কখন তাঁহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ-পূর্ব্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাঁহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষত-মস্তক, কেহ বা ক্ষতস্কন্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেন। জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাঁহাদের দশজনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাঁহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাঁহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, ভীমসেন সেই সময়ে

পাদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন ; তাঁহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতেন। ফলতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। এইরূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান্, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত ; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে ; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এইরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কম্বলনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদক ক্রীড়নক নামে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাপকার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সম্বাদ প্রদান করিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, চল আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি। সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত শৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভী, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; সুশীতলজলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ উদ্যানের সমুদায় জলভাগ সুকোমল কমলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্যবস্তুসকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষমিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায় পরম সুহৃদের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের বক্ষে সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরলহৃদয় ভীমসেন, ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত,তাহা না জানিতে পারিয়া সাতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমাহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহারগৃহে গমনপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য প্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

ভীমসেন কালকূটপ্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের উপর নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণদশনদ্বারা দংশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষদ্বারা ভীমশরীরস্থ স্থাবর কালকূট বিষের তেজ একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ়

কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্রও দশনচিহ্ন হইল না।

এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাসবতুল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে নাগেন্দ্র! এক মহাবল পরাক্রান্ত মানব আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয় বিষপান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত পদের বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েকজনমাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।"

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতিপ্রসন্নচিত্তে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন কোন সর্প কহিল, হে নাগেন্দ্র! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ড রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ড হইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন। নাগরাজ তথাস্তু বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগগণের আশীর্ব্বাদগ্রহণপুরঃসর শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃতপান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এ দিকে কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়া শেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন,তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন, যে তিনি আমাদিগের অগ্রেই গিয়াছেন; ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যান বিশেষে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর প্রবেশ করিলেন। ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুর্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ভীমের কোন অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননীসদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে! তাহাকে দেখিতেছি না কেন? তবে সে কোথায় গেল? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত গমন করে নাই? আপনি ত তাহাকে কোথাও পাঠান নাই।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হায়! কি হইল বলিয়া সসম্ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এপর্য্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর। চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। দুৰ্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রূর, একান্ত ক্ষুদ্র, বিষম রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয়ত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে কল্যাণি!

যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার এ কথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় উপদ্রব করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ সম্পাদন করিবেন। বিদ্বান্ বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গমন করিলেন, কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

এদিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভুজঙ্গমগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধায়ক অমৃতপান করিয়াছ, তদ্দ্বারা অযুতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অধৃষ্য হইবে; এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন ভবনে গমন কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার অদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছেন। নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর স্নানসমাপ্তি করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান ও শুক্লমাল্যধারণপূর্ব্বক বিবিধ বিষঘ্ন সুরভি ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমান্ন ভোজন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নাগলোক হইতে স্বগৃহগমন মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাঁহাকে জলমধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন করিয়া দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া বনোদ্দেশ হইতে স্বভবনে গমনপুরঃসর সর্ব্বাগ্রেই জননীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং "দৈব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুকূল, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার তোমার

সন্দর্শন পাইলাম” এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদের নিকটে দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত অবধি আপনার পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত দুষ্ট ব্যবহার শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা কহিলে এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে আনিও না; আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণবিষয়ে সচেষ্ট থাকিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা বলিয়া তদবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য কৃপ কিরূপে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহর্ষি গোতমের গৌতম বলিয়া এক পুত্র জন্মেন। তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল। ঐ পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভিলাষী ও যত্নবান্ ছিলেন। যেমন ব্রহ্মচারিগণ তপোনুষ্ঠান দ্বারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্যাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপোনুষ্ঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনাম্নী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। জানপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্ব্বাণধারী শরদ্বানের পরম রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরী-

ক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এই অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্তপ্রকারে কুসুম-শরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই তপোন্তরায়ভূতা অপ্সরার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্খলিত রেতঃ শর-স্তম্বে নিপতিত হইল। বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সৈনিকপুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল। তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মণের অপত্যযুগল বিবেচনায়, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে, স্থির করিয়া সে রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন দর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ইহারা আমার সন্তান হইল বলিয়া শরদ্বানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন।

এদিকে মহাত্মা শরদ্বান্ আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা একজন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি একদা তপোবলে কৃপকৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কৃপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক জন উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল, বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগ্দেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াধান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ নানাশস্ত্রসম্পন্ন দেবতুল্য সত্ত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন। পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং শিক্ষাপ্রদানার্থ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ করিলেন এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অচিরকালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিততেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ধনুর্ব্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন; কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন; কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি কাহার পুত্র এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার সর্ব্বাস্ত্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন; এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয়নামে পর্ব্বত আছে; তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোহগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ, দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপ-

শালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামা তপো-ধনকে এক আগ্নেয় অস্ত্র দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃষতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন; তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোকপ্রাপ্ত হইলে মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় উত্তরপাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে দ্রোণ মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইহাঁর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি শ্রবণানন্তর এই দৈববাণী হইল, "এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বহ্রেষার ন্যায় গভীরধ্বনি দ্বারা দিগন্ত সকল প্রতিধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে।" মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে অরাতিতপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার এককালে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বনে অবস্থিতিপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার কুলে সমুৎপন্ন ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসম্ভূত, আমার নাম দ্রোণ; আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি। দ্রোণের বাক্যাবসানে

ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে ? দ্রোণ কহিলেন,—ভগবন্ ! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন । রাম কহিলেন,—হে তপোধন ! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এই সসাগরা পৃথ্বী স্ববাহুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি ; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব । তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে প্রয়োগ সংহার সমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় আমাকে প্রদান করুন । পরশুরাম “তথাস্তু” বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন । দ্বিজসত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরম প্রীতমনে প্রিয়-সখা দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন ।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন,—রাজন্ ! আমি তোমার সখা । ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদরাজ দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না ; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে ; কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না ; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর । হে দ্বিজোত্তম ! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ নিবন্ধনমাত্র ; যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা

কদাচ হইবার নহে, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ ; হে ব্রাহ্মণ ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য ; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র ! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না ; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন এবং সেই ক্ষণেই দ্রুপদরাজের প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহই তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকাদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে বালকবৃন্দ ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমা-

দিগের ক্ষাত্রবলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও। এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন,—মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন, এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন। তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্ত্তব্য-বিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, সেই মহা-তেজাঃ এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের

হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া সংপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক যথোচিত সংকার করিয়া সাদর সম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন,—হে মহাত্মন্! পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদশিক্ষার্থে মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকটে গমন করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাধারণ পূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া বহুবৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ সময়ে পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত। এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার পরমোপকারী প্রিয় সখা হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয়বাক্য বলিত ও আমার প্রিয়কার্য্য করিত। একদা আমাকে কহিল, হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। তিনি যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, সম্পত্তি ও সুখ,সমস্তই তোমার অধীন হইবে। দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিনমধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম। কিন্তু তদবধি তাহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক রহিল।

হে শান্তনুতনয়! কিছুদিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভা-কাঙ্ক্ষায় গোতমনন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিলাম। ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘ-কেশা, পরমপ্রজ্ঞা, মহাব্রতা এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা। কিয়দ্দিনানন্তর কৃপীর গর্ভে আমার অশ্বত্থামা নামে মহাবিক্রমশালী আদিত্য-সমতেজা এক পুত্র জন্মিল। পিতা যেমন আমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম। একদা অশ্বত্থামা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে আমার মন নিতান্ত সঙ্কুল হইল।

তখন আমি ধর্ম্মানুগত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর স্থলে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাবী দেখিতে পাইলাম না, পরিশেষে বিষণ্ণমনে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া "এই দুগ্ধ, ইহা পান কর" বলিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইতেছে। বালস্বভাব অশ্বত্থামাও উহা পান করিয়া দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ "ধনহীন দ্রোণকে ধিক্, যাহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে" এই বলিয়া তাহাকে বারংবার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তানের সেই দুরবস্থা দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে নির্ধনতাজন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্বস্নেহানুসারে পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি। দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, হে ব্রহ্মন্! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তুমি আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়। সখ্য চিরকাল সমভাবে থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা পরস্পরের ক্রোধ উহাকে বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বে

তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনমাত্র। যেমন মূর্খের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ? হে মন্দাত্মন্! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীনলোকের সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা কি তুমি জান না? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দু-মাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।

হে শান্তনুতনয়! দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটূক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি ত্বরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান্ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম। এক্ষণে তোমাকে সম্বর্দ্ধন করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি। বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্রশিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখভোগ করুন। কুরু-দিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যখন যাহা চাহি-বেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহানুভব ভীষ্ম কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্র-

দিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে কৌরব, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন,—হে শিষ্য-গণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে,এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর। তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন,—মহাশয়! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, সন্দেহ নাই। আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে দেশ দেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাণিত বাণ ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এই মানসে নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন। মহামতি দ্রোণ, রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরুসন্নিধানে সমাগত হইতেন। সুমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্ব-ত্থামার সহিত সমকালে আগমন করিতেন বলিয়া, তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই

ন্যূন হইলেন না। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জ্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে অর্জ্জুনকে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া সূপকারিণীকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জ্জনে কহিলেন,—হে বিজয়ে! তুমি অর্জ্জুনকে অন্ধকারে অন্ন উপযোগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে প্রতিষেধ করিলাম, ইহা কদাচ অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশ করিও না। একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অবসরে প্রবলবেগে বাত্যা উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার হস্ত অভ্যাসবশতঃ আস্যদেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই বলবৎ হইয়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর যাহাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব, এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর, প্রাস ও শক্তি প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে কৌশলসম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্ দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, দ্রোণসন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি; সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত; এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদরাজতনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় মৃণ্ময় এক দ্রোণ নির্ম্মাণ ও তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল। এইরূপে সে অচিরকালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। একজন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদরাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিনজটাধারী নিষাদরাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দবেধিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র? একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় লইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন,—গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তখন অর্জ্জুনমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে অরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী, মলিনকলেবর নিষাদরাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণবর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে

দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দনপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন,—হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দ্রোণ কহিলেন,—হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর। সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অঙ্গুলি দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

অর্জ্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এই ধরাধামে অর্জ্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবেক না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। অশ্বত্থামা সর্ব্ব রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইহাঁরা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন, অর্জ্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জ্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণেরঅসমক্ষে শিল্পী দ্বারা একটি কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আমার আদেশ-বাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করি-তেছি; মদীয় বাক্য অবসান না হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর। এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি শরসন্ধান করিয়া আমার বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুঃগ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচার্য্য দোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কহিলেন, তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর। যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করি-তেছি। তখন দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এ স্থান হইতে অপসৃত হও। এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এইবারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ধনুকে গুণ রোপণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ কর। অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ? তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরী-ক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি। অনন্তর দ্রোণ

প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন বৎস ! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ ? অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, না, আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ বাকচাতুরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস ! তবে লক্ষ্য বেধ কর ; এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদরাজকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্যপ্রভাবে কুম্ভীর হস্ত হইতে জঙ্ঘা মোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে সসম্ভ্রমে আদেশ করিলেন, হে শিষ্যগণ ! তোমরা কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জ্জুন দুর্নিবার ও খরধার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন।

কুম্ভীর অর্জ্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভারদ্বাজ দ্রোণ, মহারথ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরাঃ নামে এই অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু বৎস ! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না ; কারণ, অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে। এই অস্ত্র সামান্য অস্ত্র নহে ; অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর। দেখিও, আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে বীর ! যদি কোন অমানুষ

শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মিবে না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন। মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষাদর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনকার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজ আমার অন্ধতানিবন্ধন নির্ব্বেদের উদয় হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক, কুমারেরা যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের একান্ত অভিলাষ করি। এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন; এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরুগুল্মবিহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্রযোগসম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করত ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোক-

দিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদুর্য্যমণিশোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণসমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষাদর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল; তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই অবসরে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ, শুক্লযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লচন্দনানুলিপ্তকলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান পূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্যকর্ম্ম সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল; কেহ বা অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। রাজকুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎকালে কার্ম্মুকদ্বারা অস্থিরলক্ষ্যপাত প্রভৃতি

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বার-ম্বার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; খড়্গ, চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহুযুদ্ধ সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গদ্বারা কৌশলক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান খড়্গের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের নির্ভীরুতা প্রকাশ পাইল। তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না; তাঁহারা অসিপ্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদায় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করি-ণীর নিমিত্ত চীৎকার করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর গর্জ্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলা-কারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে উভয়পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে দর্শকেরা হা বীর কুরুরাজ! হা ভীম! এই বলিয়া মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর; দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ উদ্রেক না হয়। অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধ, অম্ভোনিধির ন্যায় গদা-যুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক

কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর ; হে দর্শকগণ! তোমরা ইহাঁকে দর্শন কর। তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধালতার অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন ; তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অনন্তর 'ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন' 'ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়' 'ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র' 'ইনিই কৌরবগণের রক্ষক' 'ইনি অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' 'ইনি পরম ধার্ম্মিক' 'ইনি অতিশয় সুশীল' দর্শকগণকৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাষ্পস্তন্যদ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণগোচর হইলে তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদুর! উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলাহল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সাংগ্রামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উত্থিত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! আমি কুন্তীগর্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোক সকল সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণসন্নিধানে আপনার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণদ্বারা

সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্যসকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এককালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিষাণকোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা, ধনু ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় হইল। এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল, ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা, 'ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের? না দলিত ভূতলের? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব শ্রুত হইতেছে', এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্রসহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বকালে অসুরসংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চতারা-গ্রথিত হস্তাসংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবপরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি-সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া

নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল এবং 'ইনি কে' ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে জলধর-গভীরস্বরে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নিদেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জ্জুন যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর। তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, প্রভো! বোধ হয়, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ভাল, এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষ পক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিও। দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে ও যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন! দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণকর্ত্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ, দুর্য্যোধন ও

তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সৌদামিনী-পরিবেষ্টিত, বলাকাশোভিনী মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর ভগবান্ ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জ্জুন মেঘের সুশীতলচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, যে দিকে অর্জ্জুন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক একপক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল। এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জলসেচনদ্বারা পরিচর্য্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে ধনুর্দ্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ, রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনসমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক

মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামরব্যজন এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতিদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে। দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। কর্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর কর্ণের জনক অধিরথ সূত ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও স্খলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া কম্পিতকলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরবরক্ষার্থে অভিষেকার্দ্র মস্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সসম্ভ্রমে বস্ত্রদ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং অভিষেক-জলক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, রে সূতনন্দন! রণে অর্জ্জুনহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর্। রে নরাধম! হুতাশনসন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুক্কুরের অবলেহনযোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্। তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীম-

সেনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। দেখ, ভগবান্ জ্বলন, জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহর্ষি দধীচির অস্থি হইতে অসুরকুলনাশক বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইহাঁদিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসাধারণ পরাক্রমশালী। যাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহানুভব দ্রোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। গোতমবংশে শরস্তম্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন। আর তোমাদিগের যেরূপে জন্মলাভ হইয়াছে তাহা আমাদিগের অগোচর নাই; যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়, ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদসহকৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপনাপন আবাসে প্রস্থান করিল। এই অবসরে দিব্যলক্ষণ-লক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে গর্ভজাত পুত্ত্রবোধে ভোজদুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনভয় তিরোহিত হইল। ধনুর্ব্বেদবেত্তা কর্ণও দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া স্থির করিলেন।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য, পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়-দিগকে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে। শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্যে অঙ্গীকার করত তৎক্ষণেই দক্ষিণাদানার্থ আচার্য্য দ্রোণ সমভিব্যাহারে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নষ্ট করিলেন এবং মহাতেজাঃ দ্রুপদরাজের রাজধানী উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, ইহাঁরা ও অন্যান্য অনেকানেক রাজকুমারেরা ব্যগ্রতা সহকারে "আমিই অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা রথারোহণপূর্ব্বক সারথিসমভিব্যাহারে নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যজ্ঞসেন বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত শরক্ষেপ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোররূপে শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্রেক দর্শনে পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া দ্রোণকে কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! কুমারগণ আত্মানুরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা দ্রুপদরাজকে রণে পরাজয় করিতে পারিবে না, এই বলিয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নগরীর বহির্ভাগে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদরাজ কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিস্তীর্ণ করিয়া কৌরবীসেনাকে

মোহাবিষ্ট করিলেন। কৌরবগণ, রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্ত একমাত্র দ্রুপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিলেন। দ্রুপদের সুতীক্ষ্ণ শর চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্কন্ধাবার হইতে সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি অতি সুমধুর বাদ্য বারম্বার ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের শরাসনধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন ইঁহারা রোষ-পরবশ হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয় দ্রুপদরাজ পার্শ্বদেশে বাণ-বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষ সেনাগণকে দগ্ধপ্রায় করিলেন এবং দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও অনেকানেক প্রথিত মহাবীর রাজকুমারদিগকে জর্জ্জরিত করিলেন। তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুষল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নগরবাসী আবালবৃদ্ধগণ সেই তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা তাদৃশ ভীষণ ও লোমহর্ষণ কলরব শ্রবণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবকে চক্রব্যূহ রক্ষায় নিয়োগ করিলেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক তদীয় নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বায়ুবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন। তৎপরে ভীমসেন পাঞ্চালরাজের উচ্ছলিত সাগরসম শব্দায়মান সেনাসাগর মধ্যে দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক কুঞ্জরবল চূর্ণ করিতে ধাবমান হইলেন। অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া হস্তিদল সংহার করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গশৈলশৃঙ্গকল্প কুঞ্জরবল ভীমের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভীম হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমুদায় ভূমিসাৎ করিলেন। যেমন বনমধ্যে গোপাল বালকেরা পশুগণকে দণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, বৃকোদর সেইরূপে রথ ও নাগবল চালনা করিতে লাগিলেন।

যুগান্তানলকল্প মহাবীর্য্য অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ শরজাল দ্বারা দ্রুপদকলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরপুরুষেরা সাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল এবং সিংহনাদ করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ফলতঃ এই যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বীরগণের সিংহনাদ দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি উপর্য্যুপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং বিপক্ষেরা তাঁহার গাত্রে আঘাত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইল। এই অবসরে সিংহনাদসহকৃত সাধুবাদ উত্থিত হইল। তৎপরে শম্বরাসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিতের সহিত অতি সত্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর পাঞ্চালসৈন্য মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। মৃগরাজ সিংহ যেমন অরণ্যমধ্যে যূথপতি হস্তীকে শীকার করিতে উদ্যত হয়, সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জ্জুনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সেইরূপে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে পাঞ্চালরাজ এক শত শরদ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন বাণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সত্যজিতের ধনুর্জ্যা ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিগমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সত্বরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তৎপরে অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ সত্বর শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, পার্ষ্ণি ও সারথি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধনু ছিন্ন হইলে সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিলেন এবং রথে পুনর্ব্বার অশ্বযোজনা করিলেন, কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে সাহস করিতে পারিলেন না। দ্রুপদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া প্রবলবেগে অর্জ্জুনের

উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরে অর্জ্জুন দ্রুপদের ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া পাঁচ বাণদ্বারা তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া করে করবাল ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রথে আরোহণ ও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন। মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দ্দে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষ পক্ষের হস্তগত দেখ, এক্ষণে তুমি সখ্যতা সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সফল করিব। এই কথা কহিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বীর! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না; আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম; সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। এজন্য তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্ব্বার রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিবে। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর

দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম, যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরম প্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনকার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সৎকার করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ বিষণ্ণমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ-সম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী নদীপর্য্যন্ত দক্ষিণপাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রাপুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থিরসৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি এককালে তিরোহিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল, তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী

হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপবিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবীসভায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার গুরু অগ্নিবেশ, অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন, বৎস! আমি তপোবলে ব্রহ্ম-শিরঃ নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে। গুরু-দেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, 'বৎস! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণবীর্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না।' এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না; কিন্তু বৎস! মুনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতি-সম্প্রদায়-সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্ব্বার কহি-লেন, হে অর্জ্জুন! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর। অর্জ্জুন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র উত্থিত হইল; ফলতঃ অর্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, রথ ও ধনুর্যুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর সহদেব উশনাপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশি-ক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করি-লেন। সৌবীর বৎসরত্রয়ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীবকে শাসন করিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয়

দত্তামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্রনামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অযুতরথ ও পশ্চিমদেশবাসীদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌ও জয় করিলেন এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদায় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল; তিনি তদ্বিষয়িণী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব? তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না। প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা কহি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন; কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষবলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন এবং জনগণের ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ডদ্বারা সর্ব্বকার্য্যের সমাধা করিবেন। রাজার আত্মছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাঁহার সহায়, সাধন

ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সম্বরণ করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য; কারণ, অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোন ক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ, সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন। শরাসন তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন। তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবেন না। প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন। পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্র সকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরচ্ছিদ্র দর্শনে তৎপর হইবেন। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক্ ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায় বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বসিত করিয়া পরে বৃকের ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহ বিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ হয়, তদ্দ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন; কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ মৃণ্ময় ঘটকে প্রস্তরো-

পরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাষী ও কৃপণ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ ; প্রত্যুত যেরূপে হউক, তাহাকে বিনষ্ট করিবে ; অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রু সংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তি লাভ হয়।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক ! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। কণিক কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বকালে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটিয়াছিল,তাঁহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, উন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান্, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অসক্ত হইলে পরি-শেষে জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র ! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান্ ; সুতরাং তুমি বারম্বার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না ; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মূষিক গিয়া ঐ হরিণের পাদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব। তাহারা সকলে একতানমনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মূষিক গিয়া মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক, মৃগকলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, ওহে ! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করি-তেছি। তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল। শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, হে জম্বুক ! ভাই আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি

কি কারণে শোক করিতেছ ? আইস, আমরা মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো ! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য এই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্ ! আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্ব্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল ; এই কারণে মৃগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই। তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক ! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে ; এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক ! তোমার মঙ্গল ত ? বৃক যাহা কহিয়াছে শুন, তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই ; এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি ; এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু-কাল পরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই ! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; তিনি কলত্রসহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন ; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তখন পিশিতাশন বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও শঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল ! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করি-য়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক ! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধি-মান্ মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা

বলবান্, সন্দেহ নাই। অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; চলিলাম, এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরমসুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বলপ্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। মহারাজ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন; পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শক্রর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শক্রকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়; কদাচ উপেক্ষা করিবে না। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রী লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন। আর যদি গুরুও অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান-শূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য আস্যে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে। প্রহার করিয়া কৃপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃত ব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয়। শান্তবাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শক্রকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শক্র সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে; ইহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবেক না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে। আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা

উচিত, কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না ; যেহেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন, পানাগার, পথ, সর্ব্বতীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্বসমবায় ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে, মিষ্টবাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে ; কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্ববাদ, পাদবন্দন ও আশা করিবেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিঘ্নানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে, কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্টসিদ্ধ কর, তাহাও সত্বরে করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কামদ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্মদ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই ; সংশয়ারূঢ় হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক সন্তাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান কথন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে ; নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পাণ্ডিতকে ধনদানাদিদ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক

নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সম্বরণ করিয়া চরদ্বারা সর্ব্ববিষয় অবধারণ করিবে। পরমর্ম্মবিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না। শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র, কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদ্যোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে। যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে; কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সম্পদ্ লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে; কারণ, দেশকাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এককালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকালব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্তদ্বারা বিঘ্ন ও হেতুদ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রুসংহারকারী রন্ধ্রানুসারী অতি দারুণ সহায়সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ

সংহার করিয়া থাকেন; অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্ব্বিবাদে আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণসম্পন্ন ও কুলশীলবিশিষ্ট; অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্রসমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃকল্প হয়, করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর স্থবলনন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিতদ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; কুন্তী কুমারগণ সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ, যন্ত্রযুক্ত, পতাকাসুশোভিত ও সুদৃঢ়; বায়ুবেগোত্থিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তালতরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর; তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই। কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদুরদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে

পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নিষাদী পঞ্চপুত্র সমভি-ব্যাহারে পুরোচননির্ম্মিত জতুগৃহে শয়ানা ছিল। উহারা ছয় জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধম পুরোচনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চপুত্র সমভি-ব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যে বিদুরের পরামর্শানু-সারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। যাহা হউক, বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল, হে কৌরব্য! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণ সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ভোগ কর। ধৃতরাষ্ট্র, জননীসমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ সমভি-ব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন্! জতুগৃহ দাহ অতিশয় দুষ্কর্ম্ম ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার; উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবি-শেষ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডব-গণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন করিতেন না; কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল; তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, মহাত্মা

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে; দেখুন, পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল, আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবি লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে; অতএব হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—প্রজ্ঞাচক্ষুঃ নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হই-

লেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েকজনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব। পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।

দুর্য্যোধন কহিল, হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না, অতএব যদি

আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই বা আমা-দিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত ! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত ; সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা. কৃপা-চার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে ; যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না ; অতএব মহাশয় ! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণা-বত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না ; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে ; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর অনুজগণসমবেত দুর্য্যোধন,ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণা-বত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয় ; তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানী-পতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানাদিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে। দৈব-দুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়। মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডু-পুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকটে কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ; অতএব

যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম; আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমাভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত

সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেস্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশাল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠ প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্‌গণসমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণাবত নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমনজন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ সময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন এবং সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদায় প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'কুরুকুলকলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্কুচিতচিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতি-

নিবৃত্ত হউন ; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর 'তথাস্তু' বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেতদ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পর-মতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জানে, সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে ; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিঙ্ নির্ণয় করিতে পারে না ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না ; আমি এই কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্ নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।'

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া 'বুঝিলাম' এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন এবং তুমিও তাঁহাকে 'বুঝিলাম' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না ; যদি প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল ; শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীতবচনে কহিলেন, মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায়

পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। আমি তাঁহার ঐ উপদেশ-বাক্য শ্রবণানন্তর, 'বুঝিয়াছি' বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। হে নৃপতি-সত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্তি, অশ্ব, রথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমার-দিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরি-বৃত হইয়া অমরসমাজমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহা-দিগকে যথোচিত বিনয় সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদর পুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্মে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচনকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করি-লেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিববিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল।

মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণদক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্বজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয়গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের আকারেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এইখানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ, এই শত্রুনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, "এই অধর্ম্ম অস্বর্গ কর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল" বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন

পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গর্ত্তমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছ-ভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও 'বুঝিলাম' বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাত্মা বিদুরের প্রিয় বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয়গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই

জতুগৃহের রন্ধ্রমধ্যে অস্ত্র শস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে যে, আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোনমতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ্ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুযত্নসহকারে পরিখা খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন; রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ

করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ-পূর্ব্বক অভিমত পান ভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তী-ভোজদুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পান-ভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিক হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্রতাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ! দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুল-কলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে, পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র-গণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহ্য-মান জতুগৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্ত দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার

গৃহদাহভয়; ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুল-প্রদীপ! পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাত্মা বিদুর একজন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, একারণ সে প্রিয় হয়; কিন্তু বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমারুতগামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, হে মহানুভব! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর আপনাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে। হে মহাত্মন্! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, মহাত্মা বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। বিদুরপ্রেষিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর বিদায় প্রার্থনা

করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল; পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণানন্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হায়! পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে এই গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করেন নাই, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইঁহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন।" যাহা হউক, আইস আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ" বলিয়া সংবাদ পাঠাই।

তদনন্তর পৌরগণ পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে ভস্মীভূতা নিরপরাধা নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রকে দেখিতে পাইল; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চপুত্র-সমবেতা কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর পাংশুদ্বারা এরূপ পূরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এতদিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি ত্বরায় বারণাবতনগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তীরাজপুত্রী কুন্তীর সৎকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী

প্রস্তুত করুক। আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে, তাহাদের সুহৃদ্বর্গও তথায় গমন করুক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে, তাহাতে যেন কোন প্রকারে ক্রটি না হয়।”

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনানন্তর জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ “হা যুধিষ্ঠির! হা ভীমসেন! হা অর্জ্জুন! হা নকুল! হা সহদেব! এবং হা কুন্তী!” বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনানন্তর নৌকারোহণপূর্ব্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতবেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্‌নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রান্ধ হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ, এই নিবিড় অরণ্যানমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে; আমরা কোনপ্রকারেই দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুরাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না; এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই। তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমিই পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া চল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় ঊরুবেগে বনস্থ বৃক্ষসকল শাখা প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জঙ্ঘাপবনে

পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল, তিনি সমীপস্থ ফলপুষ্পাবনত বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করিয়া গমনপূর্ব্বক ক্রোধান্বিত তেজস্বী মদস্রাবী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা অতি কষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল; ঐ সময়ে তাঁহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোনপ্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্রূর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল; অকস্মাৎ প্রবল বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ফলপত্র পতিত, বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটিত ও অবনামিত হইয়া দশ দিক্ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সেই আহারদ্রব্যশূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাতুরা হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, হায়! আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলাম। ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তিপরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই বিপুল ন্যগ্রোধ পাদপমূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম করুন; আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি। ঐ দেখুন, জলচর সারসগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয়, অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে। তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সারসগণের কলরবানুসারে ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান করণানন্তর মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে

সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায় কি কষ্ট! আমার কি দুরদৃষ্ট! আজি ভ্রাতাদিগকে ধরাতলে নিদ্রিত দেখিতে হইল! বারণাবত নগরে দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে সুষুপ্ত হইয়াছেন! হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তীরাজের পুত্রী, যিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের স্নুষা, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, অদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হ-শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? যে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরাজ্যের আধিপত্য হইতে পারেন, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন! নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ আলোক-সামান্য অর্জ্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন! ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! যে মাদ্রীনন্দনদ্বয় অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপ-বান্, ইঁহারা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছেন; ইহার পর আর দুঃখ কি আছে? যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কালযাপন করে। গ্রামে একটিমাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে পুষ্পফলোপশোভিত হইয়া চৈত্য নামে খ্যাত ও সকলের পূজিত হয়। যাহাদের বলবান্ পরম ধার্ম্মিক জ্ঞাতি সকল থাকে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, পরম সুহৃৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; কেবল দৈবের অনুকূলতায় এ কাল পর্য্যন্ত জীবিত আছি! দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে যাইব বা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হা দুরাত্মন্ কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এত

দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম, তোর দৈব সুপ্রসন্ন; তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ একবার ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কর্ণ ও শকুনি সমভিব্যাহারে শমনভবনে পাঠাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করে করে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় ক্রমে ক্রোধশূন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইতরের ন্যায় মহীতলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে; এক্ষণে ইহাঁদের জাগরণ সময়, কিন্তু ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন; কি করি, আমিই জাগিয়া থাকি, ইহাঁরা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জলপান করিবেন। এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায়।

——:o:——

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! ঐ বনের অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবল পরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস করিত। ঐ দুরাত্মা অত্যন্ত ক্রূর ও জলদকালের জলধরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সুদৃঢ়, চক্ষুর্দ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল বিশাল, জঙ্ঘামূল ও জঠর লম্বমান, শ্মশ্রু ও শিরোরুহ তাম্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড সদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভ-শ্রবণোপম ছিল। রাক্ষস বৃক্ষে বসিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। দুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্যশোণিত পান করে নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; মনুষ্যগন্ধ আঘ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল; পরে ঊর্দ্ধাঙ্গুলিদ্বারা শিরঃকণ্ডুতি করিতে করিতে মুখব্যাদনপূর্ব্বক জৃম্ভনচ্ছলে

বারংবার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঐ দেখ, বহুদিনের পর আমার পরম ভক্ষ্য-সকল স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি বহুদিনের পর সুকোমল-মাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে সুতীক্ষ্ণ বিশাল দশন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনীচ্ছেদনপূর্ব্বক অভিনব কবোষ্ণ ফেনিল রুধির পান করিয়া চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহারা কে? উহাদের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার পরম পরিতোষ হইতেছে। শীঘ্র যাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও, ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া নরমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম পরিতোষে তাল প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল শালবৃক্ষ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রূর বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিস্নেহ সোদরস্নেহ অপেক্ষা বলবান্; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিলে মাংসভক্ষণ ও রুধির পানদ্বারা আমার ক্ষণকাল মাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চিরকাল পরম সুখভোগে কালহরণ করিতে পারিব। কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দিব্যাভরণ-ভূষিতা ষোড়শবর্ষ-দেশীয়া কামিনীর বেশধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দগমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনতসহাস্যবদনে, গদগদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপী

পুরুষগণ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইঁহারা তোমার কে ? আর এই যে তপ্ত-কাঞ্চনসন্নিভ রূপশালিনী সুকুমারী আপনার গৃহের ন্যায় এই নির্জ্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে ? শুনিতে ইচ্ছা করি ; তোমরা কি জান না যে, এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাস স্থান ? ইহাতে হিড়িম্বনামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা ; সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে ও রুধিরপানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধসাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্ম্মাত্মন্ ! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয়, কর। আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি ; হে মহাত্মন্ ! বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সফল কর। হে মহাবাহো ! আমি স্বীকার করি-তেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল, কি স্থল, কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরি-দুর্গমধ্যে বাস করিব ; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমাহ্লাদে কাল-যাপন করিতে পারিবে ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধিনীর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কানন মধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি। মদ্বিধ লোক কি কামার্ত্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত ভ্রাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে ? হিড়িম্বা কহিল, হে ধর্ম্মাত্মন্ ! তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে, আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। তুমি ইহাঁদিগকে জাগরিত কর ; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রবোধিত করিতে পারিব না। হে ভীরু ! কি রাক্ষস, কি মানব, কি গন্ধর্ব্ব কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না ; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে

পাঠাইয়া দাও ; যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করি না।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! এদিকে ঊর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনীতুল্য কলেবর, লোহিতনয়ন, বিকটদশন, ভয়ঙ্করবদন দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, হে মহাত্মন্ ! ঐ দেখুন, নরমাংসলোলুপ মদীয় সহোদর দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই ; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন ; সকলকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিতম্বদেশে আরূঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হই। ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুশ্রোণি ! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই দুরাত্মাকে এখনই বধ করিব ; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল একত্র হইয়া আসিলেও আমি পরাজিত করিতে পারিব ; আমার করিশুণ্ডসন্নিভ এই ভুজযুগল, পরিঘতুল্য এই ঊরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর ; আর ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে ; হে পৃথুনিতম্বিনি ! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না ; এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করে ; এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম।

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথাসমস্ত শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে ; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রূ, চক্ষুঃ ও কেশান্ত একান্ত মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত ও পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয় বিস্ফারণ-

পূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? আমার ক্রোধ কি একবারে বিস্মৃত হইলি? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি! তোকে ধিক্! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোর সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি। হিড়িম্ব, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন,রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, "রে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিয়া এই সুখপ্রসুপ্ত জনগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছিস্? আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস্? ক্ষমতা থাকে আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। তোর ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরান্তশ্চারী অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জ্জয় কুসুম-শরে জর্জ্জরিত হইয়া হিড়িম্বা আমাকে অভিলাষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস্ না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস্, এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়া। রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক দুরাত্মন্! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিস্? যোগ্যতা থাকে আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর্; আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে নরমাংসলোলুপ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস! আমি আজি তোর মস্তক চূর্ণ করিব; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ু প্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তোর ধরণীলুণ্ঠিত মৃত দেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এই বন পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোর ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব। রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! অদ্য আমার হস্তে তোর মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরণ করিবে। হিড়িম্ব কহিল, রে নরাপসদ! তুই

কেন অকারণ গর্জ্জন করিতেছিস্? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর্, পরে আত্মশ্লাঘা করিস্। আমা অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া মনে মনে যে তোর অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে এখন কিছুই বলিব না। ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।

রাক্ষস এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং যষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধান্বিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষভঞ্জন ও লতাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গর্জ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ববাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ? হে দেবগর্ভাভে! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? কি কোন অপ্সরা? আর কি জন্যই বা এস্থানে রহিয়াছ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবি! এই যে গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজীসমাকুল সুনীল জলধরসদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষ-

সেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবসস্থান। ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর; সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল। আমি সেই ক্রূরবুদ্ধির বচনানুসারে এখানে আসিয়া তপ্তকাঞ্চনসদৃশ কলেবর, মহাবলপরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। হে শুভে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ব্বভূতচিত্তচারী ভগবান্ কুসুমচাপের শরসন্ধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম। আমি তোমাদিগকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না। হে ভদ্রে! এ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক এস্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহারা দুইজনে পরস্পর গর্জ্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন।

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বরে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব-ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দাবাগ্নিধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বসুধারেণুপরিবীতাঙ্গ হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি কি এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক। ভীম কহিলেন, ভ্রাতঃ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর; এই দুরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! আর বিলম্ব করিও না, পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর; আমাদের এ স্থান হইতে অতি ত্বরায় প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে; দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। হে

বৃকোদর! সত্বর হও; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না; উহাকে শীঘ্র বধ কর; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ দুরাত্মা মায়া প্রকাশ করিবে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের বচন শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক বায়ুকে আহ্বান করত তদীয় জগৎসংহারক বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নীলাম্বুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, অরে দুষ্ট নিশাচর! তুই বৃথা এত কাল মাংস ভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস্; তোকে ধিক্! অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলযুক্ত করিব। আর তুই নর হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল? আমি তোমার সাহায্য করিতেছি। ইহাকে শীঘ্র সংহার কর, অথবা আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি; তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।

অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন। হিড়িম্ব মরণকালে ভয়ঙ্করস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা সেই মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতুষ্টয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরম সমাদরপূর্ব্বক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পরম আহ্লাদে অরাতিবিনাশন বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে, চল, আমরা ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান করি; কি জানি, দুরাত্মা দুর্য্যোধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর্। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিও না; হে পাণ্ডব! শরীররক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই দুরাত্মা হিড়িম্বই আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, তাহাকে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী; এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারিবে।

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধ দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আর্য্যে! অবলাজন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখভোগ করে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন; হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি সুখপ্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে আমার সেই সুখসম্ভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়; আরও দেখুন, আমি স্বকীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করতঃ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনি! যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিম্বা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ় বলিয়া হউক, বা ভক্ত বলিয়া হউক, কিম্বা অনুগত বলিয়া হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করিব এবং পুনর্ব্বার আপনাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। আপনারা শীঘ্রগমনে অভিলাষ

করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ্, কি সম্পদ্ সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন; আপৎকালেই ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়; যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন,—হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উঁহাকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন,—হে রাক্ষসি! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন তোমার সহবাস করিব।

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরম রমণীয় রূপলাবণ্য প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূর্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষীসংকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত দ্রুমসমাকীর্ণ বনদুর্গে, কখন প্রফুল্ল কমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে, কখন কাননসুশোভিত সুশীতল জলপরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুলকূজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী

হইল। রাক্ষসীরা গর্ভধারণমাত্রেই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বীরূপাক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুৰ্দ্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দ্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দশন সকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সৰ্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পাদগ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট্ শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকোচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিল; তাহারাও তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামীসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূৰ্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্ভবচনে "ভৃত্য আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে" বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন করিল। মহারথ ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূৰ্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশমধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় কাননপরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া বলপূৰ্ব্বক বহুবিধ মৃগবধ করিতে করিতে সত্বরগমনে চলিলেন। তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মাতৃসমভিব্যাহারে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূৰ্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এস্থানে উপস্থিত হইলাম; হে বৎসগণ! বিষণ্ণ হইও না; তোমরা পরিণামে পরম সুখী হইবে। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়ই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি; কারণ, দীনগণ ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র। আমি স্নেহবলে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা এই অনতিদূরবর্ত্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জীবৎপুত্রি! এই তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইহাঁরা পঞ্চভ্রাতাই মহাবল পরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং ভোগসাধনদ্বারা সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃপৈতামহ রাজ্য ভোগ করিবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি মাতৃভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস এই স্থানে পরমসুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিব। তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হিড়িম্ববধপর্ব্ব সমাপ্ত।

বকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ একচক্রায় বাস করিয়া কি কি কর্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে নরনাথ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণ-নিকেতনে দিবসের অল্পভাগমাত্র বাস করিতেন। অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন, এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদায় জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদায় ভিক্ষালব্ধদ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা সমস্ত ভক্ষবস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারি ভাগ অপর পুত্র চতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন ; এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনা-ক্রমে বৃকোদর জননী-সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন। তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। সরলহৃদয়া দয়ার্দ্রচিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে পুত্র ! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণ-নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি ; ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন ; তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অনুক্ষণ এই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ ; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহৎদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; এই

সময়ে উহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি সবিশেষ জানিয়া আইস; যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা সৌরভেয়ীর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, হায়! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক্! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদানভূত। এতদিনের পর বুঝিলাম জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ নাই; প্রত্যুত, যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ, আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থপ্রাপ্তি নরক ভোগের প্রধান কারণ; অর্থ লাভাকাঙ্খায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে; অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক। আর যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইব; পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি। প্রিয়ে! তুমি জান, আমি ইতিপূর্ব্বেই এই ভয়ে এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। হে দুরাগ্রহে! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধু পরিত্যাগের ভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধুবিনাশ

সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে ? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয় বিনাশ দেখিব। দেখ, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী ; তুমি দমগুণসম্পন্না, স্নেহশালিনী ও পরম বন্ধু। আমার পিতামাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন। আমি বেদবিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ; তুমি কুলশীলসম্পন্না, বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব। আর এই অপ্রাপ্তবয়স্ক, অজাতশ্মশ্রু, বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্ত্তৃলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে দৌহিত্রজ লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ জন্মে ; কিন্তু আমি পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসবদ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কি করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপা বালাকে পরিত্যাগ করিব। আমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি উভয়সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায় ! কি কষ্ট ! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম ! আমাকে ধিক্ ! ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,— হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয় !

আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন, যে সমস্ত মানবগণ ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য হয় না। হে বিদ্বন্! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি ভার্য্যা, কি পুত্র, কি দুহিতা, সকলই আপনার নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ আমি আপনার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগরূপ এই কর্ম্ম করিলে পরলোকে অক্ষয় সদ্গতি ও ইহলোকে অপরিমিত যশোরাশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও ধর্ম্মলাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার তাহা হইয়াছে; আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি অনৃণা হইয়াছি; আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর আপনি অনায়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন; কিন্তু আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়া হইয়া কিরূপে সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক এই শিশু কুমার ও কুমারীকে বাঁচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমিনিহিত আমিষখণ্ড গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যখন দুরাত্মাগণ অনাথা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি কিরূপে আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিব। আর আপনার কুলরক্ষার এক হেতু এই কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতামহসেবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব। আপনি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা; আপনি এই বালককে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারিবেন, আমি কোনমতেই সেরূপ পারিব না। ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা বেদশ্রুতি-গ্রহণেচ্ছু শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার এই কন্যা প্রার্থনা করিবে। আমি যদি তাহাতে অস্বীকার করি, তাহা

হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, দুরাত্মারা সেইরূপ অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! আমি এই পুত্রকে তোমার অননুরূপ গুণসম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তগত এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত দেখিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি মরিলে এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবে, জলক্ষয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ! এইরূপে আপনকার মরণে আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হইবে, নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন। পুত্রবতী রমণীর, পতির অগ্রে পরলোকযাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপ, দান নিয়মাদিদ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না; আমি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি,ইহা আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা কহেন যে, ইষ্ট, অপত্য,অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও প্রণয়িনা ভার্য্যা, এই সমস্ত আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা, কি ধন, যাহাদ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন করিবে। আরও তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুলক্ষয় করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য; কারণ, আত্মার সমান আর কেহই নাই; অতএব আপনি আমাকে এই পরম হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহাশয়! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মনির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য, রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সেস্থানে প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইয়াছি,

আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতেই এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী, বিশেষতঃ বৃদ্ধা হইয়াছি; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। হে নাথ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতামাতার বিলাপবাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে মাতঃ! আপনারা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন? আমি যাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পরগৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অতএব তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন। 'সন্তান বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবে' এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে; এক্ষণে আপনাদের এই বিপৎসময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন; কারণ, তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ! যদি আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে

আপনার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমিও আপনাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সন্ততি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে। আরও দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে,পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভার্য্যা সখিস্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্রস্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত! আপনি না থাকিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথাতথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্মপ্রদানরূপ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশ রক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়, আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পরলোকযাত্রা করেন, তাহা হইলে, আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ও কুলসন্ততির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অবশ্যপরিত্যাজ্যাকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত! অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, আপনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে পর আমরা কুক্কুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভ্রমণ করিব। আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোকে গমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরমসুখে বাস করিব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ তদ্দত্ত তোয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিবেদন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিনজনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকটে গমন করিয়া উৎফুল্ললোচনে, অস্ফুট মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে মাতঃ!

হে ভগিনি! তোমরা ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিব। তাঁহারা তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু বালকের মুখে মৃদু মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎ কাল দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি? সবিশেষ বলুন; যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে তপোধনে! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে; মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী সেই দুরাত্মাই এই নগরের অধিপতি; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পরচক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামের এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে একজন মনুষ্য, বিংশতি খারি-পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হে ভদ্রে! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকাতে অত্রত্য সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্য-বহারকার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী বেত্রকীয়গৃহ নামক

স্থানে নয়ানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত অবোধ, এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র; কিন্তু অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়? ইহাঁরা নিজ গুণগ্রামে কামগ পক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন। হে ভদ্রে! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভার্য্যা গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ, এই তিন প্রকার সমৃদ্ধিদ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদ্গ্রস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোধনে! অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও একজন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে; আমার এমন অর্থ নাই যে, একজন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় সুহৃজ্জনকে প্রদান করাও কোনমতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি! কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব, সে আমাদিগের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না; যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু; কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিম্বা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র; তাহাদের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষসসমীপে গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি; অতি অভদ্র অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণ বধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ; কারণ, অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস সমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না; যেহেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধ জন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদ্ধর্ম্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন, নৃশংস বা নিন্দিত কর্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িণীসমভিব্যাহারে রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণবধে কদাপি সম্মত হইব না।

কুন্তী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়। বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতাপিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষস সমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না; কি জানি, তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই বার্ত্তা শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন; ভীম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত সম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার প্রকারদ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, মাতঃ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিকের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন? কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জনবিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্ররক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই; যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না; যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত বলিয়া মনে করি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? বোধ হয়, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিবিলুপ্ত হইয়াছে।

কুন্তী কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ; আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ

সন্দেহ করিও না। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! আমি তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণ উপকারদ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহ দাহ ও হিড়িম্ববধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্তহস্তিতুল্য বলশালী। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই, বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে। ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্ব্বত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব! আমি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য সম্পাদনদ্বারা আমাদের দুইটি মহৎকার্য্যানুষ্ঠান হইবে; প্রথম, আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান। হে পুত্র! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাঁহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোকপ্রাপ্ত হয়; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তি লাভ করে; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে, সে এই রাজপূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। হে পৌরববংশাবতংস! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি

করুণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংসলোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি আগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে।

এইরূপে সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বান বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের চক্ষুঃ, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ; মুখবিবর আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দ্দভশ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ, ভ্রূকুটী বন্ধন ও অধরোষ্ঠ দংশন পুরঃসর ঘূর্ণিতনয়নে কহিতে লাগিল, "অরে! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? শমনসদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে?" ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল। শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন ভক্ষণানন্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন

এবং হাসিতে হাসিতে বাম হস্তদ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লই-লেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল। বৃকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপশূন্য হইয়া গেল। তখন বক "অরে দুরাত্মন্! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস্, আর তোর নিস্তার নাই" এই বলিয়া দ্রুতবেগে ভুজদ্বয়দ্বারা ভীম-সেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিবারাত্রি যুদ্ধে বৃকো-দর রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানুদ্বয়দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পাড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্তদ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্যদেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা বক মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! তদনন্তর বকনিশাচর ভীম-সেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। বকরাক্ষসের চীৎকারধ্বনি শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে তাহাকে এই-রূপে সংহার করিব। রাক্ষসগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শান্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে

নিক্ষেপপূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে ভীমসেন রাক্ষসবধ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমন করিয়া তথায় ঐ সমস্ত বার্ত্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বক-রাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমানুষ ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর তাহারা "কল্য কাহার পর্য্যায় গিয়াছে" এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পৌর-গণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যাথার্থ্য গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পৌরগণ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার প্রদানার্থ আদিস্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমত সময়ে এক মহামনাঃ মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পৌরবর্গের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে আমাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য। পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল। এই-রূপে সমস্ত জানপদগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বকরাক্ষসকে সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তাঁহারা এইরূপে বকরাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। আতিথেয় ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সংকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননীসমভিব্যাহারে পরমশ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সেবায় অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানা দেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চালদেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডির উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়! যজ্ঞবেদীস্থিত জ্বলন্ত জ্বলনমধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ হইতেই বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের এইরূপ প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতি বিচিত্র দ্রৌপদীসম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—গঙ্গাদ্বারে মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচী

নাম্নী এক অপ্সরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয় বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল। মহর্ষি সহসা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অপ্সরাসম্ভোগস্পৃহায় একান্ত অধীর হইয়া কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র মহর্ষি উহা দ্রোণীমধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে ধীমান্ ভরদ্বাজের সুকুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন।

পৃষত নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাঁহারও দ্রুপদনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃষতরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন, পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পরশুরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যাবতীয় অর্থ সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অন্যতর কি প্রদান করি, বল। দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। ভৃগুনন্দন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, যাদৃশ অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র

হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনা নগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ সন্নিধানে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক্ শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর! তখন অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণাগ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাৎ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর। পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রীসমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক দ্রোণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিবার প্রার্থনা করি। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি যাহা কহিতেছেন আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি। আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দিনে দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বিমনাঃ হইতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজনকর্ম্মদক্ষ

ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রমা সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা, বিচিত্রচরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া কিরূপে প্রতীকার করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কল্মাষীর উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক ও অব্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন; তাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ও যুক্তরূপশালী। দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, উভয়ের বলবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া নির্জ্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী সর্ব্বকামদাতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তদীয় অনুবৃত্তি ও চরণসেবাদ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্ব্বুদ গো দান করিব অঙ্গীকার করিতেছি; অথবা আপনকার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই। মহর্ষি দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—রাজন্! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না। দ্রুপদ এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহার আরাধনা ও নানাপ্রকারে চিত্তানুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! একদা মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটি ফল দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফল গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলেরও পাপানুবন্ধক দোষের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব

যিনি এক স্থলে শৌচাশৌচ-পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও যখন গুরুগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অন্যের উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া বারম্বার উৎসৃষ্ট অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশৌচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষী, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং তদীয় নিদেশানুসারে মহর্ষি যাজের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,—বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গো দান করিব। আপনি আমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অধিক কি, এই ধরাধামে ক্ষত্রিয় মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই, এ কারণ আমি তাহার নিকট সখিযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রাণাপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়রত্নি শরাসন তাঁহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়তেজঃ প্রতিহত করিতে পারেন। সেই মহেষ্বাস মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রবল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লব্ধাহুতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজঃ ধারণ করেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনকার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে,এই আশয়ে আপনাকে অষ্ট অর্ব্বুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সমাধান করুন। তখন যাজ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার

বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়বাসনাশূন্য ও নিতান্ত নিস্পৃহ, তথাচ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

অনন্তর মহাতপাঃ মহর্ষি উপযাজ মহীপাল দ্রুপদের পুত্রফলকামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহার এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ জ্বলন্ত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস। মহিষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ অবলিপ্ত, গাত্রে দিব্য গন্ধ ধারণ করিতেছি; আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারি না; আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।

যাজ কহিলেন,—হে রাজপত্নী! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপযাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে; এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবামাত্র সহসা হুতাশনমধ্য হইতে দেবকুমারতুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীটদ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম ও খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চালদেশীয় ইতর সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, "যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।" ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন, ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা

ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মানুষীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্বেরও মন মোহিত হয়। "এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্য সাধন করিবেন, ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে", সহসা এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বসুন্ধরা সহ্য করিতে অসমর্থা হইলেন। তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী, পুত্রার্থিনী হইয়া যাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে যাজ! ইহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা, বালক অতি প্রগল্ভ ও দ্যুম্নসম্ভূত বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং কন্যাটী কৃষ্ণবর্ণা প্রযুক্ত তাঁহাকে কৃষ্ণা নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল। প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব অনতিক্রমণীয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইল, তাঁহারা বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—বৎস! আমরা এই রমণীয় নগরীমধ্যে

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এ স্থলে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে, তাহা বারম্বার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি জন্মে না। এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্দারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। অতএব যদি তোমা-দিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরমরমণীয় পাঞ্চালদেশে গমন করি। ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্ব্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে। আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞ-সেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ। হে বৎস! যদি মত হয় চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না। অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও আমার আর বাসনা নাই। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মাতঃ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, কিন্তু অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায় কিছুই জানি না। তৎপরে কুন্তী, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও যমজ নকুল সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন,—মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।

অনন্তর কুন্তী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতীনন্দন ব্যাস, তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থে অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? এবং পূজার্হ অতিথি ব্রাহ্মণকে সৎকার করিয়া থাক? ব্যাস তাঁহাদিগকে এরূপ ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর। তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিলাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন। এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চ স্বামী লাভ হইবে। তখন তাপসদুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমি সর্ব্বগুণোপেত একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যে! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণাশীঃ-প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবক্র মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন তাঁহারা দিবারাত্রিমধ্যে সোমা-

শ্রয়ায়ণ নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন।

এক মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন; এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীরসন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননীসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনু-গুণ আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত, অবশিষ্টকাল মনুষ্যদিগের কার্য্য সাধনার্থে নিয়মিত আছে। তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসীবেলায় পরি-ভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকূলসন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন, অধিক কি, এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্বরে আমার সন্নিহিত হও। আমি জল-বিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি, ইহা কি তোমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথীতীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এই স্থানে রাক্ষস, শৃঙ্গী, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে উপনীত হইলে বল?

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর এই নদীকূল, এই তিনটি প্রদেশ দিবা, রাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই। আর আমরাও মহাবল পরাক্রান্ত; অতএব তোমাকে অকালে কাল-

সদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্ব্বল মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সৎকার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী, এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরম পবিত্রা গঙ্গা আকাশপথগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণি কহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গফলদায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে। তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেন প্রতিষেধ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবিষ আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস করিলেন এবং কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত; প্রদর্শিত হইলেও ফেণের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষীশক্তি সর্ব্বতোভাবে সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়াযুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভূতলে পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন দিব্যমাল্যালঙ্কৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন, এবং বিচে-

তনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুম্ভীনসীনাম্নী তদীয় সহধর্ম্মিণী পতির প্রাণ-রক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগতা হইলেন। তিনি কহিলেন, হে মহা-ভাগ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুম্ভীনসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন; আমি আপনকার শরণাপন্না হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অরিনিসূদন অর্জ্জুন! যশোহীন, স্ত্রীসহায়, নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্ত্তব্য; অতএব ইঁহাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুন তাঁহাকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অদ্য কুরু-রাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব তুমি জীবন লইয়া প্রস্থান কর; আর কোন দুঃখ করিও না। তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে সৌম্য! আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্ব্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছি; আমি জনসমাজে বলবীর্য্য ও নামদ্বারা শ্লাঘা করি না; কিন্তু এই আমার পরম লাভ যে, দিব্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্ব-মায়ায় অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে; অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্ত্তে দগ্ধরথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপোবলে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বলদ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া, পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব্বকল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব, ইহার নাম চাক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান্ মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু ও বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গুরুপ্রদত্তা বিদ্যা কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে; হে বীর! এই বিদ্যাপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহাও অবগত করাইতেছি, অবধান কর। এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে। যাঁহার যাদৃশী বাসনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন। নিরবচ্ছিন্ন ছয় মাস একপদে দণ্ডায়-মান থাকিয়া এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়; অতএব ব্রত অনুষ্ঠিত না

হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব। হে মহারাজ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণের সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণপ্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগও মন অপেক্ষাও খরতর। ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না, ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর-সংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুর-শিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতারা শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্র-ভাগসকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য; কামবর্ণ, কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ সফল করিবে। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ? যদি প্রতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সাধু লোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়; কিন্তু তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাদানে উদ্যত হইয়াছি! আর আমি তোমা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বুদ্ধিনামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব; কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদিগের সমাগম হয়। হে সখে! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা বেদবেত্তা ও সাধুচরিত্র হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এইরূপ তিরস্কৃত ও অবমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদায় বল।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমরা অনগ্নি ও অনাহূত এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্ত্তী নহেন; এই কারণে আমি তোমা-দিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর নারদ প্রভৃতি

দেবর্ষিমুখেও আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সসাগরা ধরা পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সদ্বংশের ভূয়িষ্ঠ প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহাযশাঃ দ্রোণ, যাঁহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত; দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার; আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশবিবর্দ্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা। আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি; তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর। তোমাদিগের মনে সংকল্প ও অধ্যবসায় সম্যক্ অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাহুবলসম্পন্ন, বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারে না; আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বলবীর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ। যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না। আর সস্ত্রীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন। অতএব হে তাপত্য! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হয়েন। যে ভূপতির এতাদৃশ সদ্গুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান্ পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্বসম্পদ্ লাভের অভিলাষী হয়েন,

তাঁহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয়। যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজন ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জ্জুন! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে তাপত্য বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহূত হইলাম? কাহার নামই বা তপতী ছিল? হে সাধো! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোক প্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও শ্রবণ-মানসে অবহিতচিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে সমুদায় বুঝিতে পারিবে; স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা। সাবিত্রীর পর ইঁহার জন্ম হয়। তপতী তপোনুরক্তা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাতা ছিলেন। সুরাসুর গন্ধর্ব্বাপ্সরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না। একদা সূর্য্য, পদ্মপলাশ-লোচনা সদাচারসম্পন্না কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া রূপ, গুণ, শ্রুত ও শীল-সম্পন্ন এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত্রিভুবন মধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না। এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল, সমুদয় সুখ ও শান্তি এককালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস ঋক্ষতনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষা পরতন্ত্র, অহঙ্কার শূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত, একান্ত ভক্তিমান্ ও সমধিক শ্রদ্ধা-শালী হইয়া অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধোপহারে ও নিয়মোপবাস-তপস্যাহঙ্কারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন;

সূর্য্যদেব রাজার আরাধনে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবেত্তা, নৃপোত্তম সম্বরণকেই স্বীয় দুহিতা তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল। যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভূলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত। তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাঁহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য বোধ করিত; সূর্য্যদেব সেই সুশীল ও সদ্গুণসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ মৃগয়ার্থ গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অশ্ব মৃগয়াবিহার-পরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অসহায়া অবলারত্নকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্খলিতপ্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গনারত্নের আকার ও তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি শৈলশিখরে আরূঢ় থাকিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষলতার সহিত সমুদায় শৈলই সুবর্ণময় প্রতীত হইতেছিল। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল; তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া এত দিনে চক্ষুর্দ্বয়ের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম। জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলাম, কেহই এই রমণীয় রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক

করিতে লাগিলেন। তিনি তদীয় গুণময় পাশে সংযতচিত্ত ও সংযতনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিধাতা ত্রিলোক মন্থন করিয়া এই দুর্লভ রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। অনুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে অতি তীব্র স্মরানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার পরিগৃহীতা? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্ত্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তোমাকে দেবনারী বা অসুরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্ব্বকুলজা বা নাগবনিতা বলিয়া বোধ হয় না; তুমি মানুষীও নও। আমি যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না। হে চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কমনীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি।

ভূপাল সেই নির্জ্জন অরণ্যানীমধ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ত্ত হইয়া কন্যাকে বারম্বার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না; অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শত্রু-

পাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূতা হইলেন এবং হাস্যমুখে ও মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে; মোহাবেশপরবশ হইয়া তুমি ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে। ভূপতি কন্যার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দিগ্ধবচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আমি কামান্ধ হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেখ, তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণশর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভুজঙ্গ একবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও, যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। হে বিশাললোচনে! কামশরে প্রাণান্ত হইল; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার দর্শনকালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে; তোমাকে দেখিয়া আমার কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই। প্রসন্ন হও; আমি তোমার নিতান্ত বশম্বদ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাণিতশরে অনঙ্গ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়সলিল সেচন করিয়া মন্মথানলসম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। তদ্দর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ, প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এ অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর। হে রম্ভোরু! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্বই শ্রেষ্ঠ; অতএব গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।

তপতী কহিলেন,—মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা; অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই

প্রণয়সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণ হরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে, স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র অবলম্বন্ করা বিধেয় নহে; আমি একান্ত পরাধীন, এ কারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ কন্যা প্রখ্যাতবংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্বে অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে? অতএব তুমি প্রণাম, নিয়ম ও তপশ্চরণ-দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনিয়সী ভগিনী, লোকপ্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা; আমার নাম তপতী।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্যতনয়া তপতী রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উত্থিত ও অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে পতিত রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অন্বেষণার্থ সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে সেই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শক্রধ্বজের ন্যায় রাজা ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হুতাশনদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ অস্তেব্যস্তে সন্নিহিত হইয়া যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদ্রূপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতি-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে, তাঁহার মনো-জ্বর দূরীকৃত হইল। তিনি তাঁহাকে উত্থিত দেখিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক; মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোপরি সুগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট স্ফাটিক হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্যসামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারা রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও ঊর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করিয়া মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্বে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিবারাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মন হরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধার্থে প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমদ্যুতি ঋষি সূর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজাঃ সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে মহর্ষে! বল তোমার অভিলাষ কি? আমার নিকটে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দিবাকর! আমি আপনকার কনীয়সী কন্যা তপতীকে মহারাজ সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম ধার্ম্মিক ও অত্যুদার ধীশক্তি সম্পন্ন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি বিস্তীর্ণ; তিনিই আপনকার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদান স্বীকার করিয়াও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,—হে মুনে! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ, অতএব এমন সুপাত্রে সম্প্রদান না করিব কেন? এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায় কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের নিকটে আগমন করিলেন। রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠসমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি যেন

স্খলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধিদ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন। হে অর্জ্জুন! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভার্য্যা লাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনায় বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভূপাল সেই গিরিশিখরে ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত যদৃচ্ছ বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্য মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টিদ্বারা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়াতে শস্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্তমনাঃ হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরীমধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। ক্ষুধার্ত্ত, নিরাহার ও শবাকার মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপালপরিবৃত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বৃষ্টি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহারাজ সম্বরণ পুনর্ব্বার নগরপ্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল। দেবরাজ মুষলধারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্ম্মিণী তপতীসমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জ্জুন! এই তপনকন্যা তপতী

তোমাদিগের পূর্ব্ববংশীয়া ছিলেন। রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়, এই কারণে তোমাদিগকে "তাপত্য" বলিয়া সম্বোধন করিলাম।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অর্জ্জুন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত বিনাশ-দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই; তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পুরোহিতত্বে বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতবংশসম্ভূত নৃপতিদিগের পৃথিবী জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন। অতএব হে পার্থ! তুমিও জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মকামার্থবেত্তা, গুণবান্ ও সুবিদ্বান্ পুরোহিত নিযুক্ত কর।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইহাঁরা দুই জনেই দিব্য আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈরভাব

জন্মে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিকতনয় গাধিনামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মৃগ বরাহ শীকারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগয়ালোলুপ রাজা মৃগের অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও বন্য হবিঃ প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। মহর্ষির এক কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন। ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ ওষধি, দুগ্ধ, ষড়্‌বিধ রসসম্পন্ন অমৃততুল্য অনুত্তম রসায়ন, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দ্রব্য সকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমস্ত ইষ্ট বস্তুদ্বারা রাজার অর্চ্চনা করিলেন। অমাত্যসহিত রাজা আতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয়হস্ত উচ্চ, তাঁহার নেত্রযুগল মণ্ডূকের ন্যায় উচ্ছূন, পার্শ্ব ও ঊরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত। গাধিনন্দন সেই সুচারুশৃঙ্গা ও অনিন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্ব্বুদসংখ্যক গো বা আমার সমুদায় রাজ্য লইয়া আপনি এই হোমধেনুটী আমাকে প্রদান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথি সৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অতএব যদি অর্ব্বুদ সংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমি স্বজাতিসুলভ বল প্রকাশ করিয়া

আপনার গোধন লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহারাজ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এবং ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এ বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংসশশিসম-রূপশালিনী সেই নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িতা হইলেন এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলেও হম্বারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি তোমার করুণস্বরপূর্ণ হম্বারব বারম্বার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করি বল? এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্রভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! দুর্দ্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ডদ্বারা বারম্বার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারবেগে আমি নিতান্ত অশরণা ও অনাথার ন্যায় অতি কাতর স্বরে রোদন করিতেছি; এ সময় আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। নন্দিনী প্রধর্ষিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন, হে কল্যাণি! ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ বল, আর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা বল হয়। আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ,কি প্রতীকার করিব, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর। তখন নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনকার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও, তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর। দেখ, এই অরাতিরা বল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বৎসকে সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে।

তখন সেই পয়স্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোর

রূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হম্বারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদিগুদ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধি হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পহ্লব, প্রস্রব হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময় হইতে কিরাতজাতি, মূত্র হইতে কাঞ্চী ও পার্শ্বদেশ হইতে শরভকুল জন্মগ্রহণ করিল। ফেনপুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, খশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল ম্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাতিরেক সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর সুতীক্ষ্ণ শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠসৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটী সৈন্যেরও প্রাণ সংহার করে নাই। ঋষিধেনু বিপক্ষ সৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিযোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃ সম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজঃ যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! দ্যুলোকে কল্মাষপাদ নামে এক অলৌকিক বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খড়্গী প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু সকল সংহার করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্থ হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বরে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশতমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপসৃত হও। শক্তি মধুরবাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পথের নিমিত্ত উভয়ে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। "তুমি সরিয়া যাও তুমি সরিয়া যাও" বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। মহর্ষি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথ রোধ করিয়া রহিলেন। রাজাও অভিমানপরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তির গতি রোধ করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদণ্ডদ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন। প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, রে নৃপাধম! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্যমাংসলোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্যক্রিয়ানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদের নিকট গমন করেন। উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন। রাজা শক্তিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয়সাধন মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন; তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্তি্র শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিঙ্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজা অন্তর্গত রাক্ষসদ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা ইচ্ছামত সুখসঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথ সময়ে তাহা স্মরণ হইল; তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সূপকারকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, অমুক বনে এক ব্রাহ্মণ বুভুক্ষিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।

সূপকার তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না; তখন ভগ্নান্তঃকরণে রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে বারম্বার সূপকারকে কহিতে লাগিলেন, তুমি নরমাংস আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর। সূপকার তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুতোভয়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথা হইতে নরমাংস আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধচক্ষুঃ প্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন অভোজ্য বলিয়া রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, যেহেতু সেই নৃপাধম আমাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, অতএব সেই মূঢ়ই নরমাংস ভোজনে স্পৃহয়ালু হইবে। ইতিপূর্ব্বে শক্তি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনু-

সারে মনুষ্যমাংস ভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর হইয়া এই পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে। ব্রাহ্মণ দুইবার এইরূপ কহিলে শক্তিদত্ত শাপ বলবান্ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল বিকল হইয়া উঠিল।

রাজা অনতিকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, যেমন তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ প্রয়োগ করিয়াছ, তদনুসারে আমিও এক্ষণে মনুষ্যভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শক্তির প্রাণসংহার করিল এবং ব্যাঘ্র যেমন অভীষ্ট পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ঋষিকলেবর ভক্ষণ করিল। বিশ্বামিত্র শক্তিকে নিহত দেখিয়া বশিষ্ঠের অপর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে আদেশ প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া সেইরূপ মহাত্ম শক্তির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব 'বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শতপুত্র সংহারিত হইয়াছে' শ্রবণ করিলেন। যাদৃশ মহামহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন। তথাচ তিনি কৌশিক-বংশ উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্মত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তুলরাশির ন্যায় শিলাখণ্ডে পতিত হইল, প্রাণবিয়োগ হইল না। তৎপরে মহাবন মধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অনলের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক জলধি জলে নিমগ্ন হই-লেন, কিন্তু স্রোতোবেগ প্রভাবে তিনি তীরে উপনীত হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগ-

বতী ও বারিপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক লইয়া যাই-তেছে। তদ্দর্শনে মহর্ষি পুত্রশোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। অনন্তর আপনাকে পাশদ্বারা দৃঢ়তর সংযত করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহর্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশবিমুক্ত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার শোকবৃদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতাপ্রযুক্ত আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। সরিদ্বরা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুতা হইল ; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংহারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পর্ব্বত ও বহুবিধ দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যন্তীনাম্নী স্বীয় পুত্রবধূ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে ষড়ঙ্গালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়নশব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে আমার অনুসরণ করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনকার শক্তির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি কহিলেন, পুত্রি! পূর্ব্বে শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ষড়ঙ্গবেদ কে উচ্চারণ করিতেছে? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভ মধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে সন্তান বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধূ সমভিব্যাহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক এক নির্জ্জন বনে রাজা কল্মাষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসাবেশ প্রভাবে মহর্ষিকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা

উত্থিত হইলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে। তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পুত্রি! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ভূমণ্ডলে মহাবল পরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কল্মাসপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই শক্ত্রি শাপপ্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। এই বলিয়া তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া যোগবলে তাঁহার শাপ মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠতনয় শক্ত্রির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্ব্বণ দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ংকালীন সৌরকিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জে সেই সমস্ত বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মাষপাদ। আমি আপনকার যজমান, অতএব এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! ব্যক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর। কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না। রাজা কহিলেন, হে তপোধন! আমি আর কদাচ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিব না; বরং আপনার নিদেশানুসারে তাঁহাদিগকে সম্যক সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞপ্রধান দ্বিজোত্তম! সম্প্রতি আমি যাঁহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অঋণী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকুদিগের বংশরক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতশীলসম্পন্ন একটী সুসন্তান প্রদান করিতে

হইবে। তখন সত্যসন্ধ তপোধন 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কল্মাষপাদের সহিত সুবিখ্যাত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। নগর প্রবেশকালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করেন, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে সেই নিষ্পাপ রাজাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। রাজা বহুদিনের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যা-বাসী জনগণ পুরোহিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপে নিজ রাজধানী অযোধ্যার শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকাপরিশোভিত, সুসংসিক্ত ও সুপরিচ্ছন্ন পথসংযুক্ত হইয়া সকলের আনন্দসঞ্চার করিতে লাগিল। তখন হৃষ্টপুষ্ট ও সন্তুষ্টজনাকীর্ণ অযোধ্যা, সুররাজবিরাজিত অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত হইল।

রাজা পুরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্ত্তার আদেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সন্তান উৎপন্ন হইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলখণ্ডদ্বারা স্বকীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র দ্বাদশবর্ষ গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্মক ভূমিষ্ঠ হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অনন্তর অদৃশ্যন্তী ভর্ত্তৃসদৃশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জাতমাত্রেই পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখিলেন। শক্তিনন্দন পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং জন্মাবধি তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি জননী অদৃশ্যন্তীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃ-

শ্যন্তী পুত্রের এইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্বিন্যাস শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে; অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে সম্বোধন করিও না। তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।

অনন্তর শক্তি তনয় জননী অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিশয় দুঃখিতমনে সর্ব্বলোকবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন,—বৎস! পূর্ব্বকালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান। রাজা যজ্ঞান্তে সোম পান করিয়া প্রভূত ধনধান্যদ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি লোকান্তর প্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থিভাবে উপস্থিত হইলেন। তখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। কেহ কেহ উপস্থিত অর্থীদিগের প্রার্থনানুসারে অর্থ দান করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভার্গবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে যথোচিত অবমাননা করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শর প্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগর্ভস্থিত অর্ভকদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন। তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্ত্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে ঊরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্ভসম্বাদ অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জ্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল। ক্ষত্রিয়েরা গর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন। এই অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর ঊরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র

মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃক্‌শক্তি সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চক্ষুহীন ঐ গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনজ্যোতিঃ চক্ষুঃ লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া দুঃখিতমনে নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আমরা আপনকার প্রসাদে অসৎ অধ্যবসায় হইতে নিরত হইয়া আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষুঃলাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষুঃ গ্রহণ করি নাই। মদীয় ঊরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর অদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন। তিনিই বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে তোমাদিগের চক্ষুঃ গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ভস্থ সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি এক শত বৎসর কাল ঊরুদেশে এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ, গর্ভস্থ অবস্থায় এই বালকে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহারই অলৌকিক তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষুঃ অপহৃত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঊরুসম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, মহাভাগ! প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রর্ষি ঊরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এই কারণে ত্রিভুবনে ঔর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হন। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুঃ লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্বের মনে হইল, যেন তিনি সকল লোককে পরাভব করিলেন। তৎপরে মহাত্মা মহামনাঃ মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার

করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন। মহর্ষি, ভৃগুবংশীয়দিগের নিষ্কৃতি-লাভ প্রত্যাশায় সর্ব্বলোক বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ব্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! 'আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, এক্ষণে লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সম্বরণ কর। তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণসংহারোদ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি, এমত নহে। অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, এই জন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের বধোপায় ক্ষত্রিয়হস্তে অবধারিত করিয়াছিলাম। আমরা কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশেই আমাদের মধ্যে একজন আপন আলয়ে সমুদায় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিখাত করিয়া রাখেন। ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা স্বর্গফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদিগের ধনে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই আমাদিগের প্রভূত ধন আহরণ করেন। যখন দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় অবধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্য লোক লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আদ্যোপান্ত সমুদায় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ঔর্ব্ব! যে বিষয়ে অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিতান্ত অপ্রিয়। এক্ষণে তুমি সর্ব্বলোকপরাভবরূপ পাপাচার হইতে মনঃসংযম কর। সর্ব্বলোক ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ তপঃপ্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আশু তাহার পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সর্ব্বলোক সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা করিতে আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দাহন করে, সেইরূপ ক্রোধ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। যিনি কারণ-বশতঃ উত্তেজিত ক্রোধে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গ রক্ষায় সম্যক্ সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও শিষ্টের প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসরক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে বধ করেন, আমি তখন ঊরুস্থ ও গর্ভশয্যাগত হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াপ-সদেরা গর্ভস্থ শিশু সন্তান অবধি সমুদায় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, তদবধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি। আমার পিতৃ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন দুরাত্মারা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাঙ্মুখ হইল, তখন মদীয় জননী ঊরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহ-লোকে পাপের প্রতিষেধকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিলে কেহই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহার অবিদ্যমানে অনেকেই পাপকর্ম্মে আসক্ত হয়। সামর্থ্য থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার পরিহার না করেন, নিগ্রহানুগ্রহশক্ত হইয়াও তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। সকল রাজলোক ও অধীশ্বরবর্গ, জীবলোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃ-কল্প বিবেচনা করিয়া শক্তিসত্ত্বেও কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধীশ্বর হইয়াছি। বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধবাক্যে অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার যে ক্রোধানল লোক-দিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; তাহা নিগৃহীত হইলে নিজ তেজঃ-প্রভাবে আমাকেই নিশ্চয় দগ্ধ করিবে। আমি আপনাদিগের সর্ব্বলোক-

হিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি; অতএব সকলের পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন।

পিতৃগণ কহিলেন,—হে বৎস! তোমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা জলমধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, রস সমুদায় জলময় এবং জগৎও জলস্বরূপ; অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও। জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে; কারণ, সমুদায় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব বরুণনিলয়স্বরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যুদ্গারী মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বড়বানল কহেন। অতএব হে পরাশর! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! ভগবান্ পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বজন পরাভব হইতে আত্মক্রোধ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু পিতৃবধরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সমুদায় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধস্বরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই নির্ম্মল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভা-

সিত হইল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যসুলভ সত্র সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করিলেন। আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষস-বধবিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত? নির্দ্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দ সঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিও না। দ্বিজাতি তপস্বিদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। হে পরাশর! শান্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার পিতা শক্তি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করা ও মদীয় প্রজাসকল নির্ম্মূল করা তোমার উচিত নহে। শক্তির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বি-ষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্মাষপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন। আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও সুরগণসমভিব্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দ্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদ ব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্রের কারণমাত্র। অতএব এক্ষণে আর যজ্ঞ করিও না। তোমার যজ্ঞসমাপ্তি ফল লাভ হউক, তুমি কুশলে থাক। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, শক্তিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থসঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্মাষপাদ কোন্ কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন? এবং সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্যা শিষ্যাতে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্ব্বে কোনপ্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে! আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্তি রাজা কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাক্ষসরূপী ভূপাল ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতী কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন; ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুজনশুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন। রাজা বিক্রোশমানা সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে গ্রাস করে সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন,

তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদায় প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে রাজর্ষি কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন,—"রে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র নৃপাধম! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণসংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাঁহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোমার পত্নী পুত্রোৎপাদন করিবেন। সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে।" মহর্ষি অঙ্গীরার পুত্রী রাজাকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিমুক্ত হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপবৃত্তান্ত বিস্মরণপূর্ব্বক কামান্ধচিত্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন। দেবী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন পত্নীবাক্য শ্রবণে শাপবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃথিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, দেবলের যবিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে পৌরোহিত্য কার্য্যে বরণ কর। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব। এই বলিয়া পরস্পর সম্মানবিনিময়পূর্ব্বক রমণীয় ভাগীরথীতীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্টপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে

পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিত্তম ধৌম্য বন্য ফলমূল প্রদান ও পৌরোহিত্য স্বীকারদ্বারা পাণ্ডবদিগের সংকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ম্বরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্বয়ম্বর পর্ব্বাধ্যায়।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ম্বর দিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিব্যাহারে একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনারা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চলুন। পাঞ্চালেশ্বরভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ম্বর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসে নির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে পরমাদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ, বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ

ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উদ্ভূত হন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপল গন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ম্বরা দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যজ্বা, ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাত্মা, যতব্রত, তরুণবয়স্ক, পরম-সুন্দর, মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কতশত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভোক্ষ্য, ভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ম্বর সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানা-দেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে। আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্ কৃষ্ণার নয়ন-পথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণরাশি জয় করিতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে আজ্ঞা; আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজ-পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানা বিষয়ক কথোপকথনান্তে অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রুপদভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথি-মধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন ও সুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া ধীরে ধীরে

গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধস্বভাব, প্রিয়ম্বদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন; কিন্তু তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াদিলেন যে, যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্য্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্বর দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহল পূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপ সন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরের প্রাগুত্তর প্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বরসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী, তুষারজালজড়িত হিমালয়শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিমভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গ সমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যা সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরার্দ্ধ্য মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয়দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীর স্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্রদ্বারা পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীল-রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই। দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন,—হে ভগিনি! দেখ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগবর, উগ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ুঃ, বিরোচন, সুকুণ্ডল, চিত্রসেন, সুবর্চ্চাঃ, কনকধ্বজ, নন্দক, তুহুণ্ড ও বিকট এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কর্ণ সমভিব্যাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া ত্বদর্থে আগমন করিয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন,

মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুকেতু ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চ্চাঃ, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান্, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, শ্রেণিমান্, চেকিতান্, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদন্ত ও তৎপুত্র দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, শিবি, ঔশীনর, পটচ্চর, নিহন্তা, করুষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বসুদেব, রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রুর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লীপিণ্ডারক এবং উশীনর এই সকল যদুবংশীয় ও ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, শ্রুতায়ুঃ, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ইহাঁরা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন; হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবৎ মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষাকষায়িতলোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণাসন্দর্শনে কামমোহিত হইয়া দ্রৌপদী আমারই হইবে বলিয়া, রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রৌপদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদগতহৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকেই

চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রুদ্র,আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণ-পূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদু-প্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মনপ্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িত ও রোষপরবশ হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক আরক্ত নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমান দিব্য কুসুম সমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন্ দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। চতুর্দ্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ,বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র বিদেহরাজ ও যবনাধিপ প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবাল প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুঃ-স্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজঃ ও হতাশ্বাস হইয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন ; কিরীট, হার, বলয়াঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সকল অঙ্গ হইতে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল এবং দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

সকল ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ধনুঃ উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না ; এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে গিয়া জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যা রোপণ ও শরসন্ধানের মানস করিলেন।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধুননপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনাঃ হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে ! এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভচপলতা-

প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোনপ্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত, গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায়দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইঁহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক ও দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ, জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন,অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন; অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনুঃ সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্রদ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধুননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে, ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দ্রুপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। অতএব সমধিক গুণসম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না। স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বরবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।

যদি ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজা-

দিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিতপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজর্ষিগণ অবমানভয়ে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আর অন্য স্বয়ম্বরে এইরূপ গতি না হয়, এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া, দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জ্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুনজিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক মহামহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাতীতধীশক্তিসম্পন্ন অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমারযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জ্জলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! পিতৃস্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্‌বিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দ্বিজর্ষভসকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধুননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশূক আশীবিষ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও সূচ্যগ্র বিশিখশতদ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জ্জুন যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গকে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাতেজাঃ কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় সুতীক্ষ্ণ বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জ্জুনের অনুধাবন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর পরস্পরকে বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। কর্ণ অর্জ্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগণ অর্জ্জুনপ্রযুক্ত তীব্রজব বাণ বর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবেক। আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক আমার

সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি বা প্রতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। রাধেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজ স্বীকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন। অপর রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহারদ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উঠিল। তাঁহারা দুইজনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে পর সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাঁদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব, বৃকোদর ও মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উহাঁরা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হয়েন, তাহা হইলে আমরা হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিব, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থিরনিশ্চয়

করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, হে ভূপাল-বৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

বিস্ময়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। 'অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন' এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণনির্ম্মুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রবৎসলা পৃথা পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না ভাবিয়া, কতই অনিষ্টশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টাপাত হইয়া থাকিবে, তাহাদিগের দুর্ভেদ্য মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃতা হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুষুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন মেঘোপরুদ্ধ অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহানুভব ভীমার্জ্জুন ভার্গবকর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন,—মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর! অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম! পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরমপ্রীত যাজ্ঞসেনীর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন,

পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইঁহাকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব, হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদ-কুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর। মতিমান্ কুরুপ্রবীর জননীর এইরূপ উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন,—নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে, আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশম্বদ। ভক্তিস্নেহসহকৃত অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গ-বিকার প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, নতুবা তাহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে।

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদায় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। মহানুভব

ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণ, বলদেব সমভিব্যাহারে ভার্গবকর্ম্ম-শালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু, অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ বন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর, পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এস্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়, পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন। অনুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি। অনন্তর পাণ্ডবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন। তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহ-দেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং

উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর। অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশ কর এবং একার্দ্ধ নাগেন্দ্রবিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে। রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে, সকলে পরমসুখে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদতলে শয়ন করিলেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপাধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনও করিলেন না। এইরূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বীরপুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনা-সম্পর্কীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে ত্রিযামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, গজ ও রথ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। পঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীলোকেরা কৃষ্ণাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরীবৃত্তান্ত সমস্ত দ্রুপদ-রাজকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ পাণ্ডব-দিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন। তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র, না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন? আমার মস্তকে ত পঙ্কদিগ্ধচরণ অর্পিত হয় নাই? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল? কোন সবর্ণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন? আমার মস্তকে কে বাম চরণ অর্পণ করিল? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী, নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন? হে মহানুভব! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন?

স্বয়ম্বর পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়।

—:*:—

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতা কর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! যিনি দেবতুল্য রূপবান্ কৃষ্ণাজিনধারী, যাঁহার নয়নযুগল আয়ত ও লোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধনুতে গুণাধিরোপণ করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিলেন, যে তরস্বী দ্বিজগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত দানবসভাপ্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্রতুল্য বীরপুরুষের অজিন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ক্ষিতিপসমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন। হে নরেন্দ্র! চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্থিবগণসমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগস্থ ভার্গবঋষির পর্ণশালায় গমন করিলেন। তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন। অনন্তর তাঁহারা দুইজন সেই বর্ষীয়সীর চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে প্রণাম করিতে কহিলেন এবং কৃষ্ণা এইস্থানে থাকিলেন, এই বলিয়া সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদিগের আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসাৎ ও বিপ্রসাৎ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের পাদোপাধানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন। শয়নান্তে তাঁহারা গভীর ঘনগর্জ্জনস্বরে বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন প্রকার উপযোগিতা নাই; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা ক্ষত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাঁহাদিগের এত সমাদর কেন? যাহা হউক, এতদিনে আমাদিগের আশা ফলবতী হইল। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয়,

তাঁহাদিগেরই অন্যতম শরাসন সজ্য ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন। আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

তখন দ্রুপদরাজ হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভার্গবকর্ম্মশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যবেধকারী বীরপ্রচয়ের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন। পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি সেই লক্ষ্যবেদ্ধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতিমস্তকে পদাঘাত এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন। মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন দুহিতা কোন কৌরবকে সম্প্রদান করেন। তাঁহার অভিলাষ এই যে, অর্জ্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও সুকৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়।

পুরোহিত সমুদায় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, ইঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ প্রদান কর। ইনি দ্রুপদরাজের অতীব মান্য পুরোহিত, ইঁহাকে অধিকতর পূজা করা কর্ত্তব্য। ভীম জ্যেষ্ঠের নিদেশানুসারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলে, ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া সুখে অধ্যাসীন হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যেমন নিষ্কাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কুল, শীল, গোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যিনি কার্ম্মুক সজ্য এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন। এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাঁহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্না; বোধ হয়, অচিরাৎ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই কার্ম্মুকে গুণযোজনা করা হীনবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতাস্ত্র নীচকুলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই

দুর্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না। অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চাল-রাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। যুধিষ্ঠির পুরোহিত সমক্ষে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

রাজদূত কহিল,—দ্রুপদ বরযাত্রীয়গণের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চনপদ্মখচিত, সদশ্বযুক্ত, রাজোচিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন। পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব্ব যানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানা-প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার বীজ, অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী ও ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত এবং অশ্ব, রথ, সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুষুণ্ডী ও পরশু প্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য ও রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তত্রস্থ স্ত্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত, অজিনোত্তরীয়, পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজ-কুমার, সচিব, ভৃত্য ও রাজার সুহৃদ্বর্গ, সকলেই আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হই-লেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠসহিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস, দাসী ও সূপকারেরা উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্রে পার্থিবভোজ্য বহুবিধ সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন

পরিবেশন করিল। তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনন্তর উপদীকৃত অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার বাসনা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুন্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! তদনন্তর পাঞ্চাল-রাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিম্বা শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা কিরূপে জানিতে পারিব। দ্রৌপদীসন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরন্তপ! আপনি সমুদায় সত্য করিয়া বলুন; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরণীয়; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম! আপনার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—রাজন্! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়, সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের জননী; আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইঁহা-দিগের একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জ্জুন; ইঁহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরর্ষভ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! আপনাকে এই সমুদায় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে, যত্নপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে হর্ষোদ্রেক

কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলে ? যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারম্বার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপাদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন। পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,রাজন্ ! আমারও দারসম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে। দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন যে,দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাপি দার পরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ। অর্জ্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি ; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না ; কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত করুন। দ্রুপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্ম্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ তোমার উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অনৃত বাক্য কদাচিত উচ্চারিত হয় না এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এ বিষয়ে

আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্! ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না। দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! কল্য তুমি ও তোমার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, তোমরা সকলে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবে, তাহাই করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহবিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশাঃ পাঞ্চাল্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সকলেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এ বিষয়ে যাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, লোকাচারগর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত, আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। দ্রুপদ কহিলেন, যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ আমার মতে তাহাই অধর্ম্ম; হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী, ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না, অতএব আমি এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন,—হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চ স্বামীর সহিষী হইবেন, ইহা আমরা

কোনরূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখে কদাচ অনৃত বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার মনো-মন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোনক্রমে অধর্ম্ম বলিতে পারিব না। পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা সাত জন্ ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বার্ক্ষীনাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতাঃ নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরুলোক যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়; গুরুলোকের মধ্যে মাতা পরম গুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরম ধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অনৃত বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব! ব্যাসদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম; হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যেরূপে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস বহুব্যক্তির একপত্নীতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহাসত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈবস্বত যম ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন,

সুতরাং অনতিকাল বিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোক-পিতামহকে নিবেদন করিলেন, হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে কাল-যাপন করিতে পারি, এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। পিতামহ কহিলেন, তোমরা অমর; মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের ভয়ের বিষয় কি? দেবতারা কহিলেন, মর্ত্ত্যলোক দেবলোক তুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণ মানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম। ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র সমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য বীর্য্য থাকিবে না।

তাঁহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণানন্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতে-ছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটী সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে একটী কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চনপদ্মরূপে পরি-ণত হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুতব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহা যথার্থ করিয়া বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি যে এবং যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিলে তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ গিরিরাজশিখরো-পরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে

পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগত-সংকার বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অনুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়া সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজাঃ কহিলেন, হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজাঃ অন্য চারি জনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া "আমিও কি ইঁহাদিগের ন্যায় হইতে পারিব না" দুঃখিতমনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে শতক্রতো! তুমি বালস্বভাবসুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবরাজ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজমস্তকে পবনচালিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবরপ্রবেশ সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকেই এই অশেষ ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তচ্ছ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ইহা ভবাদৃশ গর্ব্বিত লোকের অধিকারযোগ্য নহে। পূর্ব্বে ইঁহারাও তোমার ন্যায় গর্ব্বিত ছিলেন; অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অধুনা তোমরা স্বীয়

গর্হিত কর্ম্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও। পরে জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্ম্মফলা-র্জ্জিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে পুনরায় গমন করিবে। তোমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় আদেশ করিলাম।

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্ব্বেন্দ্রেরা কহিলেন,—হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই নরলোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার, ইঁহারাই যেন কোন মানুষীর গর্ভে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহা-দেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি স্বীয় বীর্য্যে কার্য্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনিই ইঁহাদিগের পঞ্চম হইবেন। ইন্দ্রের এবম্প্রকার বিনতিতে সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজাঃ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোকললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে।

পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যসাচী অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেন্দ্রগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহা-দিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহারাজ! দৈবসংযোগ ব্যতিরেকে কখন কি ধরণীতল হইতে অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন সমুৎপন্ন হইতে পারে!

হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনাকে অত্যাশ্চর্য্য দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি,আপনি সেই দিব্য চক্ষুঃ উন্মীলন করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র পূর্ব্বদেহ ধারণপূর্ব্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন।

মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মস্তকে হেমকিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং সুগন্ধ ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদিগকে নয়নগোচর করিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজঃ ও যশঃপ্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুতব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাস-দেবের চরণ গ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। মুনিবর রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ শ্রবন করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রূপবতী কন্যা পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যাদ্বারা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ঋষিকন্যা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারম্বার কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাঁচজন স্বামী হইবেন। ঋষিতনয়া পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! আমি এক পতি প্রার্থনা করি। দেবদেব কহিলেন, ভদ্রে! তুমি উপর্য্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে। মহারাজ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিণী মহর্ষিনন্দিনী; ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইঁহার পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপনার দুহিতৃত্ব লাভ

করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্ম্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন। স্বয়ম্ভু এই নিমিত্তই ইঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন,—মহর্ষে! পূর্ব্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনকার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতারা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বর দান করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার ভাল মন্দ দেবতাই জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন, ইঁহাদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণা সৃষ্টা ও সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন, অদ্য চন্দ্রমাঃ পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর। রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তনয়ার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদ্বর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণ সকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চত্বরভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজ-মালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও বিচিত্ররত্নসমূহে খচিত হইয়া পার্ব্বণশর্ব্বরীর তারকাব্যাপ্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রেরা সুস্নাত হইয়া মাঙ্গল্য ক্রিয়া সকল সমাপনান্তে মহার্হ বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যসমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ-

পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহঃ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভাবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছু-মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত এক শত হস্তী, মহার্হ বেশভূষাবিভূষিত এক শত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কত ও সুবর্ণপ্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত এক শত রথ প্রদান করিলেন। মহানুভাব দ্রুপদরাজ সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাস্বর বিভূষণ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একোনদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীগণ কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক চরণবন্দন করিলেন। মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী, সেই সুশীলা, সদাচারসম্পন্না, সুরূপা, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্র-বধূকে স্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন, তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে ভদ্রে! তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে! তুমি অতিথি, গৃহা-

গত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া সময় যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বলবিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে ; হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপ অভিনন্দন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজতকাঞ্চন, শ্রেণাবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায়

দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এদিকে কৌরবকুলের বিশ্বাসভূমি গূঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে সমাচার প্রদান করিল যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অর্জ্জুন। তিনি সমস্ত বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ। আর যিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করেন এবং পাদপাঘাতে অরাতি সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামে যাঁহার ভয়সম্ভ্রমের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনারা অনলস্পর্শসম ভীষণ বলিয়া বোধ করিয়াছিল, সেই মহাত্মার নাম ভীম। সেই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী পুরুষদিগকে পাণ্ডব জানিয়া রাজগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন,

এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন শুনিয়া, জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস ব্যবহার রাজাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্‌কার প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষণ্ণ মনে ভ্রাতৃগণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তিনি ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই যথার্থ চিনিতে পারেন নাই। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখুন, আমরা পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কতপ্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে; অতএব পুরুষকারকে ধিক্‌কার প্রদান করি। তাঁহারা দুঃখিত ও বিগতচেতাঃ হইয়া এইরূপ কথোপকথন ও পুরোচনকে নিন্দা করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকল মহাতেজাঃ পাণ্ডবদিগকে অগ্নি হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদপুত্রদিগকে যুদ্ধবিশারদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংকল্প সকল শিথিল হইয়া পড়িল।

অনন্তর যখন বিদুর শ্রবণ করিলেন যে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রীতির আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে

বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্, মিত্রবান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোনপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ যে, বিজনপ্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। বিদুর আকার বা ইঙ্গিতদ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে

সুযোধন ! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ বল, হে রাধেয় ! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এ সময়ে বলিবার কোন বাধা নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, তাত ! অদ্য সুবিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণদ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুতযুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল ধনরাশিদ্বারা বশীভূত করিব, যাহাতে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা তথায় বাস করিতে প্রবৃত্তি দেন এবং যেন তাঁহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাবহ ; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ করিয়া দিক্, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখপূর্ব্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক্। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জ্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক, যেহেতু ভীমই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। অর্জ্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে ; যেহেতু ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত। তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজাঃ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিবেন না। বৃকোদর পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ভীম ব্যতিরেকে অর্জ্জুন একাকী রণ-স্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ। তাহারা ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে বলাধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। যদ্যপি এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশ-বর্ত্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণদ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণা তাহাদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই ; কিম্বা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন এবং বিবিধ কৌশলদ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন।

হে তাত! উল্লিখিত উপায় সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন,—দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কৌশলদ্বারা তাহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্ব্বেও ত তুমি অতি সূক্ষ্ম উপায়দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহচেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্ত্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই। এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পিতৃপৈতামহ পদের ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইয়াছে। যাহারা একপত্নীতে অনুরক্ত, তাহাদের সৌভ্রাত্র অবশ্যই বদ্ধমূল হইবে, সংশয় নাই; সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্রৌপদী তাদৃশী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, এ কথাও কোনক্রমে সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বহুভর্তৃতা স্ত্রীলোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালেশ্বর পরম ধার্ম্মিক ও ব্রতপরায়ণ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই, তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান্ ও পাণ্ডব-

গণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধাররাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে, যদবধি পাঞ্চালরাজ মহাবলপরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছেন এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদববাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজসদনে সমাগত না হইতেছেন, তৎকালমধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি, অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন, মহাত্মা ভরত বিক্রমদ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত হইলেও নিষ্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়ান্ উপায় আছে। অতএব বিক্রম প্রকাশদ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না।

রাধেয়বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়, সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্দ্ধ রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশাঃ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্দ পূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে এবং তোমারও অতিমাত্র অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। অতএব হে তাত! কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে, লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার ও ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্ত্তি-রক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী দুরবস্থা শ্রবণে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র

উপায় আছে। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই একমতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুরধিকাধিকশততম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রনার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ সন্নিধানে প্রেরণ করুন। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন। আপনি ও দুর্য্যোধন উভয়েই এ বিষয়ে সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারংবার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবকে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময়, শুভ্র, বহুবিধ আভরণ, দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া আপনার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি স্বাত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন।

কর্ণ কহিলেন,—মহারাজ! আপনি যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অর্থ ও মানদ্বারা সংকার করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সন্মন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে? যিনি দুষ্ট মনঃ ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণদ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন। হিতার্থে হউক বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদায় লাভ করিতে পারেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে রাজগৃহ নামক নগরে মগধ-রাজবংশীয় অম্বুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগগ্রস্ত সেই ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রি ছিল। ঐ মূর্খ মন্ত্রী রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া নানাপ্রকারে অবনীপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনারত্ন ও ধনসম্পত্তি সমুদায় স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। এই সমস্ত অধিকার করিয়াও সেই লুব্ধপ্রকৃতি মন্ত্রীর অন্যান্য বস্তুলাভে লোভবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার করিতে পারিল না। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাঁহার সেই পুরুষেন্দ্রতা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণপ্রযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদায় লোক বিরোধী হইলেও আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য লাভ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্য্যালোচনা করিয়া দুষ্টের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন।

দ্রোণ কহিলেন,—কর্ণ! বুঝিলাম, তুমি কেবল আপনার মনোগত ভাবদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি

পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্টবাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন,—মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্‌জাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে। ইঁহারা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত কাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না; অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভসঙ্কল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইঁহারা আপনাকে কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না। আর ইঁহারা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনকার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই; যাঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীগণ যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইঁহারা যে পাবণ্ডদিগের অজেয়ত্ব কীৰ্ত্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছা সত্বে সেই যম সদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে, এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীৰ্ত্তি ত্বৎকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়-জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। হে রাজন্! যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে!

মহারাজ! পৌর ও জানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইঁহারা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, 'ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী, সংশয় কি? অতএব হে বিদুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমাদিগের ভাগ্যবলে কুন্তী ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং আমাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের কি সৌভাগ্য যে, দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর, বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীত বচনে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয়সখা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

(আদিপর্ব্ব)

সহিত সম্বন্ধলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন! তাঁহারা এই-সম্বন্ধে সংযত হইয়া যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইঁহারাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরবমহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইঁহারা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব; তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।

বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

রাজ্যলাভ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত। কিন্তু আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইঁহাদের পরম প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে রাজন্! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কৃষ্ণ কহিলেন,—পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে

আমার সম্পূর্ণ মত আছে; অথবা সর্ব্ব-ধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত, আমারও সেই মত।

দ্রুপদ কহিলেন,—মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গলচিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদকর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্রে গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরমসুখে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্দ্ধর বিকর্ণ,চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদায় জনগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীর্ষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করেন। এই ধর্ম্মাত্মা এখানে আসাতে বোধ হইতেছে, যেন সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা! আজি পাণ্ডুতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন।

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন। পৌরগণ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম

তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা-দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রসস্ত্র-সুরক্ষিত গোপুরসমুদায়ে সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহচক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তল্পসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে। কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন সমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎ-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবের-গৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লুকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুব্জক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাতপ্রভৃতি ফলপুষ্পভরানমিত সুমনোহর বৃক্ষ সমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে

গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজল-পরিপূর্ণ, পদ্মরেণু সুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ সমুদায় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিকগণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাবল পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্যলাভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে তাঁহা-দের পাঁচজনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই বা কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালযাপন করিতেন, এইসমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনু-গ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানু-সারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

একদা তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপবেশনার্থ এক মহার্হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। দেবর্ষি পূজা গ্রহণানন্তর পরম প্রীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির নিদেশানুসারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদী সমীপে তদীয় আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজ-দুহিতা নারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শুচি ও সুসম্বৃতাঙ্গী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি-সত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চভ্রাতা; কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও এক রাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহর্ষে! আপনি যে সুন্দ ও উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেনই বা তাহাদের পরস্পর ভেদ হইল? এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অপ্সরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্য দর্শনে তাহারা কামান্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করে, সেই অপ্সরাই বা কাহার কন্যা?

হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণন করুন।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই সুন্দোপসুন্দের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবলপরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্ম গ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রূরমনাঃ সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারই পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও এককার্য্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালযাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না। সতত পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয় বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যবিজয়সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই জটাবল্কলধারী বীরদ্বয় তপোনুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বায়ু ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষলোচন ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল। বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা সুন্দরী স্ত্রী সমুদায়দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে করিতে দেখিল, একটা শূলধারী বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণসংহারার্থ

লইয়া যাইতেছে ; রাক্ষসভয়ে তাহাদিগের বসন, ভূষণ ও মাল্যাদি পরিভ্রষ্ট হইল। পরে তাহারা সেই দুই ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া ‘পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। সুন্দ ও উপসুন্দ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তদ্দর্শনে সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্ব্বভূত-হিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাসুরদ্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দ ও উপসুন্দ ভগবান্ কমলযোনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, হে পিতামহ! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ ও মহাবল পরাক্রান্ত হই ; ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারি এবং উভয়ে অমর হই। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি অমরত্ব ভিন্ন তোমাদের অন্য সমুদায় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম ; অমরত্ববিধান করিলে তোমরা দেবতা-দিগের সমান হইবে ; তোমরা সকলের উপর একাধিপত্য করিবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ ; অতএব তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করা বিধেয় নহে। তোমরা ত্রৈলোক্য বিজয়ের মানসে তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিলাম না। তখন সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, হে পিতামহ! যদি আপনি নিতান্তই আমাদিগকে অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোকস্থ যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে ; কেবল আমরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে পারি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবেন্দ্রদ্বয়! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম ; আমি বর দিতেছি, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিলে, তোমাদের তদনুরূপ মৃত্যুই হইবে। ভগবান্ কমলযোনি দৈত্যদ্বয়কে এইরূপ অভিমত বর প্রদানদ্বারা কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ ইহারাও সর্ব্বলোকপিতা-মহ ব্রহ্মার বরে সর্ব্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল।

স্বাভিলষিত বরলাভানন্তর প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদের সুহৃদ্বর্গ পরম পরিতুষ্ট হইল। তৎপরে সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয়

জটাভার পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তকে কিরীট, অঙ্গে মহার্হ আভরণ এবং দিব্য বসন পরিধান করিল। তৎকালে তাহারা যেন অকাল-কৌমুদীর সার্ব্বকালিক প্রাদুর্ভাব প্রবর্ত্তিত করিল। তাহাদিগের বান্ধবগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম ও স্থানে স্থানে 'দীয়তাং' ভুজ্যতাং' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন বিহারদ্বারা শত শত বৎসর এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এইরূপে দৈত্যপুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল; দানবেন্দ্র সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য জয় করিবার মানসে মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিল। তৎপরে তাহারা সুহৃদ্গণ, বৃদ্ধ দৈত্যগণ ও মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মঘানক্ষত্রযুক্তা রজনীতে প্রাস্থানিক মঙ্গলাচরণ করত গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারিণী দানববাহিনী সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল; গমনকালে চারণগণ মাঙ্গলিক স্তুতি পাঠ করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তদনন্তর সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করত দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল। দেবগণ তাহাদের আগমন দেখিয়া এবং ব্রহ্মার বরদানের বিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ অনায়াসে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে রসাতলস্থ নাগগণ ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছজাতিদিগকে জয় করিল। পরে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল-বিজয়ার্থী মহাবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, দেখ, রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞদ্বারা এবং দ্বিজগণ হব্য-কব্যদ্বারা দেবগণের তেজঃ, বল ও সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই অসুরদ্বেষী দুষ্ট রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রাণ নাশ করি। সুন্দ ও উপসুন্দ সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে গমন করিল; তথায় যে সকল ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা

যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিল। সৈন্যগণ তপোধনদিগের আশ্রমস্থিত অগ্নিহোত্র লইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সে শাপ কোন কার্য্যকারক হইল না। যখন তপোধনেরা দেখিলেন, তাঁহাদের শাপ শিলানিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহারা অগত্যা তপোনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলেন। অধিক কি কহিব, পৃথ্বীতলে যে সমস্ত মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ, দান্ত ও শমপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারাও গরুড়ভয়ে ভীত সর্পগণের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের উপদ্রবে আশ্রম সকল ভগ্ন ও কলস স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রাসকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ফলতঃ তৎকালে সমুদায় জগৎ কালগ্রস্তের ন্যায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে মহর্ষিগণ পলায়ন করিলে সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশল আরম্ভ করিল। তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে লুকায়িত ঋষিগণকে বধ করিত; কখন সিংহরূপী কখন বা ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধনগণের প্রাণ সংহার করিত। সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একবারে রহিত হইল; উৎসবের সম্পর্কও রহিল না। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ, সকলেই ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর। ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার এবং কৃষি গোরক্ষা কার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইল; দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও পুণ্যোদ্বাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম সকল বিলুপ্তপ্রায় এবং নগর ও আশ্রম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমণ্ডল একেবারে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারা সমুদায়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রূরকর্ম্মা দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রূর-কর্ম্মদ্বারা সমস্ত দিক্ বিজয় করিয়া নিষ্কণ্টকে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—তদনন্তর সমস্ত দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ

সুন্দোপসুন্দকৃত সেই উপদ্রব দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ঐ সকল জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়গণ জগতের দুরবস্থা দর্শনে অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসন দেবগণের সহিত সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, ঋষিগণ, বৈখানসগণ, বালিখিল্যগণ ও মরীচিপায়ী বানপ্রস্থগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন; মহর্ষিগণ তথায় গমন করিয়া অতি কাতরস্বরে সুন্দোপসুন্দকৃত উপদ্রব বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্য-বৃত্তান্ত পিতামহকে জানাইলেন।

ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সুন্দ ও উপসুন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুরূপ রমণী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোকমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত; বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্ম্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্ম্মাণকালে সেই কামিনীর গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত রত্নসংঘাত-খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপস্বরূপ হইল। তাহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিল না যে, দর্শকগণের দৃষ্টি যে স্থানে পতিত হইলে আসক্ত না হয়। ফলতঃ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্ব্বভূতের মনোনয়নহারিণী হইলেন। ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! কি নিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তিলোত্তমে! তুমি দানবরাজ

সুন্দ ও উপসুন্দের সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় রূপসম্পত্তিদ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর, যেন তাহারা তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে।

তিলোত্তমা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতামহকে নমস্কার করিল এবং দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবসভায় ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণ মুখে, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখে এবং ঋষিগণ সর্ব্বতোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তিলোত্তমা অতি সাবধানতাপূর্ব্বক ভগবান্ মহাদেবকে ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য দর্শনার্থ দক্ষিণ দিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল, পশ্চাৎভাগে গমন করিলে পশ্চাৎভাগে আর এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তরদিকে গমন করিলে সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল। ভগবান্ পুরন্দরেরও সর্ব্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্রলোচন আবির্ভূত হইল। এইরূপে পূর্ব্বকালে ভগবান্ মহাদেব চতুর্ম্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, তৎকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত তত্রস্থ সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তিলোত্তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিলোত্তমা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিতে গমন করিল। তিলোত্তমা গমন করিলে দেবগণ ও পরমর্ষিগণ তাঁহার অতীব রমণীয় রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া পিতামহের অভিসন্ধি সিদ্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে ভগবান্ ভূতভাবন কমলযোনি সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণকে বিদায় করিলেন।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এদিকে দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবনবিজয়কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টক হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও ভূপতিগণের সমস্ত রত্নজাত অপহরণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যখন দেখিল যে, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তখন একবারে যুদ্ধাদি চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল উত্তমোত্তম স্ত্রী, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রভৃতি বিবিধ মনোহর

উপভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া অমরের ন্যায় কখন অন্তঃপুরোদ্যানে, কখন পর্ব্বতে, কখন বনে, কখন বা অন্যান্য অভিলষিত স্থানে বিহার করিতে লাগিল।

একদা ঐ দানবদ্বয় বিহারার্থ সমশিলাতলসম্পন্ন ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত পাদপপুঞ্জে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রস্থদেশে গমন করিল; পরিচারকগণ তথায় সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুন্দ উপসুন্দ সন্তুষ্টচিত্তে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইল এবং রমণীগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তুতিবাক্যদ্বারা তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বরবর্ণিনী তিলোত্তমা সূক্ষ্ম রক্তাম্বর পরিধান ও মনোহারিণী বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতস্থ কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে নদীতীরজাত কর্ণিকারসকল চয়ন করিয়া অল্পে অল্পে সুন্দোপসুন্দ সমীপে সমুপস্থিত হইল; দানবদ্বয় তৎকালে সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল; চারুহাসিনী তিলোত্তমা তাহাদের নয়নগোচর হইবামাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইল। তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমা গ্রহণাভিলাষে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিয়া, সুন্দ তাহার দক্ষিণ কর ও উপসুন্দ বাম কর ধারণ করিল। বরপ্রদান-মদ, ধনমদ, বলমদ এবং সুরাপান-মদ প্রভৃতি নানা মদে মত্ত এবং কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত সেই দানবদ্বয় ভ্রুকুটিবন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল। উপসুন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধূ হইল। এইরূপে "এ আমার ভার্য্যা তোমার নয়, আমার ভার্য্যা তোমার নয়," এই কথা বারংবার কহিতে কহিতে তাহারা কামে মোহিত হইয়া চিরপরিচিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ক্রোধভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিল এবং 'আমি পূর্ব্বে বধ করিব, আমি পূর্ব্বে বধ করিব' বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় দুই জনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সেই মহাবীরযুগলকে ভূতলশায়ী দেখিয়া তত্রস্থ রমণীগণ ও দানব সমুদায় ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া পাতালতলে পলায়ন করিল।

তদনন্তর সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ সমভি-ব্যাহারে তিলোত্তমা সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিধাতা হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিবার মানসে কহিলেন, হে ভাবিনি! সূর্য্য যে পথে গতায়াত করেন, তুমি সেই পথে গমনা-গমন করিবে, তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না। ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর প্রদানানন্তর ইন্দ্রহস্তে ত্রৈলোক্যরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে পাণ্ডবগণ! পূর্ব্বকালের সুন্দ ও উপসুন্দ এইরূপে বাল্যকালাবধি একনিশ্চয় থাকিয়াও কেবল তিলোত্তমার নিমিত্তই উভয়ে বিবাদ করত পর-স্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। অতএব আমি তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহবান্ হইয়া উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের পরস্পর ভেদ না হয়, এমত কার্য্য কর; তাহা হইলে আমি পরম প্রীত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে, তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে নারদের উপদেশানুসারে নিয়ম করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্তই তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ভঙ্গ হয় নাই।

রাজ্যলাভ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ নারদ সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বীয় শস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে

অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই অপরিমিত বলশালী পঞ্চ ভ্রাতার বশবর্ত্তিনী হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নীলাভ করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষশূন্য ও সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

তাঁহাদের রাজ্য প্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তস্কর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের নিকট কহিতে লাগিল, হে পাণ্ডবগণ! ক্ষুদ্র নৃশংস চৌরগণ এই রাজ্য হইতে আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা ত্বরায় রক্ষা কর। হে পাণ্ডবগণ! প্রশান্ত ব্রাহ্মণের হবিঃ কাকে ভক্ষণ করিতেছে; নীচ পশু শৃগাল শার্দ্দূলের শূন্য গুহায় প্রবেশ করিতেছে; যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্রপাপের ভাগী হয়েন। হে পাণ্ডবগণ! চৌরে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতেছে, ধর্ম্মার্থ নাশ হইতেছে এবং আমি কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছি; অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়সমীপে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের সেই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া 'মাভৈঃ' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন। অর্জ্জুন দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের রোদনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি না লইয়া গমন করিতেও সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দোলাচলচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, উঁহার অশ্রু প্রমার্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এদিকে মহারাজকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে। কি করি! যদি দ্বারস্থ রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে জনসমাজে আমাদের রাজ্যপালনে উপেক্ষাজন্য কলঙ্ক ঘোষণা হইবে, আর যদি মহারাজের অনুমতি না লইয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার অপমান করা হয় এবং

যদি তাঁহার অনুমতি লইবার নিমিত্ত আয়ুধাগারে প্রবেশ করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য আমাকে বনে গমন করিতে হয় । কিন্তু রাজসন্নিধানে গমন করিলে আর সকল দোষই পরিহার করা হয় । যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য মহান্ অধর্ম্মই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; যেহেতু শরীর রক্ষা অপেক্ষাও ধর্ম্মের গৌরব অধিক ।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় মনে-মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! শীঘ্র আমার সহিত আগমন করুন । পরস্বাপহারী সেই ক্ষুদ্র চৌরগণ এখনও বহু দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আমি ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার গোধন আনয়ন করিতেছি । মহাবাহু অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া ধনু ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাণদ্বারা দস্যু-গণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন । ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভি-নন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনমুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং সবাষ্প গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ ! যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই, আমার সে বিষয়ে সম্মতি আছে । সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র

পাপ নাই। অতএব হে মহাবাহো! তুমি আমার বচনানুসারে বনগমনে নিবৃত্ত হও; তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনিই কহিয়াছেন, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুরুকুলপ্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে, বেদবেদাঙ্গ ও দিব্যাখ্যানবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সন্ন্যাসিসকল তাঁহার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-সমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্য তীর্থ সকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন,—হে রাজন্! সেই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিলে, বিপ্রগণ স্থানে স্থানে অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পোপহারালঙ্কৃত সেই সমস্ত মন্ত্রপূত হুতাশন এবং কৃতাভিষেক, সংযমী, সৎপথাবলম্বী মহাত্মা দ্বিজগণদ্বারা গঙ্গাদ্বার অতীব শোভাকর হইল। এইরূপে আশ্রম পর্য্যাকুল হইলে একদা অর্জ্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজদুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্চ্চিত নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য

সমাধা করিলেন। তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোমক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন দেখিয়া,হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজদুহিতাকে কহিলেন, হে ভীরু! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে? হে ভাবিনি! এ প্রদেশের নাম কি? তুমিই বা কে এবং কাহার কন্যা?

উলূপী কহিল,—হে রাজন্! ঐরাবতকুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদানদ্বারা এ অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ভদ্রে! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি স্বাধীন নহি। হে জলচারিণি! তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা কহি নাই, অতএব হে ভুজঙ্গমে! যাহাতে আমার অনৃতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হয় এবং ধর্ম্ম হানি না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর।

উলূপী কহিল,—হে পাণ্ডবেয়! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে নিমিত্ত তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি। তোমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের এক জন দ্রৌপদীর সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে, অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে পৃথুলোচন! আর্ত্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম হানি হয়, আমার প্রাণ দান করিলে ততোধিক ধর্ম্ম লাভ হইবে। হে পার্থ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তুমি

সাধুগণের পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণদান করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয়! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক, আমি অদ্য তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং আমার অভিলায় পূর্ণ কর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আত্মপ্রদানদ্বারা মনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজদুহিতা উলূপী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উলূপী সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলূপী, অর্জ্জুনকে 'তুমি সমস্ত জলচরগণকে জয় করিতে পারিবে' এই বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম অর্জ্জুন অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্যবিন্দুর তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুকমনে পূর্ব্বদিক্ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্ব্বত্র গমন, দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্প-

মাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র-পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্যতীর্থ সকল সন্দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরম ধার্ম্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয়। মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্র কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া 'তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ! আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা, সুতরাং আমি ইঁহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইঁহাদ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, এই আশয়ে আমি ইঁহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইঁহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশকর হইবে। হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে। অর্জ্জুন নিয়মানুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন দক্ষিণসাগরে তপস্বি-জনসুশোভিত অতি পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল তীর্থস্থানে অনেকানেক তপস্বিজনের সমাগম হইত, মহর্ষিগণ সেই পঞ্চতীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধ ফলোৎ-পাদক কারন্ধম তীর্থ ও অশেষ পাপাপহারক ভারদ্বাজ তীর্থ, অর্জ্জুন এই পঞ্চ তীর্থ দর্শন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত তীর্থ জনশূন্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ত্যজ্যমান দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! ব্রহ্মবাদীরা কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করেন? তাপ-সেরা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কুরুনন্দন! এই তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বাস করিতেছে, তাহারা অবগাহন মাত্রেই তাপসদিগকে সংহার করিয়া থাকে; এই কারণে আমরা ঐ পঞ্চতীর্থ পরিহার করিয়াছি।

মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সমস্ত তীর্থস্থান দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন এবং সৌভদ্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া সহসা অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এই অব-সরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিল; ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভী-রকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কুম্ভীর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবামাত্র সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন প্রীতমনে সেই নারীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি কে? কি নিমিত্ত জলচরী হইয়াছ? আর পূর্ব্বে এমনই বা কি পাপ করিয়াছিলে? দিব্যাঙ্গনা কহিল, হে মহাভাগ! আমি দেবারণ্য-বিহারিণী এক অপ্সরা, আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অধ্যয়নপর পরম রূপবান্ একান্তচারী এক ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল বনবিভাগ আলোকময় করিতে-ছেন। আমরা আকাশমার্গ হইতে তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ

হইলাম। তৎপরে সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা এই চারি সহচরী সমভিব্যাহারে তপস্বিসন্নিধানে গমন করিলাম। গমন করিয়া মধুর সঙ্গীত ও হাস্যালাপে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তৎকালে তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কোন মতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, 'রে অপ্সরাগণ! আমার শাপপ্রভাবে তোরা শত বৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক্।'

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বর্গা কহিল,—হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা অভিশাপগ্রস্ত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম। কহিলাম, হে বিপ্র! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পমদে মত্ত হইয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, আমরা যে আপনাকে প্রলোভন দেখাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদিগের বধ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ধার্ম্মিকেরা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্য কহেন, অতএব হে তপোধন! আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, আমাদিগের প্রতিহিংসা করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? ব্রাহ্মণই সর্ব্বজীবের বন্ধু, একথা যেন নিতান্ত অমূলক না হয়। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, ক্ষমা করুন।

তখন চন্দ্রসূর্য্য-সমপ্রভ দ্বিজবর অপ্সরাদিগের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে অপ্সরাগণ! শত বা শত সহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে, কিন্তু আমি যে শত বৎসর শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণ-বাচকমাত্র, আনন্ত্যবাচক নহে। কিন্তু যৎকালে তোমরা কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদগ্রহণ করিবে, তদবসরে যদি কেহ তোমা-দিগকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা পুন-র্ব্বার স্বমূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। আমি পরিহাসচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কহি

নাই। আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে, তাহা তদবধি পবিত্র নারীতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে।

বর্গা কহিল, অনন্তর আমরা বিপ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখিত-মনে তথা হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি আমাদিগকে স্থলে আকর্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রূপসম্পন্ন করিবেন, আমরা সেই মহাত্মাকে কত কালে সন্দর্শন পাইব? আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দৃষ্টি-গোচর করিবামাত্র আমরা সন্তুষ্টমনে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবনতমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেবর্ষি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম। তখন তিনি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছদেশে পঞ্চতীর্থ নামে অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থান আছে, তোমরা তথায় যাইয়া বাস কর। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অচিরকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের দুঃখ মোচন করিবেন, সন্দেহ নাই। তৎপরে আমরা তদীয় আদেশানুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য আমার দুঃখ মোচন হইল সত্য বটে, কিন্তু আমার অপর চারি সহচরী এই জলমধ্যে বাস করিতেছেন, আপনাকে তাঁহাদিগেরও দুঃখ-শান্তিরূপ শুভকর্ম্ম করিতে হইবে।

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাহাদিগেরও শাপ মোচন করিয়াদিলেন। তাহারা জলমধ্য হইতে উত্থিত ও পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তীর্থশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক অপ্সরা-দিগকে গমনের আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। তথায় চিত্রাঙ্গদাগর্ভে বভ্রুবাহন-নামক পুত্র উৎ-পাদন করিয়া গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর অমিত-বিক্রম অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে অপরান্ত প্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিলেন।

পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানেও পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়সখা অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎকার লাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। পরে কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত এই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ? অর্জ্জুন বাসুদেব-সমক্ষে আপনার তীর্থপর্য্যটনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ 'সঙ্গত হইয়াছে' বলিয়া তদ্বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। তৎপরে তাঁহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেবের আদেশানুসারে তদীয় অধিকৃত পুরুষেরা ইতিপূর্ব্বেই রৈবতক-পর্ব্বত সুসজ্জিত ও আহার সামগ্রীসকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয় দ্রব্য গ্রহণ ও উপযোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটগণের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুপরিচ্ছন্ন শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় দুগ্ধফেণধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয় সখার নিকট বহুতর নদী, পল্বল, পর্ব্বত ও বনবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গসন্নিভ শয্যায় শয়ান অর্জ্জুন যথাবদ্বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে নিদ্রায় বিচেতন হইলেন। প্রভাতকালে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মঙ্গল স্তুতিবাদদ্বারা প্রতিবোধিত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধানন্তর বাসুদেব কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চননির্ম্মিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াকাননসকল অলঙ্কৃত ও সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন পুর প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শত সহস্র লোক সত্বর রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অর্জ্জুন এইরূপে যাদবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা আসিয়া তাঁহার সৎকার

করিলেন। অর্জ্জুন সমস্ত সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্যে কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সুভদ্রাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

উনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতকপর্ব্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। উক্ত বংশোদ্ভূত বীর-পুরুষেরা উৎসবোপলক্ষে রৈবতকবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করি-লেন। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশসকল, রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপ সমূহদ্বারা সুশোভিত হইল এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত সুবর্ণযানে আরোহণপূর্ব্বক বারম্বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্য যানে, কেহ সামান্য যানে, কেহ বা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্র-সেনও অঙ্গনাসহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক পরমসুখে বিহার করিতেছিলেন। রুক্মিণীতনয় ও শাম্ব, ইঁহারাও মধুপানে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধব, ইঁহারা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক্ পৃথক্ গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।

এই পরমাদ্ভুত কৌতূহল আরম্ভ হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া উৎসবসমাজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহারা, সখীজনপরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা,

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তদেকান্তমনাঃ দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে! এ কি! ইনি বসুদেবের কন্যা ও সারণের সহোদরা এবং আমারই ভগিনী; ইঁহার নাম সুভদ্রা। হে সখে! যদি তোমার মন নিতান্তই ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! পরমরূপসম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলে সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রালাভ হইবে, অনুসন্ধান কর; তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব। বাসুদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ম্বরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ম্বরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে।

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জ্জুন এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থগত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনকে অনুমোদন করিলেন।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ প্রদান ও তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক রৈবতকপর্ব্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত বাসুদেবের অনুজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণকিঙ্কিণীজালালঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প অপূর্ব্ব দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়াব্যপদেশে কৃষ্ণকে ইতিকর্ত্তব্যতা নিবেদন করত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা ও দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোহিত করিলেন।

তদনন্তর তিনি সুভদ্রাকে সেই সুবর্ণময় রথে আরোহিত করিয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অপহৃতা দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর উভয়পার্শ্বে ধাবমান হইল। তাহারা তত্রত্য সুধর্ম্মানাম্নী সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভাপালসন্নিধানে অর্জ্জুনের বলবিক্রমের বিষয় সমুদায় নিবেদন করিল। সভাপাল সৈন্যমুখে সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাসুবর্ণময় রণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভেরীরব শ্রবণ করিবামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মণিবিদ্রুমাদিখচিত, অপূর্ব্ব আস্তরণপটে আচ্ছাদিত, শত শত সুবর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত সমুপবিষ্ট দেবতুল্য যাদবদিগের নিকট অর্জ্জুন-বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

মহাবীর যাদবেরা অর্জ্জুনের এই অসহ্য অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা শীঘ্র রথযোজনা কর এবং প্রাস, মহার্হ ধনুঃ ও বৃহৎ কবচ সকল আনয়ন কর। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া রথযোজনা করিতে আদেশ দিলেন। কেহ বা স্বয়ংই সুবর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গমগণ যানে যোজনা করিতে লাগিলেন। রথ, কবচ এবং ধ্বজপতাকা সকল আনয়ন করিলে, সেই বীরসম্মর্দ্দ তুমুল হইয়া উঠিল। তদনন্তর মধুপানে মত্ত নীলাম্বরধর মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা, কিম্বা তর্জ্জন গর্জ্জন করা সকলই বৃথা; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? মহামতি বাসুদেব প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইঁহার যেরূপ ইচ্ছা,

তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে। বলদেবের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণ-যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরায় সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! দেখ, সকলেই তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ? আমরা তোমার উপরোধেই সেই কুলপাংশুল অর্জ্জুনকে সৎকার করিয়াছি, কিন্তু সে সৎকারের উপযুক্ত পাত্র নহে। কোন পুরুষ আপনাকে কুলীন বিবেচনা করিয়া কি, যে পাত্রে ভোজন করে সেই পাত্র চূর্ণ করিয়া থাকে? কোন্ মূঢ় ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধে আদর ও নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ রাখিয়া এইরূপ সাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? অর্জ্জুন আমাদিগকে তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য বলপূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ! মস্তকে পদাঘাত-তুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব? সর্পকে পদাঘাত করিলে সে কি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকে? আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব, অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না। তখন অন্ধকগণও নিবিড় মেঘবৎ গভীরস্বরে গর্জ্জমান বলদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

সুভদ্রাহরণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

হরণাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যাদবেরা এইরূপে স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রকটনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে কহিলেন, অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই; বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ

করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্য তাঁহাতেও সম্মত হন নাই এবং পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে এবং কুল, শীল, বিদ্যা ও বুদ্ধি-সম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশাঃ সুপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন কুন্তিভোজের দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরত-কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাদেব ব্যতিরেকে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ রথ, মদীয় ঘোটক এবং লঘু-হস্ত পার্থ যোদ্ধা, এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবনমধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয় সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদদ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সকলের কর্ত্তব্য; কারণ, যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সান্ত্ব-বাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যাদবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করত দ্বারকাতে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যা-গমন করিলেন।

অর্জ্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! যে স্থানে সাত্বতকুমারী আছে, তথায় গমন কর। অথবা তোমারও নিতান্ত দোষ নাই, গুরুভার বস্তু দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ব বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। কৃষ্ণা এবম্বিধ নানাপ্রকার পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা এবং তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগি-

লেন। পরে অর্জ্জুন রক্তবস্ত্রপরিধানা সুভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বরাঙ্গনা সুভদ্রা সেইরূপ বেশভূষায় অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক পৃথার চরণবন্দনা করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম। কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। মাধবভগিনী 'তাহাই হউক' বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীরপুরুষেরা ভ্রাতৃবর্গ, কুমারগণ এবং অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন যাদবচমূপতি অক্রূর, মহাতেজাঃ অনাবৃষ্টি, মহানুভব উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা বহুল যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সাদরে পরিগৃহিত হইয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য রাজপথসকল নির্ধূলীকৃত এবং শীতল সুগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশ দহ্যমান অগুরুধূমে সুরভিত, কোন স্থান কুসুমমালায় সুশোভিত এবং কোন স্থান বণিক্‌গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে; কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেব সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পৌরজন ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রালয়সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ এবং বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ বিনীতভাবে ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান

প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। তিনি কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায় প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহারও নিকটে বা স্বয়ং অভিবাদিত হইলেন। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদেয় রত্নসমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া বাহনচতুষ্টয়-সংযুক্ত, কিঙ্কিণীজালজড়িত সহস্র সংখ্যক স্বুবর্ণরথ, সুশিক্ষিত সারথি, মাথুরদেশীয় অযুত গো, শ্বেতবর্ণ বড়বাসমূহ দ্রুত-গামী অশ্বতরসহস্র, সুবর্ণালঙ্কারবিভূষিত সেবাকুশল কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্কা সহস্র দাসী, বাহ্লিকদেশীয় ঘোটকসমূহ, উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রাশি, মদস্রাবী অত্যু-ন্নত রণপরিচিত হস্তীপক-বিশিষ্ট গজযূথ প্রভৃতি কন্যাধন সকল সুভদ্রাকে প্রদান করিলেন। বলরাম সেই সম্বন্ধের বহুমানপূর্ব্বক অমূল্য রত্নসমূহ, মহার্হ বস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র এবং শত পতাকা প্রভৃতি বস্তুজাত যৌতুক দান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধক-গণের যথোচিত সৎকার করিলেন। যেমন পুণ্যাত্মা লোকেরা পরম সুখে স্বর্গ ভোগ করেন, তদ্রূপ সেই সকল মহাত্মারা তথায় গীতবাদ্যদ্বারা যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেবপুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণ কর্তৃক রত্নসমূহ ও সম্মানদ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারবতীনগর প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরম রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগ বরাহ বিদ্ধ করত যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন। অনন্তর শচী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান্ অর্থাৎ নির্ভয় ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অভিমন্যু হইল। লোকে তাঁহাকে আর্জ্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত। যেমন সংঘর্ষণদ্বারা শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয় হইতে অভিমন্যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অভিমন্যুর জন্ম হইলে ধর্ম্মরাজ অযুত গো ও সুবর্ণরাশি বিপ্রসাৎ করিলেন। তিনি জন্মিয়া অবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। শারদ শর্ব্বরীনাথ সন্দর্শনে লোকের যাদৃশ প্রীতি হয়, তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আহ্লাদ হইত। তাঁহার জাতকার্য্য প্রভৃতি

সমুদায় শুভকর্ম্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় আগম ও শস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে আত্মজকে আত্মতুল্য এবং সার্ব্বাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে ভূধরতুল্য দৃঢ়কায় মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। আদিত্যজননী অদিতির ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চবীর প্রসব করিলেন। দ্রৌপদীতনয়েরা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়া ও উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণের সহিত পরমসুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হরণাহরণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

খাণ্ডবদহন পর্ব্বাধ্যায়।

——:০:——

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও শান্তনব ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন জীবাত্মা সুলক্ষণসম্পন্ন সৎকর্ম্মশালী পুরুষের শরীরে সুখে বাস করেন, সেই-রূপ সমুদায় লোক পুণ্যকর্ম্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নীতিমান্ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নির্ব্বিশেষ অনুরাগ করিতেন। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মার্থ-কাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। বেদাধ্যয়নশীল,

যজ্ঞশীল ও শিষ্টপ্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা, অচঞ্চলা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমাণ বেদচতুষ্টয়দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ সুশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারা বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিতুল্য ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণও ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপে উপাসনা করিতেন। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাহারা যে দৈবাধীন তাঁহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিত এমন নহে, রাজাও সর্ব্বদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ধীমান্ মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসহ্য বা অপ্রিয় বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্যের হিতসাধনেচ্ছু হইয়া পরম পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন। সুস্থশরীর ও হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবেরা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে অন্যান্য রাজগণকে তাপিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! গ্রীষ্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব, তোমার কি অভিরুচি হয়? বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া যথেচ্ছ জলবিহার করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ইন্দ্রপুরসদৃশ, বিবিধ খাদ্যদ্রব্যযুক্ত ও সুগন্ধি মাল্যজালে পরিবৃত বিহারদেশে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই আনন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুলনিতম্বা পীনোন্নতপয়োধরা মদস্খলিতগমনা বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ বনবিহার, কেহ জলবিহার, কেহ বা গৃহমধ্যে বিহার করিতে লাগিল। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান

করিলেন। কোন কামিনী হস্তাভিনয়করণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; কেহ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ হাস্য পরিহাসে মত্ত হইল; কেহ অত্যুৎকৃষ্ট সুরাপান করিয়া গদগদস্বরে কথা কহিতে লাগিল; কেহ বা কাহার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল; কেহ বা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তত্রস্থ সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকা সকল বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের সুমনোহর শব্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন এক মনোহর প্রদেশে গমন করিয়া মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতীত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণসঙ্কাশ পিঙ্গোজ্জ্বল-শ্মশ্রুজাল-জড়িত জটাচীরধারী এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দ্বিজবরকে সমীপে আগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহানন্তর মানবশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি এবং সর্ব্বদাই অপরিমিত ভোজন করি; অতএব আপনাদের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার প্রার্থনা সফল করুন। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব তাঁহাকে কহিলেন, আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কি প্রকার অন্ন প্রার্থনা করেন, বলুন; আমরা তাহা আহরণ করিতে যত্নবান্ হই। ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, আমি অন্ন ভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন প্রদান করুন। ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত খাণ্ডববনে বাস করে। বজ্রভৃৎ ইন্দ্র ঐ খাণ্ডববন সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার প্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জলবর্ষণ করিতে থাকেন, তন্নিমিত্ত আমার অভিলষিত খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না।

অতএব আপনাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, আপনারা আমার সহায় হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উদকধারা ও তত্রস্থ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাণিগণকে নষ্ট করুন, তাহা হইলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হই।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবান্ হব্যবাহন যে নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষ্যমান নানাসত্ত্বসমাকুল খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা সামান্য কারণ নহে; অতএব হে দ্বিজবর! আমি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! আমি ঋষিগণপ্রশংসিত খাণ্ডববনদাহাশ্রিত পৌরাণিকী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক সুবিখ্যাত ভূপাল ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সেই রাজর্ষি অতিশয় যাজ্ঞিক ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ক্রিয়ারম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিবিধ ধনদানবিষয়ে প্রতিদিনই তাঁহার যেরূপ অনুরাগ হইত, অন্য কোন বিষয়েই সেরূপ অনুরাগ জন্মিত না। এইরূপে মহারাজ শ্বেতকি ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ অনবরত উত্থিত যজ্ঞধূমদ্বারা ব্যাকুললোচন ও বহুকাল যাজনকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক একান্ত খিন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। রাজা তাঁহাদিগকে বিকলনেত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমত্যনুসারে অপরাপর ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞকর্ম্ম সমাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা শতবর্ষ-ব্যাপী এক দীর্ঘ সত্র আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইলেন না। তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঋত্বিক্‌গণকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রণিপাত, সান্ত্ববাদ ও ধনদানদ্বারা বারংবার তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন, তথাচ তাঁহারা রাজার মনোরথ সফল করিলেন না। তখন মহীপাল রোষপরবশ হইয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যদি আমি পতিত হইতাম এবং আপনাদিগের শুশ্রূষায়

নিরত না হইতাম, তাহা হইলে আপনারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু আমি সেরূপ নহি, অতএব মদীয় যজ্ঞনিষ্ঠার ব্যাঘাত বা অযোগ্য সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের বিধেয় নহে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হউন। সান্ত্ববাদ, দান ও যথার্থ বাক্যদ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, সমুদয় নিবেদন করিব। অথবা যদি বিদ্বেষবশতঃ আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি যাজনকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের নিকট গমন করিব। মহারাজ শ্বেতকি এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ রাজার যাজন কার্য্য অস্বীকার করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি আপনকার অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। আপনার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই কারণে আমাদিগকে বারংবার এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি রুদ্রদেবসন্নিধানে গমন করুন; তিনিই আপনার যাজন কার্য্য করিবেন।

রাজা মহর্ষিগণের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান ও ব্রতোপবাসাদিদ্বারা দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করত সুদীর্ঘকাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কখন দ্বাদশ দিবসে, কখন ষোড়শ দিবসে বন্য ফল মূল আহার করিতেন, কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছয় মাস অনিমেষলোচনে নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর রাজার এইরূপ অতি কঠোর তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া ভূপালকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি রুদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজন-পূজিত, এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য্য সমাধা করিবেন, এই বর প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ উমাপতি প্রীতমনে ও সস্মিতবচনে কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞ কার্য্য

করিতে পারে, এমন লোক এই প্রদেশে কাহাকেও দেখি না। তুমিও আমার নিকট বরার্থী হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; কিন্তু আমার সহিত তোমাকে একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতধারাদ্বারা অনলকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিবে, তাহা সুসম্পন্ন করিব।

রাজা রুদ্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ভূতবাবন ভগবান্ মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব রাজাকে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ বলিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যাজন কার্য্যে দীক্ষিত হওয়া ব্রাহ্মণদিগেরই বিধেয়, এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজন কার্য্য করিতে পারিব না। এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশভূত। তিনিই তোমার যাজন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে স্বনগরে গমন করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীসকল আহরণ কর। রাজা ভগবান্ পশুপতির আদেশানুসারে স্বনগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিলেন। দ্রব্যসম্ভার সম্ভূত হইলে তিনি পুনরায় রুদ্রসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণ সমস্ত আহৃত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে আমি পরদিনেই যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হই। রুদ্র রাজার এই কথা কর্ণগোচর করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! এই মহানুভাব ভূপতির নাম শ্বেতকি, আমার নিদেশপ্রযুক্ত তোমাকে ইঁহার যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর যজ্ঞকার্য্য যথাবিধানে আরব্ধ হইল। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আদেশানুসারে দীক্ষিত যাজক ও সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ গ্লানিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন বিবেচনা

করিয়া অতি পবিত্র ও লোকপূজিত ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাকে আসনে আসীন দেখিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি তেজো-হীন ও নির্বীর্য্য হইয়াছি; এক্ষণে আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় নিশ্চলা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা হাস্যমুখে বহ্নিকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি দ্বাদশ বৎসর বসুধা-রাহুত ঘৃত উপযোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এইরূপ গ্লানিযুক্ত হইয়াছ; কিন্তু তেজোহীনতাবশতঃ সহসা ভগ্নাশ হইও না; তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। পূর্ব্বে দেবনিয়োগক্রমে দেবশত্রু অসুরগণের আলয়ভূত যে ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহা-দিগের মেদোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে। অতএব শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই গ্লানিরূপ পাপ হইতে আশু মুক্ত হইতে পারিবে।

হুতাশন ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ক্রোধভরে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। খাণ্ডববন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য প্রাণিগণ দাহশান্তির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ হইল। করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া সত্বরে শুণ্ডদ্বারা জলানয়নপূর্ব্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহু-শীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মস্তকদ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য প্রাণিগণও নানাপ্রকার উপায়দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ শান্তি করিল। বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাত বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহারা সাতবারই নির্ব্বাণ করিল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত ভগবান্ হুতাশন বারংবার হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোপাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহি-লেন, হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডবন দগ্ধ

করিতে পারিবে, আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর। দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন সমভিব্যাহারে খাণ্ডববনে গমন করিয়া দাবদাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পারিবে। কৃষ্ণার্জ্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত বন্যজন্তুদিগকে এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া হুতাশন কৃষ্ণার্জ্জুন সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে অবগত করিয়াছি। তৎপরে অর্জ্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অগ্নে! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে,এমন ধনুঃ নাই। আমি অতি সত্বরে শর ক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই। আমার রথ মদীয় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুবলতুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারিবেন। হে ভগবন্! যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপকরণ সকল আহরণ করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগ-

বান্ হুতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে ধনুঃ,তূণীরদ্বয় ও কপি-লক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীবদ্বারা ও কৃষ্ণ চক্রদ্বারা কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া যশঃ-কীর্ত্তিবর্দ্ধন সর্ব্বশস্ত্রপ্রমাথী, সর্ব্বায়ুধ-সারভূত সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ প্রদান করিলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রজতবর্ণ মহাবেগশালী গান্ধর্ব্ব্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, সর্ব্বরত্ন সুশোভিত, কিরণরাজিবিরাজিত, গভীরগর্জ্জনবিশিষ্ট এবং কপিকেতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্ম্মা ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই নবমেঘাকৃতি পরম রমণীয় রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ রথের ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়; উহার উপরিভাগে শার্দ্দূলবৎ ভয়ঙ্কর এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সন্নিবেশিত এবং ধ্বজে বিবিধ বৃহৎকায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে শত্রুসৈন্যগণ বিলুপ্তচেতন হয়। যেমন সুকৃতি ব্যক্তি বিমানে আরোহণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কবচ পরিধান, খড়্গধারণ, গোধাঙ্গুলিত্র বন্ধন ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনির্ম্মিত গাণ্ডীবধনুঃ গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি হুতাশন-সমক্ষে বলপূর্ব্বক ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন। জ্যারোপণকালে এরূপ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলেরই মন ব্যথিত হইল। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন রথ, ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি এই চক্রদ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে। কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক-প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহাদের পরাজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! তুমি শত্রুর প্রতি যতবার

এই চক্র নিক্ষেপ করিবে, ইহা তদ্দ্বারাই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে। তৎপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকীনাম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নিকে কহিলেন;—হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি, ইন্দ্র একাকী পন্নগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন? অর্জ্জুন কহিলেন, এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্ব্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীর লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে পাবক! আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দগ্ধ করুন; আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।

ভগবান্ হুতাশন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজসরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ত শিখা বিস্তার করত চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে যুগান্তকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঘন ঘটার গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলের শব্দ শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিতকলেবর হইল। খাণ্ডবারণ্য হুতাশন কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্ব্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক খাণ্ডববনের উভয়পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণিগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহারা সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমনকালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ রথিদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্র তাপে দগ্ধৈকদেশ, স্ফুটিতচক্ষুঃ ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ পিতা, পুত্র

ও ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারায়তে তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিতকলেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষুঃ ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্র তাপে কাথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্য সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্ত্তিমান্ বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্র তাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ডয়নপূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জ্জুনের তীব্র শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া চীৎকার রবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শত শত বনবাসী জন্তুগণ খরশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোরতর নিনাদ মথ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাসমুদায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণেরও মহান্ উদ্বেগ জন্মাইল। তখন তীব্র তাপে সন্তপ্ত দেবগণ ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদায় মর্ত্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন? অদ্য কি লোকসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে?

সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া এবং স্বয়ং দর্শন করিয়া খাণ্ডববন রক্ষার্থে গমন করিলেন। তিনি নানাবিধ রথসমূহদ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগণ দেবরাজের আদেশানুসারে খাণ্ডবারণ্যমধ্যে মুষলধারে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সমস্ত বারিধারা হুতাশনের তীব্রতাপবশতঃ অন্তরীক্ষেই শুষ্ক হইয়া গেল; অগ্নির উপর এক বিন্দুও পতিত হইল না। তখন সুররাজ পুরন্দর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মহামেঘদ্বারা বেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে খাণ্ডবারণ্য বারিধারাপাতে ধূমাকীর্ণ ও অগ্নি-

শিখাদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়াতে বিদ্যুৎ-সমাকুল ঘনঘটার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর অর্জ্জুন অসংখ্য শরবর্ষণদ্বারা বারিবর্ষণ নিবারণ করিলেন। যেমন নীহারজালে চন্দ্রমা সমাচ্ছন্ন হয়েন, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত খাণ্ডববন আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয় শস্ত্র-কলাপে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইলে একটি প্রাণীও পলায়ন করিতে পারিল না। তৎকালে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অশ্বসেন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোনক্রমেই বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহ পরবশ হইয়া বিপন্ন পুত্রের রক্ষার্থে আসন্ন মৃত্যুমুখে ধাবমানা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্বসেনের মস্তক ও লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়াছিল। নাগপত্নী অগ্নি হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণধার শরদ্বারা নাগভার্য্যার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবরাজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষকতনয়ের প্রাণরক্ষার্থ বানবর্ষণদ্বারা অর্জ্জুনকে অচেতন করিলেন। ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিল। অর্জ্জুন ইন্দ্রের মায়া ও সর্পের প্রবঞ্চনা পর্য্যালোচনা করত তত্রস্থ সমস্ত প্রাণীকে দ্বিধা ত্রিধা খণ্ড করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও পাবক সেই জিহ্মগামীকে 'নিরাশ্রয় হইবে' বলিয়া অভি-সম্পাত করিলেন।

অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট জিষ্ণু পূর্ব্বকৃত বঞ্চনা স্মরণ করিয়া আশুগ শরসমূহ-দ্বারা বজ্রধরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ অর্জ্জুনকে সমরে সংবদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত অস্ত্র নিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। 'প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্র সকল সংক্ষোভিত হইয়া বেলাভূমি অতি-ক্রম করিতে লাগিল, জলধারাবনত মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাকুল হইল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত ও ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনে যেন প্রলয়-কাল উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন সেই ঘোরতর মেঘের নিরাকরণ করিবার

নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুক্তিবিশারদ ধনঞ্জয় প্রথমতঃ মন্ত্রপূত বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা অশনি ও মেঘের বলবীর্য্য তিরোহিত করিলেন। জলধারা শুষ্ক ও ক্ষণপ্রভা বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে ব্যোমতল তমোমুক্ত ও প্রশান্তরজ হইল, সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল, অর্কমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং হুতাশন প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত বসাধারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অগ্নির শব্দে সমুদায় জগৎ পরিপূর্ণ হইল। সুপর্ণাদি পতত্রিবর্গ কৃষ্ণার্জ্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন পরিরক্ষিত দেখিয়া গর্ব্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। গরুড় বজ্রতুল্য স্বীয় নখ, তুণ্ড ও পক্ষদ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিবার মানসে আকাশ হইতে নামিলেন। উরগসমূহ দগ্ধানন হইয়া পাণ্ডবসমীপে তীব্র বিষ উদ্গার করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ঘোরতর নিনাদ করত উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেই ক্রোধমূর্চ্ছিত জিঘাংসুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা কৃষ্ণ চক্রদ্বারা দৈত্যদানবগণের প্রাণ সংহার করিলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্রদ্বারা চালিত ও বাণবিদ্ধ হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র শ্বেতগজে অধিরূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন এবং অতি বেগে অশনিগ্রহণপূর্ব্বক অপর কতকগুলি অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া সুরগণকে কহিলেন, এইবারে কৃষ্ণার্জ্জুন নিহত হইয়াছেন। দেবরাজ অশনি উদ্যত করিয়াছেন দেখিয়া, দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃতান্ত কালদণ্ড, ধনপতি গদা, বরুণ পাশ ও বজ্র, মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দীপ্যমান ওষধী, বিধাতা ধনুঃ, জয় মুষল, বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বত, অংশ শক্তি, যম পরশু এবং সূর্য্য অতি ভয়ঙ্কর পরিঘাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ফালন করিতে লাগিলেন। মিত্র চক্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, পূষা, ভগ এবং সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবমান

হইলেন। রুদ্র, বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য অসংখ্য দেবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের জিঘাংসায় বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। দেবতারা রণক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কল্পান্তসময়ের ন্যায় ভূতগণের মোহ উপস্থিত দেখিলেন। দেবগণসমভিব্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণার্জ্জুন সজ্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহদ্বারা শক্র-সমভিব্যাহারী সুরগণকে দূরীকৃত করিলেন। দেবতারা বারংবার ভগ্নমনোরথ হইয়া ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেবরাজও পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের বল, বীর্য্য ও অসামান্য রণনৈপুণ্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। পাকশাসন, অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য পরীক্ষার্থে অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অনায়াসে তাহা প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে শতক্রতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অশ্মবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে সকলই লয় প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবরাজ জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় বাহুবলে তরুলতার সহিত মন্দরগিরির শিখর উৎপাটনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন অজিহ্মগ মহাবেগবান্ শরসমূহদ্বারা সেই অদ্রিশৃঙ্গ শতধা বিচ্ছিন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। গিরিশিখর খাণ্ডববনে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ সমস্ত প্রাণী যুগপৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—খাণ্ডবারণ্যনিবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ভল্লুক, মদস্রাবী হস্তী, শার্দ্দূল ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণ এবং অন্যান্য প্রাণিসমুদায় শৈলপতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উদ্যতাস্ত্র হইয়া সেই বন রক্ষা করিতে লাগিলেন। পলায়মান জন্তুগণের চীৎকাররবে এবং ঔৎপাতিক শব্দ সদৃশ শৈলনিপাতশব্দে খাণ্ডববন-সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অরণ্য দগ্ধ হইতেছে এবং কৃষ্ণ অস্ত্র

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিয়া জন্তুগণ ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। জন্তুগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির ভীষণ শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব ঐ সমস্ত জন্তুগণকে বিনাশ করিবার মানসে তেজঃপ্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুদ্রজাতীয় প্রাণী, দানব ও নিশাচরগণ চক্রাঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণচক্রে বিদারিতাঙ্গ দৈত্যগণ বসারুধিরচর্চ্চিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ভগবান্ চক্রপাণি সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুগণকে বিনাশ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ যতবার চক্র নিক্ষেপ করেন, চক্র ততবারই বহুসংখ্যক প্রাণী বিনাশ করিয়া তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বহুসংখ্যক পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ বিনাশ করাতে সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেবের রূপ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঐ সময় সমস্ত দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সুরগণ কৃষ্ণার্জ্জুন হস্ত হইতে খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, 'দেবরাজ! তোমার সখা ভুজগেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর; এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না। ইঁহারা পূর্ব্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদায় অবগত আছ। এই দুরাধর্ষ, সর্ব্বলোকবিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইঁহারা সমুদায় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়। অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণসমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।'

অমররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য বিবে-

চনায় ক্রোধদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণদ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্ত-সমস্ত করিলেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত জন্তুগণ, আমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জ্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। হস্তী, মৃগ, তরক্ষু ও অন্যান্য প্রাণি-গণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। তত্রত্য বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাঁহারা এক বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্রদ্বারা তাহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ হব্যবাহন কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভাবে মাংস, রুধির ও বসাদ্বারা তর্পিত হইয়া মহা-বেগে গগনস্পর্শপূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময়দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্ত্তিমান অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদ্দর্শনে অতীব ভীত হইয়া 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,' বলিয়া অর্জ্জুনসমীপে গমন করিতে লাগিল। শরণাগতপ্রতিপালক

ধনঞ্জয় তাহার সেই করুণস্বর শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রায় করিলেন ; অর্জ্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করাতে ভগবান্ চক্রপাণি তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন ; অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিলেন না ।

হে পৌরববংশাবতংস জনমেজয় ! এইরূপে কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন । এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল ; কেবল অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক রক্ষা পাইয়াছিল ।

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! সেই খাণ্ডববন দাহকালে অশ্বসেন ও ময়দানব যেরূপে পরিত্রাণ পাইল, তাহা শুনিয়াছি ; এক্ষণে শার্ঙ্গকদিগের অনাময় কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে শত্রুনিপাতন ! শার্ঙ্গকচতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মন্দপাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ বেদপারগ মহর্ষি ছিলেন । ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন ; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না । মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরগণ ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জ্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন । আমি মর্ত্ত্যলোকে কোন্ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই, যাহাতে আমার তপস্যা নিষ্ফল হইল ; আমি এক্ষণেই তাহা করিতেছি । হে দেবগণ ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আজ্ঞা করুন ।

দেবগণ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয় । ঐ ঋণত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, তপস্যা-

দ্বারা ঋষিঋণ ও সন্তানোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুমি তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদায় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে। অতএব তুমি পরম যত্ন-সহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলেই এই অমরলোকে পরমসুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবে। হে দ্বিজোত্তম! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে,—অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও।

মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর কিরূপে অল্পকালমধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবেন, তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বহুপ্রসবশালী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করত শার্ঙ্গকমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জরিতানাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারিটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রচতুষ্টয় অণ্ডমধ্যস্থ থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন। জরিতা মহর্ষিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অণ্ডস্থ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণ-পণে তাহাদিগকে পোষণ করত খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাতেজাঃ হুতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে অগ্নে! তুমি সমস্ত লোকের মুখ-স্বরূপ; তুমি হব্যবাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর; কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর

বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ ; তুমি সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে ; হে দেব ! তুমি দহন ; তুমি ধাতা ; তুমি বৃহস্পতি ; তুমি অশ্বিনীকুমার ; তুমি মিত্র ; তুমি সোম এবং তুমিই পবন ।”

ভগবান্ হুতাশন অমিততেজাঃ মহর্ষি মন্দপালের এই প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব । তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে হব্যবাহন ! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্ হব্যবাহন ‘তথাস্তু’ বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা পূরণে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডববনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন প্রবল-বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, সেই শার্ঙ্গকচতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখ-শোকাকুলিত-চিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায় ! এখন কি করি ! ঐ প্রজ্বলিত হুতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন ; আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিত্রাণকারণ এই শাবক-গুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি ! ইহারা সকলেই অজাতপক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্ব্বল, সুতরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি ; কিম্বা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি ! কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই ! হে পুত্রগণ ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য। আমি, বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না,

অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এককালে হুতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি। তোমাদিগের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর। তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, জরিতারি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইহাতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে; সারিসৃক্ক অপত্যোৎপাদনদ্বারা বংশ বর্দ্ধন করিবে; স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে; তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হই! শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতি-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননী শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মাতঃ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর। দেখ, আমরা এস্থানে বিনষ্ট হইলে, তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণত্যাগ করিলে বংশরক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব হে মাতঃ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর। আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদিক্ বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার মনোবাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না।

জরিতা কহিলেন,—হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষের অতি সমীপবর্ত্তী ভূতলে এক মূষিকের গর্ত্ত আছে; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর; তথায় অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমি পাংশুদ্বারা আপাততঃ উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর, আমি পুনরায় আসিয়া পাংশুরাশি প্রক্ষেপপূর্ব্বক ঐ গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্বার উঠিবে। হে বৎসগণ! প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে মুক্ত হইবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন,—হে মাতঃ! মূষিক স্বভাবতঃ মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজাতপক্ষ মাংসপিণ্ডভূত; আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই; এই ভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে

সাহস হইতেছে না। পরে তাহারা কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, হায়! এখন কিরূপে আমরা প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাই! কিরূপেই বা মুষিক-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই! কি প্রকারে আমাদের পিতার অপত্যোৎপাদন নিষ্ফল না হয় এবং কি করিয়াই বা মাতা জীবিত থাকিবেন! গর্ত্তে প্রবেশ করিলে মুষিকে ভক্ষণ করে, অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে প্রাণ যায়; এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গর্ত্তে গিয়া মুষিকমুখে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে ভস্ম হওয়া শ্রেয়ঃকল্প, যেহেতু মুষিকমুখে মৃত্যু হইলে গর্হিত মরণ হইবে, কিন্তু হুতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদ্গতি লাভ হইতে পারিবে।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! একদা এই গর্ত্ত হইতে সেই মুষিক বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর। শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা শ্যেনপক্ষীকে মুষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই। আর যদিও সেই মুষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ত্ত মধ্যে অন্য মুষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ! দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদিগের সমীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে কি না পারে, সন্দেহ; কিন্তু আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মুষিকহস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। এক পক্ষে মৃত্যুর নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয়; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হে মাতঃ! আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন কর; আমরা বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎকৃষ্ট পুত্র হইতে পারিবে।

জরিতা কহিলেন,—হে পুত্রগণ! যৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত শ্যেন-পক্ষী গর্ত্ত হইতে মুষিককে লইয়া যায়, আমি তৎকালে সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সত্বরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদের

শত্রু, কিন্তু এই মূষিককে হরণ করিয়া আমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিলে,এই পুণ্য-ফলে তুমি পরলোকে স্ববর্ণময় কলেবর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। তৎপরে ঐ শ্যেনপক্ষী মূষিককে ভক্ষণ করিলে পর আমি তাহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। অতএব হে পুত্রগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; আমার সমক্ষে, শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন,—মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না; অতএব কি প্রকারে গর্ত্তে প্রবেশ করি।

জরিতা কহিলেন,—আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর। শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধ বাক্যদ্বারা আমাদের ভয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ? ঐ গর্ত্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোন ক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে। দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহাও তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদিগকে লালন পালন করিতেছ। তুমি আমাদের কে? আর আমরাই বা তোমার কে? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্কা এবং দর্শনীয়াও বটে, অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এইখানে থাকিয়া হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করি। হে মাতঃ! যদি আমরা কোন ক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকটে আসিও।

শার্ঙ্গী শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন, বিপৎকালে কদাচ ব্যথিত হন না। যে মূঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎকালে যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

তখন সারিস্থক্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল; তুমি কোন না কোন উপায়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতু এক প্রাজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান্।

স্তম্বমিত্র কহিলেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ্ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিকার করে।

দ্রোণ কহিলেন,—ঐ দেখ, সপ্তাস্য, সপ্তজিহ্ব, ক্রুর হিরণ্যরেতাঃ শিখা বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রয়ত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরিতারি কহিলেন,—হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; লতাসমূহের শরীর; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখাসমুদায় সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঊর্দ্ধদেশ, অধোদেশ, পূর্ব্বদেশ ও পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইতেছে।

সারিস্থক্ক কহিলেন,—হে ধূমকেতো! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; পিতা কোথায় আছেন, কিছুই জানি না; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই; অতএব হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণান্তর নাই। হে অগ্নে! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি

আপন কল্যানমূর্ত্তি ও সপ্তশিখাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাত-বেদঃ! এই ত্রিলোকীমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ; তোমার তুল্য তপো-বলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক, তাহাতে আবার ঋষিকুমার; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

স্তম্বমিত্র কহিলেন,—হে অগ্নে! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্ব্বভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ; তুমি অগ্নি, তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে অগ্নে! তুমি এই ভুবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।

দ্রোণ কহিলেন,—হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে পার্থিব রস সমুদায় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদায় রস যথাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বশস্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ডকিরণ হুতাশন! এই সমুদায় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি আমা-দিগকে রক্ষা কর, দগ্ধ করিও না।

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপালসন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋষি বটে; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে; তোমার ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্ব্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনি খাণ্ডবারণ্য দাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন। হে দ্রোণ! মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার এই বাক্য উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর, অতএব বল, এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে। আমি তোমার স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

দ্রোণ কহিলেন,—হে হুতাশন! এই বিড়ালগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন। ভগবান্ বহ্নি দ্রোণের বাক্যানুসারে বিড়ালগণকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া শার্ঙ্গক চতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবলবেগে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এদিকে মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্র চতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নিকট নিবেদন করিয়াও তৎকালে মনে মনে অসুখী হইতে লাগিলেন। মহর্ষি মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, লপিতে! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে। তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত। অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন; বোধ করি, তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। আহা! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে! হা! পুত্র জরিতারে! হা বৎস সারিসৃক্ক! হা স্তম্বমিত্র! হা পুত্র দ্রোণ! হা প্রিয়ে জরিতে! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ।

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণে সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ! তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি। হে মহর্ষে! উহারা বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী; অগ্নি হইতে উহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকে অনুরোধ করিয়াছিলে। মহাত্মা হুতাশনও তোমার অনুরোধ শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তিনি কখনই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও; কেবল

আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইয়াছে বলিয়াই এত অনুতাপ করিতেছ। নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই। স্নেহবান্ ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি সুহৃজ্জনের প্রতি উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিধেয়; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকটেই গমন কর, আর বৃথা অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কুপুরুষাশ্রিতা নারীর ন্যায় একাকিনী জীবন যাপন করিব।

মন্দপাল কহিলেন, লপিতে! তুমি মনে করিয়াছ, আমি নিতান্ত কামান্ধ লোকের ন্যায় কেবল স্ত্রীসম্ভোগার্থে পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উদ্বেজিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে, পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারা সকলেই অগ্নি ইহতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু মোচনপূর্ব্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারংবার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে? তৎ কনিষ্ঠ কে? তৃতীয় কে? এবং সর্ব্বকনিষ্ঠই বা কে? আমি দুঃখিত হইয়া বারংবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছ না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত আমার মন এক মুহূর্ত্তও সুস্থির নহে।

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,মহর্ষে ! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি ? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি ? এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি ? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর ।

মন্দপাল কহিলেন,—জরিতে ! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিকমঙ্গল বিনাশক, বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই । সুব্রতা সর্ব্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধনতৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তর সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য ও অনভিরূপা হইয়াছেন। আমি অপত্য দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ । পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না ।

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ ! পূর্ব্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হুতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন । আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ ! তোমরা আমার নৃশংসাচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না । ভগবান্ হুতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন । মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সান্ত্বনা করত তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে ভগবান্ হুতাশন, প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদঃ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর; আমি তোমাদের পরাক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন অর্জ্জুন, 'আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন' বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যাদ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্রসমুদায় লাভ করিবে। কৃষ্ণ কহিলেন, সুররাজ! আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয়। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞা গ্রহণপুরঃসর দেবগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবস প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষিসমাকুল খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তাহাদিগের মাংস ভোজন এবং মেদঃ ও রুধির পানদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিরত হইলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর। ভগবান্ হুতাশনের অনুজ্ঞা লাভানন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন ও ময়দানব তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরম রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

খাণ্ডবদাহন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।